উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮০,৩৩৪.৮১ (-৪১১.৯৭)
নিফটি : ২৪,২৭৩.৮০ (-১৪০.৬০)

ব্ল্যাকআউটের জেরে বন্ধ ম্যাচ
ব্ল্যাকআউটের জেরে বৃহস্পতিবার রাতে ধরমশালায় আইপিএলে পাঞ্জাব কিংস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচ বন্ধ করে দেওয়া হয়। » ১২

পাক বন্দিদের উপর নজরদারি
ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংশোধনাগারে বন্দি থাকা অন্তত ৮ জন পাকিস্তানি জঙ্গির উপর নজরদারি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৭° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন

গগনযান ফেলে বায়ুসেনার দায়িত্বে » ৮

২৫ বৈশাখ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 9 May 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 348

অপারেশন সিঁদুর ২.০

সুদর্শন চক্রে হামলা ঠেকিয়ে প্রত্যাঘাত

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ মে : যুদ্ধ পরিস্থিতি তো বটেই। জঙ্গি ডেরা ধ্বংস করেছিল ভারত। জবাবে ভারতের সামরিক কাঠামোকে নিশানা করতে চেয়েছিল পাকিস্তান। 'সুদর্শন চক্রে' সেই হামলা ভারত তো ঠেকিয়ে দিয়েছেই, উপরন্তু লাহোরে সেদেশের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম গুঁড়িয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানের আরও কিছু এয়ার রাডার ভেঙে দিয়েছে ভারত।

যদিও তাতে শিক্ষা নেয়নি ইসলামাবাদ। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়বার ড্রোন হামলার চেষ্টা করে জম্মু, পুঞ্চ, জয়সলমের ইত্যাদি এলাকায়। যদিও ভারত পরের বারের এই আক্রমণকেও সমানভাবে প্রতিহত করেছে। ভারতকে আঘাত করার কোনও পাক চেষ্টাই সফল হয়নি বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত। রাশিয়া থেকে কেনা এস-৪০০ যন্ত্রে (সেনা যার নাম দিয়েছে সুদর্শন চক্র) এবং একের পর এক ড্রোন ছুড়ে ইসলামাবাদের যাবতীয় প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় বাহিনী।

পাকিস্তানের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, 'আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেবেন না। উসকানি দিলে আমরা পুরোদস্তুর জবাব দিতে প্রস্তুত।' পাকিস্তান অবশ্য সেই পরামর্শ মানেনি। বৃহস্পতিবার রাতে জম্মুর সাম্বা জেলায় রকেট ও ড্রোন হামলা চালায়। চলে গোলাবর্ষণও। জম্মু বিমানবন্দরে হামলা হয়। পাকিস্তানি ড্রোনগুলিকে অবশ্য এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত।

এস-৪০০ দিয়ে অন্তত ৮টি পাকিস্তানি ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছে ভারত। অপারেশন সিঁদুরকে কেন্দ্র করে দুই পড়শি দেশের মধ্যে এই আবহ ক্রমশ যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করছে। বুধবার অবন্তিপুরা, শ্রীনগর, জম্মু, পাঠানকোট, অমৃতসর, ভুজ সহ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী ১৫টি শহরে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা চালায় পাকিস্তানি সেনা। ভারতের স্কেলপ ক্রুজ মিসাইল, হারপি ড্রোন ও সুদর্শন চক্র সেই আক্রমণ পুরোপুরি ঠেকিয়ে দেয়।

পাকিস্তানের ওই আগ্রাসনের জবাবে লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, করাচিতে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় ভারত। বৃহস্পতিবার সকালে 'হারপি' ড্রোন দিয়ে লাহোরে চিনের তৈরি এইচকিউ-৯ মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। ড্রোন হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামও। যেখানে পাকিস্তান সুপার লিগের ক্রিকেট ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল।

পাক সীমান্তে এরকম উত্তেজনার মধ্যে বৃহস্পতিবার দিনভর একের পর এক বৈঠকে সশস্ত্র বাহিনীকে সদাসতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি কখনও বৈঠক করেন সেনাপ্রধান, কখনও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আবার কখনও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে। নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে প্রতিবেশী দেশের যাবতীয় কৌশল ভেস্তে দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

জম্মু, পুঞ্চ ও অমৃতসরকে পুরোপুরি ব্ল্যাক আউট করে দেওয়া হয়েছে। জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট। মোবাইল পরিষেবা ঠিকমতো কাজ করছে না। জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় পাকিস্তানের লাগাতার গোলাবর্ষণ ও যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের

এরপর দশের পাতায়

কী ঘটল দিনভর

- বুধবার মধ্যরাতে ভারতে ১৫ সেনাঘাঁটিতে হামলার ছক পাকিস্তানের
- শ্রীনগর, জম্মু, পাঠানকোট, অমৃতসর, কাপুরথালা, জলন্ধর, লুধিয়ানা, ভাতিন্ডা, চণ্ডীগড় ও ভুজকে টার্গেট পাকিস্তানের
- পাকিস্তানের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এস-৪০০
- বৃহস্পতিবার ভোরে লাহোরে ও রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করে ভারতের হ্যারপ ড্রোন
- জম্মু, গুজরাটের একাধিক এলাকায় ব্ল্যাকআউট
- বৃহস্পতিবার রাতে পাকিস্তানের একটি এফ১৬ ও ২টি জেএফ১৭ বিমান ধ্বংস
- জয়সলমীরে পাক ড্রোন হামলা

হ্যারপ ড্রোন কী

হ্যারপ ড্রোনটি তৈরি করেছে ইজরায়েলের এরোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ। নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তুকে খুঁজে তা ধ্বংস করতে সক্ষম এই ড্রোন।

সিঁদুর অনগোয়িং অপারেশন। তবে ভারত আরও অভিযান চালাতে চায় না। কিন্তু পাক সেনা আক্রমণ করলে তার জবাব দেওয়া হবে।

রাজনাথ সিং
প্রতিরক্ষামন্ত্রী

চিনের অস্বীকার

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে তাদের বিমানের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়ান

পাকিস্তানের দাবি

- লাহোর, করাচি সহ পাকিস্তানের একাধিক শহরে ভারতের ড্রোন হামলা
- ড্রোন হামলার পরই বন্ধ করা হয় করাচি বিমানবন্দর
- আংশিকভাবে পরিষেবা বন্ধ লাহোর ও ইসলামাবাদ বিমানবন্দরেরও
- ভারতের ২৫টি ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে
- ইজরায়েলে তৈরি হ্যারপ ড্রোন ব্যবহার করেছে ভারত

ইরান ও সৌদি আরবের অবস্থান

- অপারেশন সিঁদুরের মাঝেই ভারতে ইরান ও সৌদি আরবের বিদেশমন্ত্রীরা
- দিল্লিতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে সৌদি বিদেশমন্ত্রী আদেল আল-জুবায়েরের বৈঠক
- সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়াই করার অঙ্গীকার দুই দেশের
- ভারত-ইরান যৌথ কমিশনের বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লিতে ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচি

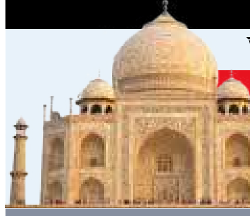

তাজমহলে সতর্কতা

- অপারেশন সিঁদুরের পর তাজমহলের ১০,৪০০ বর্গকিমি এলাকায় উচ্চ সতর্কতা
- ভারত-পাক উত্তেজনার মধ্যে তাজমহলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে
- সতর্কতা জারি করা হয়েছে দেশের বহু পর্যটনকেন্দ্রেও

ঐক্য বার্তায় সায় বিরোধীদের

ক্ষেপণাস্ত্র হানার পর পাকিস্তানের ভাওয়ালপুরে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ মে : 'পিকচার আভি বাকি হ্যায়।'

প্রাক্তন ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারাভানে বলেছিলেন বুধবার। একধাপ এগিয়ে বৃহস্পতিবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানালেন, 'অপারেশন সিঁদুর' শেষ হয়নি। পাকিস্তান আক্রমণ করলে ভারত সমুচিত জবাব দেবে। তাঁর সভাপতিত্বে বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ডাকা সর্বদল বৈঠকে পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাতের বিস্তারিত জানানো হয়।

পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি স্থানে মঙ্গলবার রাতে জঙ্গিঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে দিয়েছিল ভারত। সেই হামলায় ১০০-রও বেশি সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু হয়েছে বলে সর্বদল বৈঠকে দাবি করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। সর্বদলীয় বৈঠকের পাশাপাশি বৃহস্পতিবারের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শুধু পাকিস্তানি ড্রোন হামলা প্রতিহত নয়, পালটা আক্রমণে পড়শি দেশের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে ধ্বংস করে দেওয়া। এতে আরও চাপে পড়ল পাকিস্তান।

এই পরিস্থিতিতে সেনার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থাকতে একযোগে বার্তা দিয়েছে সব বিরোধী দল। যদিও বিরোধীদের দাবি সত্ত্বেও পাক-ভারত সংঘাতের আবহে দ্বিতীয় সর্বদল বৈঠকেও হাজির হননি প্রধানমন্ত্রী। এতে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে বটে, তবে দেশের এই সংকটকালে সমস্ত বিরোধীকে একজোট থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি। এক বার্তায় তিনি বলেন, প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত।

সরকারের এই বার্তায় সাড়া দিয়েছে বিরোধী শিবির। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেন, 'আজকের বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য আমরা শুনেছি। কিছু ব্যাপার আছে, যা বৈঠকের বাইরে আলোচনা করা যায় না। আমরা আগে যা বলেছি, এখনও তাই বলছি- আমরা সরকারের সঙ্গেই আছি।'

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

তবু প্রেম সগর্বে বেঁচে ভারত-পাক আকাশে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

যুদ্ধ বা যুদ্ধ যুদ্ধ হাওয়া সব সময়ই খারাপ। আচমকা নয়া সব যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ ভরে উঠেছে পাড়ায় পাড়ায়। তবু এই মুহূর্তেই মানবতাবাদের বহু দৃষ্টিনন্দন চরাচর মনে করিয়ে দিয়ে যায় আবার। দেখায়, রক্তারক্তির আবহেও ভালোবাসার রক্তগোলাপের কত সুবাস ছড়িয়ে ভারত-পাকিস্তানের হৃদকমলে।

দেশপ্রেমকে ঘিরে অহেতুক হিংসা-হুংকারকে নিঃশব্দে হারায় সেই অন্তহীন প্রেম।

ওয়াঘা সীমান্তে ক'দিন আগের কিছু অন্যরকম ছবি আর্দ্র করে দিচ্ছিল দু'চোখ। আমাদের চিরায়ত ধারণার শিকড়ে কুঠারাঘাত চালিয়ে।

কী বলে যায় ওই ছবিগুলো? ভালোবাসার, ভালোবাসবার কোনও দিনক্ষণ নেই। একটা ছবিই একটা গল্প। কোনটা বেশি হৃদয়বিদারক আমি জানি না। প্রেম তো কাঁটাতার মানে না, যুদ্ধ মানে না!

অটোরিকশার ভিতরে বাচ্চারা পাগলপারা কাঁদছে এদিকে। অদূরে মায়ের চোখভরা জল। বাচ্চারা পাক নাগরিক। মা ভারতের। ভারত বলেছে, পাকিস্তানিরা ফিরে যান। পাকিস্তান বলেছে, ভারতীয়দের থাকা চলবে না। তাই এমন হৃদয় ভাসানো পরিস্থিতি।

তরুণী সায়রা নয় মাসের ছেলে আজলানকে নিয়ে পাকিস্তানে ফিরছেন প্রবল অনিচ্ছেতে। পাশে স্বামী ফারহান। নয়াদিল্লির ফারহান স্ত্রী-সন্তানকে ফেরাতে এসেছেন অমৃতসর সীমান্তে। ছেলের কপালে বিদায়িচুম্বন আঁকলেন তিনি। স্ত্রী চলে যাচ্ছে ছেলে কোলে। এই সময়ই সীমান্তরক্ষীরা বোরখাপরা সায়রাকে আটকালেন, 'ম্যাডাম, বাচ্চার পাসপোর্টটা?' এরপর দশের পাতায়

সার্কিট নয়, স্থায়ী বেঞ্চের দাবি

পরিকাঠামো হস্তান্তর জলপাইগুড়িতে

পূর্ণেন্দু সরকার ও সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৮ মে : জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো হস্তান্তরের দিনই ফের দাবি উঠল জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ চালু করার। শুধু তাই নয়, মাদুরাইতে চেন্নাই হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ চালু হলেও কেন জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না, এমন প্রশ্নও উঠল।

হস্তান্তরের পর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ অন্যরা। বৃহস্পতিবার।

বৃহস্পতিবারই জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনটি সরকারের তরফে হাইকোর্টকে হস্তান্তর করা হল। এদিন জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর এলাকায় নবনির্মিত হাইকোর্টের স্থায়ী ভবনে আসেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত এবং হাইকোর্টের অন্য বিচারপতিদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধান বিচারপতি। সেই বৈঠকেই জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের জমি সহ স্থায়ী ভবনের যাবতীয় নথি রাজ্য সরকারের তরফে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে হস্তান্তর করা হয়।

এদিন জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের পরিকাঠামো এবং পরিবেশ দেখে খুশি প্রধান বিচারপতি। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আশা করছি এই স্থায়ী ভবনে খুব দ্রুত বিচারের কাজ শুরু করতে পারব। আধুনিক সমস্ত ধরনের পরিষেবা এই স্থায়ী ভবনে তৈরি হয়েছে, যা বিচার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করবে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের তরফে যাবতীয় নথি আমাদের হস্তান্তর করা হয়েছে। আজকের দিনটি আমাদের সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' তবে, জলপাইগুড়িতে স্থায়ী বেঞ্চের বিষয়টি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এটি আমার এক্তিয়ারের বাইরে।'

জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রধান বিচারপতিকে স্বাগত জানিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আইনজীবী কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'স্থায়ী ভবনের হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় আমরা খুশি। শীঘ্রই স্থায়ী পরিকাঠামোয় কাজকর্ম চালু হবে বলে আমরা আশাবাদী। যদিও আমরা স্থায়ী বেঞ্চের দাবি জানিয়েছি প্রধান বিচারপতির কাছে।' পরে কমলবাবু বলেন, 'সার্কিট বেঞ্চে অনেক মামলার শুনানিতে দীর্ঘসূত্রিতা হয়ে যায়। তাই আমরা স্থায়ী বেঞ্চ চেয়েছি। স্থায়ী বেঞ্চ হলে এখানে বিচারপতিরা স্থায়ীভাবে থাকবেন। এখানে ১৩ জন বিচারপতির আবাসন সহ যে বিশাল পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে তা সার্কিট বেঞ্চের জন্য প্রয়োজন হয় না।'

রাজ্য বার কাউন্সিলের সদস্য গৌতম দাস বলেন, 'হাইকোর্টের তরফে যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকার সেইমতো স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরি করে দিয়েছে। যখন পরিকাঠামো রয়েছে তাহলে নতুন ভবনে হাইকোর্টের উত্তরবঙ্গের স্থায়ী বেঞ্চের কাজ শুরু হোক, এটাই আমরা চাই।'

২০১২ সালে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

জলসংকটে চূড়ান্ত ভোগান্তি

হাসপাতালের বাইরে রোগীর আত্মীয়দের জল সংগ্রহ। -জয়দেব দাস

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৮ মে : পানীয় জলের হাহাকার শুরু হয়েছে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। পানীয় জলের মেশিনগুলি দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে রয়েছে। ফলে তীব্র গরমে বাইরে থেকে জল কিনে আনতে হচ্ছে রোগী ও তাদের পরিজনদের। পানীয় জলের জোগান ঠিকমতো না থাকায় হাসপাতালের কর্মীরাও ক্ষোভে ফুঁসছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাপমাত্রা তখন চরমে। সূর্যের দাপটে সাধারণ মানুষের নাজেহাল অবস্থা। রোগীদের অবস্থা আরও খারাপ। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগের উলটো পাশে একটি গাছের নীচে বসে ছিলেন অসমের ছাগলিয়ার বাসিন্দা জাকির আলি। তাঁর এক আত্মীয় এখানে চিকিৎসাধীন। জল তেষ্টা পাওয়ায় জাকির সাহেব এগিয়ে গেলেন পিপি ইউনিটের পাশে থাকা জলের মেশিনের কাছে। কিন্তু জল তো দূরের কথা সেখানে বিবককগুলিই উধাও।

চারদিকে কোথাও পানীয় জল না পেয়ে এবার তিনি চলে গেলেন কারমাইকেল ওয়ার্ডের উলটো দিকে থাকা মেশিনটির কাছে। সেখানেও জল নেই। জরুরি বিভাগের ভিতরে পানীয় জলের বন্দোবস্ত আগে ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন সেখানে জল মেলে না। অগত্যা এবার

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

জাকির সাহেব অপর এক রোগীর আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?' তিনি উপায় বাতলে দিয়ে বললেন, 'হাসপাতালের ভিতরে জল পাবেন না। বাইরে থেকে নিয়ে আসুন।' কাঁচুমাচু মুখ করে জাকির হোসেন বেরিয়ে গেলেন হাসপাতালের বাইরে। কিছুটা দূরে পুরসভার একটি

এরপর দশের পাতায়

বায়নার আশায়।। কোচবিহার-ফালাকাটা জাতীয় সড়কে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

দেশে ৭৭ হয়ে উজ্জ্বল ধৃতিমান

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ৮ মে : কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট (সিএসআইআর নেট)-এর রসায়ন বিভাগে সারা দেশে ৭৭তম স্থান অধিকার করল তুফানগঞ্জের ধৃতিমান দত্ত। তিনি শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ স্ট্রিটের বাসিন্দা। গত মঙ্গলবার তাঁর স্কোরকার্ড প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ধৃতিমান আইআইটি মুম্বইতে পড়াশোনা করছেন। আগামীদিনে রসায়নে গবেষণার পাশাপাশি বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অংশ নেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর। ধৃতিমানের কথায়, 'সাফল্যের মূলমন্ত্র হল নিয়মিত অধ্যয়ন।'

ধৃতিমানের বাবা সুপ্রিয়কুমার দত্ত পেশায় স্কুল শিক্ষক। মা সুজাতা দত্ত। তুফানগঞ্জ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম থেকে শিক্ষাজীবন শুরু করে মেধাবী ছেলেটি তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। তিনি বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে রসায়নে স্নাতক। সুপ্রিয় বলেন, '২০২৪-এর 'জ্যাম' এর পরীক্ষাতেও সর্বভারতীয় স্তরে

ধৃতিমান ৯১তম স্থানে ছিল। বাবা হিসাবে সত্যি আমি গর্বিত।'

সর্বভারতীয় আইআইটি জ্যাম পরীক্ষাতে সাফল্য পেয়ে ধৃতিমান স্নাতকোত্তর পড়াশোনার জন্য আইআইটি মুম্বইতে ভর্তি হন। বর্তমানে তিনি সিএসআইআর নেট-এর জন্য আবেদন করেন। গত বছর ডিসেম্বরে পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও চলতি বছর ফেব্রুয়ারিতে পরীক্ষা হয়েছিল। মোট ৩৯,৪৫২ জন পরীক্ষার্থী সেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল।

উত্তরের সমবায় ঘাসফুলেরই

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৮ মে : উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচনে তৃণমূলের জয় অব্যাহত থাকল। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কার্যত ধরাশায়ী অবস্থা। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ফল ঘাসফুল শিবিরের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এখনও পর্যন্ত জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি ও কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে ৭২টি কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচন হয়েছে। যার মধ্যে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে মাত্র একটি সমবায় বিজেপি ও সিপিএম মিলে দখল করেছে। বাকি ৭১টিই তৃণমূলের দখলে। ৭২টি কৃষি সমবায় সমিতির এই নির্বাচনে তৃণমূল ৪৭০টি এবং বিরোধীরা মাত্র ৪৬টি আসন পেয়েছে। এবিষয়ে জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'কৃষি সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে আমরা কৃষকের কিষান ক্রেডিট কার্ড ও অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে স্বল্পসুদে ব্যাংকঋণ দিয়েছি। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কৃষককে ঋণ দিয়ে আমরাই রাজ্যে প্রথম। তাই সমবায়গুলি আমাদের পাশে থেকে ভোটে জিতিয়েছে।'

অবাধ জয়

- উত্তরবঙ্গে ৭২টি কৃষি সমবায় সমিতির মধ্যে ৭১টি তৃণমূলের
- ধূপগুড়ির একটি সমবায় বিজেপি ও সিপিএমের
- তৃণমূল ৪৭০টি এবং বিরোধীরা ৪৬টি আসন পেয়েছে
- নির্বাচনের খবর ঠিকমতো জানানো হয়নি, দাবি বিজেপির

অন্যদিকে, কৃষিবলয়ে বিরোধীদের সাংগঠনিক অবস্থা ভালো না হওয়াতেই খারাপ ফলাফল হয়েছে বলে অনেকের মত। এবিষয়ে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলার প্রাক্তন সভাপতি বাপি গোস্বামীর দাবি, 'সমস্ত কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচনের খবর সময়মতো আমাদের জানানো হয়নি। তাই সব জায়গায় মনোনয়নপত্র জমা করা যায়নি। কিন্তু বিরোধী হিসেবে আমরাই সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছি। এখনও ৩০০-র বেশি কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচন বাকি রয়েছে। সেখানে আমরা মনোনয়নপত্র দেব। সেগুলিতে বিজেপি ভালো ফলাফল করবেই।'

যদিও সৌরভ বিজেপির দাবি মানতে চাননি। তিনি জানান, নির্বাচন সংক্রান্ত নোটিশ সমিতির মাধ্যমে আগাম জানানো হয়েছিল। বিরোধীদের মনোনয়নপত্র জমা করতেও সহযোগিতা করা হয়েছে। স্বচ্ছতা রেখে ও নির্বাচনি নিয়ম মেনে সমিতিগুলির নির্বাচন করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের অধীনে ৩৭৩টি কৃষি সমবায় সমিতি রয়েছে। ধাপে ধাপে সেগুলিতে নির্বাচন হচ্ছে। ২০১৮ সাল থেকে কৃষি সমবায় সমিতিগুলিতে নির্বাচন বন্ধ ছিল। ২০২৪ থেকে পুনরায় তা চালু হয়। রাজনৈতিক দলগুলির সাংগঠনিক ভিত কতটা শক্ত তা ওই সমিতিগুলির নির্বাচন থেকে বোঝা যায়। অন্যদিকে বেশিরভাগ কৃষি সমবায় সমিতি তৃণমূল দখল করলেও বিরোধী হিসেবে বিজেপি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসন পেয়েছে। আর কয়েকটি পেয়েছে বামেরা। মালবাজারের নেওড়া কৃষি সমবায় সমিতিতে ৬টি আসন তৃণমূল পেলেও বিজেপি ৪টি পেয়েছে। দক্ষিণ বড়গিলায় তৃণমূল ৫টি ও বিরোধীরা ৪টি আসন পেয়েছে। শিলিগুড়ির খড়িবাড়ির হাওদাভিটা কৃষি সমবায় সমিতিতে তৃণমূল ৮টি ও বিজেপি ১টি আসন পেয়েছে। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের হলদিবাড়িতে সিমতি দখল করতে না পারলেও বিরোধীরা কয়েকটি করে আসন পেয়েছে।

INVITATION OF TECHNICAL AND FINANCIAL BIDS FOR CONSTRUCTION OF 02 X ROOMS (COMPUTER LAB & SCIENCE INTERGATED LAB) TEMPORARY IN NATURE AT APS SUKNA

1. Technical and Financial Bids in sealed envelope are invited by Principal, APS Sukna on behalf of Chairman, School Administration and Management Committee (SAMC), APS Sukna from Eligible Contractors for the following work.
   (a) Name of Work : Provisioning of Construction of 02 x Rooms (Computer Lab & Science Integrated Lab) temporary in nature size 52' x 24' with verandah 8.5 ft wide and height 10.5 feet.
2. Technical Specification of said construction is available in the school website www.apssukna.com and office of APS Sukna.
3. Eligibility criteria and documents required to be submitted alongwith tender are enumerated in succeeding Paras.
4. Reputed Contractors enlisted with any Central/State Govt will submit Technical & Financial bids separately based on Technical Specifications duly filled in details alongwith the following documents for checking eligibility :-
   (a) Tender on Firm's Letter Pad.
   (b) EMD- Rs 1,00,000/- (DD/At par cheque in favour of Army Public School, Sukna).
   (c) Tender Fee – Rs 200/- (Non refundable) DD/At par cheque in favour of Army Public School, Sukna should be submitted alongwith the Technical Bid.
   (d) Copy of enlistment letter with Central/State Govt.
   (e) Copy of Employees Provident Fund number.
   (f) Copy of GST Registration Number.
   (g) IT Returns of Last Two Years.
5. Contractor not in possession of the above documents shall be disqualified and his Technical as well as Financial bids will not be accepted. Tenders not accompanied by requisite value **DD/At par cheque towards EMD** and **Cost of Tender** and other documents shall be rejected.
6. The firms/contractors who qualify for Technical Bids will only be considering for Financial Bids.
7. Please note that subletting of work will not be permitted.
8. Right is reserved by SAMC to reject any or all tenders without assigning any reason. In case any dispute arises, the decision of SAMC will be final and binding, with no forum of appeal whatsoever.
9. Time of Completion after placement of Work Order : **150 Days.**
10. Date, Place and Time for Submission of Tender – **08 Jun 2025** at 1200 hrs at APS Sukna.
11. Date and place of opening of Tender is as follows:-
   (a) Technical Bid : **09 Jun 2025 at 1200 hrs at APS Sukna.**
   (b) Financial Bid : **09 Jun 2025 at 1200 hrs at APS Sukna.**

Sd/ x x x x x x x x
(Mrs Dola Sarkar Sinha)
Principal
Army Public School, Sukna

Date : 08 May 2025

আজ টিভিতে

ঠাকুরবাড়ির হেঁশেল কথা
আজ মুরগির মালাইকারি রাঁধবেন অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ চাঁদের বাড়ি, ১০.০০ মহান, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.১৫ মস্তান, সন্ধে ৭.১৫ নবাব নন্দিনী, রাত ১০.১৫ লে হালুয়া লে, ১.০০ চার অধ্যায়

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হারজিত, বিকেল ৪.১৫ আরাধনা, সন্ধে ৭.৩৫ স্বামীর ঘর, রাত ১০.৩৫ অমানুষ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ অনুতাপ, দুপুর ২.০০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৪.৩০ সত্য মিথ্যা, রাত ১.০০ উড়নচণ্ডী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ক্ষুধিত পাষাণ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ফিরিয়ে দাও, রাত ৯.০০ চোখের বালি

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ছেলেবেলা

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.৪৭ বঙ্গারাজু, বিকেল ৪.৪৭ মহাবলী, সন্ধে ৭.৫৫ ভীমা, রাত ১০.৪৪ বিজয় : দ্য মাস্টার

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.০৬ কোই মিল গ্যায়া, বিকেল ৪.৩০ স্যান্ডউইচ, সন্ধে ৭.৩০ বাগী, রাত ১০.০৯ সূর্যবংশী

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৪০ বব বিশ্বাস, বিকেল ৪.০১ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, সন্ধে ৬.৪৭ মিশন মজনু, রাত ৯.০০ র‍্যাহেনা হ্যায় তেরে দিল মে, ১১.০১ জওয়ানি জানেমন

রমেডি নাউ : দুপুর ১.০৭ দ্য নাট জব, ২.৩৪ হোয়াটস ইয়োর নাম্বার?, বিকেল ৫.৪৩ সেন্ট ভিনসেন্ট, রাত ৯.০০ ডেট মুভি, রাত ১০.১৫ অ্যান্ড সো ইট গোজ, ১১.৫১ দ্য ওয়ে, ওয়ে ব্যাক

অমানুষ রাত ১০.৩৫ **জলসা মুভিজ**

চোখের বালি রাত ৯.০০ **কালার্স বাংলা**

দ্য কাশ্মীর ফাইলস বিকেল ৪.০১ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

স্পিড কিলস সন্ধে ৭.০২ অ্যানিমাল প্ল্যানেটে

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৬১ তারিখ ঃ ০৬.০৫.২০২৫. সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা. অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর, ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন, ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ), কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/ এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে:- **টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৬১; কাজের নামঃ** "মালদা ডিভিসনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ স্টেশন, পরিষেবা ভবনসমূহ, কোয়ার্টার্স-এ ফ্রি আর্থিং-এর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা"-র পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৬২,২১,৫০৯.২০ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ২,৮১,১০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময়ঃ** ১৪.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে ২৮.০৫.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিশবোর্ডঃ www.ireps.gov.in** এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব-রেলওয়ে/অফিস/এমএলডিটি। টেন্ডারদাতাগণকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

(MLD-48/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অপরাধী চেনাচ্ছে নয়া প্রযুক্তি

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৮ মে : হেমতাবাদের তৃণমূল নেত্রীর ভাইপোকে নৃশংস ভাবে খুন করে দেহ লোপাটের চেষ্টা, আর রায়গঞ্জ শহরের রবীন্দ্রপল্লি এলাকায় বধূকে গলা কেটে খুন দুটি ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হয়ে উঠেছিল অভিযুক্তদের আঙুলের ছাপ। ঘটনাস্থল থেকে বাজেয়াপ্ত জিনিসে সংগ্রহ করা হয়েছে আঙুলের ছাপ। বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষায় অভিযুক্তদের সঙ্গে মিলে যায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট। তদন্ত গতি পায়।

এভাবে আঙুলের ছাপের সাহায্যে অপরাধী শনাক্ত করতে আরও উন্নত প্রযুক্তি কাজে লাগাচ্ছে সেন্ট্রাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরো। এই বিশেষ ব্যবস্থার নাম 'মর্ফো বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম' বা এমবিআইএস। আগে কোনও ক্রাইম সিন বা অপরাধস্থল থেকে একাধিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেলে তা আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হত না। এবার সেই চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া হবে এক নিমেষে।

শুধু তাই নয়, মসৃণ বা অমসৃণ, যেকোনও ধরনের পৃষ্ঠতলেই ওই প্রযুক্তি কাজ করতে সক্ষম। এহেন প্রযুক্তির কী বৈশিষ্ট্য, কীভাবে অকুস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হবে-এসবই শেখানো হচ্ছে হাতেকলমে। অপরাধী চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে তদন্তকারীদের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে এই 'মর্ফো বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম'। তদন্তে গতি আনতে দেশজুড়ে এই বিশেষ ব্যবস্থা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এমবিআইএস পদ্ধতি নমুনায় আঙুল (ফিঙ্গার) ও তালুর (পাম) ছাপ একই ব্যক্তির কি না, তা সহজেই চিহ্নিত করতে পারে। অন্য কোনও লোকের হলে তাও জানিয়ে দেবে। এই ফলাফল থেকে বোঝা যাবে, অপরাধের সময় বা পরবর্তী ক্ষেত্রে তথ্যপ্রমাণ লোপাটে এক নাকি একাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অভিযুক্ত আগে কখনও গ্রেপ্তার হয়ে থাকলে তার ছবি, ঠিকানা, আঙুলের ছাপ, ফোন নম্বর সহ যাবতীয় তথ্য সংরক্ষিত থাকে পুলিশের তথ্যভাণ্ডারে।

সম্প্রতি রায়গঞ্জ জেলা আদালতেও চালু হয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার। আটজন দুষ্কৃতীর ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয় আদালতের কোর্ট ইনস্পেকটরের ঘরে। বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, চুরির ঘটনায় ধৃত আসামিদের। ওই ধরনের অপরাধীকে পুলিশি পরিভাষায় বলে 'হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার'। তাই অপরাধ ঘটানোর ক্ষেত্রে 'হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার' যুক্ত থাকলে বিশেষ সুবিধা পাবেন তদন্তকারীরা। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ফিঙ্গারপ্রিন্টের নমুনা ল্যাবে দিলেই এক ক্লিকেই মিলে যাচ্ছে অভিযুক্তের ঠিকুজি-কুষ্ঠি। তদন্তকারীরা বলছেন, আগে একই জায়গায় একাধিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট অথবা তালুর প্রিন্ট থাকলে, তা আলাদা করা সম্ভব হত না। তাই ঘটনাস্থলের তথ্যপ্রমাণ ঘেঁটে দেওয়া ছিল সহজ। নতুন ব্যবস্থায় 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট ওভারল্যাপ' হলে তাও চিহ্নিত করা যাবে।

রঙ্গিয়া মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৫-২০২৪-২৫ তারিখঃ ০৬-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** বিশ্বনাথ চারালিতেঃ এডিইএন কার্যালয়, এসএসই ওয়ার্কস কার্যালয়, গো ডাউন এবং অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার রাশিঃ** ৬,৩৪,৩০৮.৯৬ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১২,৭০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৮-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No-03, Memo No- 1670/BDO, dated- 08.05.2025 of Block Development Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 23.05.2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
BDO
Blg Dev. Block

**Government of West Bengal
Department of Health & Family Welfare Malda Medical College & Hospital, Malda**

NOTICE INVITING E-TENDER

MALDA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL INVITING E-Tender Notice No- MSVP/E-NIT-11/MLDMCH 2023-2024 (6th Call) Dated-01/03/24 service of hiring vehicles, MSVP/E-NIT-16/MLDMCH (2ND CALL) Dated-03/03/25 supply of EYE Equipment MSVP/E-NIT-15/MLDMCH (2ND CALL) Dated-03/03/25 Supply of ENT Equipment items at Malda Medical College & Hospital, Malda. www.wbhealth.gov.in/ www.maldamedicalcollege.com/ www.malda.gov.in Or office of the Under signed.

MSVP, Malda MCH

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানড লেভেল ক্রসিং গেটের ইন্টারলকিং

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-০৬, তারিখঃ ০৬-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনে হাই টিভিইউ (>২০,০০০) যুক্ত পাঁচটি ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানড লেভেল ক্রসিং গেটের ইন্টারলকিং। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৫০,৮৮,৭৬৭/- টাকা, বায়নার ধনঃ ৩,২৫,৫০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার** ২৮-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে এবং খুলবে** ২৮-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৮-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

মালদা ডিভিসনে মসুদন ও অভয়পুর স্টেশনের মধ্যে সাবওয়ে নির্মাণের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

মসুদন ও অভয়পুর স্টেশনের মধ্যবর্তী লেভেল ক্রসিং গেট নং ২৩ অপসারণের উদ্দেশ্যে সাবওয়ে নির্মাণের জন্য আরসিসি বক্স ও স্ল্যাব স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে, মালদা ডিভিসনের জামালপুর-কিউল শাখায় **১০.০৫.২০২৫ (শনিবার)** তারিখে **০৭ ঘন্টার (সকাল ৭.১৫ মিনিট থেকে দুপুর ২.১৫ মিনিট পর্যন্ত) ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের** প্রয়োজন হবে। তদনুযায়ী, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছেঃ ● **ট্রেন বাতিলঃ** (১) ৫৩৪৭৯/৫৩৪৮০ জামালপুর-কিউল-জামালপুর প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫)। (২) ৭৩৪২১/৭৩৪২২ জামালপুর-কিউল-জামালপুর প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫)। (৩) ৬৩৪২৩/৬৩৪২৪ জামালপুর-কিউল-জামালপুর প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫)। (৪) ০৫৫০৯ সহর্সা-জামালপুর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) ও ৫৩৬১৫ জামালপুর-সহর্সা প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫)। (৫) ৫৩৬১৬ গয়া-জামালপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ও ০৫৫১০ জামালপুর-সহর্সা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৫.২০২৫)। ● **ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু ঃ** (১) **১৩৪০৯/১৩৪১০ মালদা টাউন-কিউল-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) **জামালপুরে** সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/**জামালপুর** থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (২) **১৩২৩০ রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল-গোড্ডা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৫.২০২৫) **কিউলে** সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **১৩২২৯ গোড্ডা-রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) **কিউল** থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (৩) **৬৩৪৩১/৬৩৪৩২ সাহিবগঞ্জ-জামালপুর-সাহিবগঞ্জ এমইএমইউ** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) **ভাগলপুরে** সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/**ভাগলপুর থেকে** সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। ● **ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ ঃ** (১) **১২৩৬৭ ভাগলপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল বিক্রমশীলা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) ভাগলপুর থেকে **০৩ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) **২২৪০৫ ভাগলপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল গরীব রথ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) ভাগলপুর থেকে **০৪ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে। (৩) **১৩২৩৬ দানাপুর-সাহিবগঞ্জ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) দানাপুর থেকে **০৪ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে। (৪) **১৩৩৩৪ পাটনা-দুমকা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) পাটনা থেকে **০৫ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে। (৫) **১৫৬৫৮ কামাক্ষ্যা-ওল্ড দিল্লী ব্রহ্মপুত্র মেইল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৫.২০২৫) কামাক্ষ্যা থেকে **৪১/২ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে। (৬) **২২৪০৬ আনন্দবিহার টার্মিনাল-ভাগলপুর গরীব রথ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৫.২০২৫) আনন্দ বিহার (টি) থেকে **০৪ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে। (৭) **০৩২৬৬ রাজগীর-খাগাড়িয়া স্পেশাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) রাজগীর থেকে **৩১/২ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে। (৮) **৫৩৪০৪ গয়া-জামালপুর এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) গয়া থেকে **০৪ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে। (৯) **১৩৩৩৩ দুমকা-পাটনা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) দুমকা থেকে **০৫ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে। স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের ঘোষণা শুনতে যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা
পূর্ব রেলওয়ে

ফর্ম নং-৩
প্রবিধানটি লক্ষ্য করুন
-১৩ (১) (এ)

ডেটস রিকোভারি ট্রাইবিউনাল শিলিগুড়ি
তৃতীয় তলা পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
কেস নং ঃ ওএ/১১১/২০২৩

সমনটি সেকশন ১৯ এর অর্ন্তগত সাব সেকশন (৪) ডেট রিকোভারি ট্রাইবিউনাল (প্রসিডিওর) রুলস ১৯৯৩- এর রুল ৫ এর অর্ন্তগত সাব রুল (২এ) এর সঙ্গে পঠিত
প্রদর্শক নং ঃ ১১২১

**ইন্ডিয়ান ব্যাংক
বনাম
মেসার্স অ্যান্টিডট ফার্মা এবং অন্যান্য**

প্রতি,
(১) মেসার্স অ্যান্টিডট ফার্মা
৫৩৪/১৮৪/১, জয়মণি ভবনের পিছনে হিলকার্ট রোড, পোস্ট এবং থানা শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৩৪০০১।
(২) শ্রী অভিজিৎ ঘোষ
৫৩৪/১৮৪/১, জয়মণি ভবনের পিছনে হিলকার্ট রোড, পোস্ট এবং থানা ঃ- শিলিগুড়ি, জেলা ঃ- দার্জিলিং, পিন- ৭৩৪০০১
৩) শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা সেন ঘোষ
৫৩৪/১৮৪/১, জয়মণি ভবনের পিছনে হিলকার্ট রোড, পোস্ট এবং থানা ঃ- শিলিগুড়ি, জেলা ঃ- দার্জিলিং, পিন- ৭৩৪০০১

সমন

যেহেতু, ওএ/১১১/২০২৩ মাননীয় প্রিসাইডিং-অধিকর্তার সামনে ২৮.০২.২০২৫ তারিখে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সেহেতু, এই মাননীয় ট্রাইবিউনাল সমন বিজ্ঞপ্তিটি সেকশন ১৯ (৪) এর ধারার অন্তভুক্ত উক্ত আবেদনের দ্বারা আপনার বিরুদ্ধে বকেয়া পুনরুদ্ধারের টাঃ ২৫৫৬০৭০/- (আবেদনের সঙ্গে নথিপত্রের অনুলিপি ইত্যাদি, সংযুক্ত) দায়ের করার মাধ্যমে পরিতুষ্ট হয়েছে।
আইনের ১৯ এর অর্ন্তগত সাব সেকশন (৪) অনুসারে, আপনাকে বিবাদীরূপে নিম্নো নির্দেশিত করা হচ্ছে ঃ-
১) সমন জারির ত্রিশদিনের মধ্যে কেন ত্রাণ প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে না তার কারণ দর্শানো।
২) মূল আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ এর অর্ন্তগত আবেদনকারীর দ্বারা নির্দিষ্ট সম্পত্তি এবং সম্পদ ব্যাতীত অন্য সম্পত্তি অথবা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ।
৩) আপনি মূল আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ এর অর্ন্তগত প্রকাশিত অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি অথবা সুরক্ষিত সম্পদের সঙ্গে লেনদেন অথবা নিষ্পত্তি করা থেকে বিরত থাকবেন। বিচারাধীন শুনানি পর্যন্ত আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করবেন না।
৪) আপনি সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যধারা ব্যতীত আসল আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ- তে প্রকাশিত সম্পত্তিগুলির ট্রাইবিউনালের পূর্ব অনুমতিবিহীন বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না নতুবা সম্পত্তিগুলির উপর সুরক্ষিত সুদ ধার্য করা হবে।
৫) ব্যবসায়িক সাধারণ কার্যধারায় সুরক্ষিত সম্পদ অথবা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিক্রয় আয়ের উপর আপনি দায়বদ্ধ থাকবেন এবং এই জাতীয় সম্পদের উপর সুরক্ষিত সুদ ধারণকারী ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এই বিক্রয় আয় আপনি জমা দেবেন।
আপনাকে লিখিত বিবৃতির সঙ্গে আবেদনকারীকে দেওয়া অনুলিপির সহিত ফাইল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ২৩/০৫/২০২৫ তারিখে সকাল ১০:৩০ টায় রেজিস্ট্রারের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। আবেদনপত্রটি জমা দিতে ব্যর্থ হলে সেটিকে আপনার অনুপস্থিতি বলে গণ্য করা হবে।
আমার হাতের দ্বারা ট্রাইবিউনাল সিলমোহর দেওয়া হবে ২৯.০৪.২০২৫ তারিখে।

**ট্রাইবুনালটি নির্দেশিত
সমন জারি করা অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা স্বাক্ষরিত
রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকোভারি ট্রাইবিউনাল
শিলিগুড়ি**

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

বাসন ধোয়া-মাজা কাজের জন্য লোক চাই। থাকা খাওয়া ফ্রি। বেতন-৮০০০/- টাকা। ফোন : 9832543559. (C/116316)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স, অন্যান্য প্রমাণপত্রে পিতা ও পুত্রের নামের ভুল থাকায় বুনিয়াদপুর J.M. কোর্টে 30/1/25 তারিখে অ্যাফিডেভিট করে Monsur Rahaman, S/o. Bitharee Mahammad থেকে Mansur Rahaman, Bitharu Mahammad হইল। ধনাইপুর দঃদিঃ। (C/116426)

●

আমার আধার কার্ড নং 737313534112 আমার নাম এবং স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 12-2-25, নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার, পঃ বঃ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jyotsna Roy এবং Joshana Roy, স্বামী Kartik Ch. Roy এবং Kartik Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পাটছড়া, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃ বঃ। (C/115919)

Spoken English

ক্লাসে/বাড়িতে সবার জন্য অনবদ্য স্পোকেন ইংলিশ কোর্স। M.P/ H.S.'25 স্পেশাল ক্লাসে ভর্তি চলছে। (M) 86375-28788. (C/116306)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
GROUND ZERO
*ing : Imran Hashmi, Sai Tamhankar & others
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে ব্যবসায় অগ্রগতি। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। বৃষ : সময়ে কাজ শেষ করতে না পারলে অনুতাপ করতে হতে পারে। ব্যবসা নিয়ে নতুন কিছু ভাবুন। মিথুন : প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকা দরকার। কর্কট : অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ঝামেলায় পড়তে পারেন। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলোচনা। সিংহ : বিদেশে যাওয়া ঠিক হতে পারে। বাড়িতে পুজোর আয়োজন। কন্যা : ছেলের পরীক্ষার ফলে খুশি হবেন। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে সামান্য মতবিরোধ। তুলা : প্রিয় কোনও বন্ধুকে অনেকদিন পর কাছে পেয়ে খুশি। সাহিত্যিক ও অধ্যাপকদের শুভ। বৃশ্চিক : বাবার শরীর নিয়ে সামান্য দুশ্চিন্তা থাকবে। সংসারে নতুন অতিথির আগমনে উৎসব। ধনু : নতুন কোনও চাকরিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ভাইয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য। মকর : জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে আনন্দ। সন্তানের বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। কুম্ভ : হঠাৎ কোনও নতুন সম্পর্কে পড়তে পারেন। বিপন্ন কোনও ব্যবসাকে নতুন করে শুরু করতে পারেন। মীন : পরিবারের সঙ্গে দিন কাটিয়ে আনন্দ। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ আসবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ১৯ বৈশাখ, ৯ মে, ২০২৫, ২৫ বহাগ, সংবৎ ১২ বৈশাখ সুদি, ১০ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৪, অঃ ৬।৪। শুক্রবার, দ্বাদশী দিবা ৩।২২। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ১২।৩৮ বজ্রযোগ রাত্রি ৩।৩৯। বালবকরণ দিবা ৩।২২ গতে কৌলবকরণ শেষরাত্রি ৪।১৯ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ১২।৩৮ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ৩।২২ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ৩।২২ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৮।১৯ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৯ গতে ১০।১২ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৩।২২ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১২।৩৮ গতে যাত্রা মধ্যম মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৬। ৫৪ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ চূড়াকরণ কর্ণবেধ গৃহারম্ভ দেবগৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ দেবগৃহপ্রবেশ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ জলাশয়ারম্ভ দেবতাগঠন বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৬।৫৪ গতে ৩।২২ মধ্যে বিদ্যারম্ভ দীক্ষা, দিবা ৩।২২ গতে দ্বিরাগমন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব (১৬৫ তম)। বিশ্ব থ্যালাসিমিয়া দিবস (৯ মে)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৩ মধ্যে ও ৭।৩৫ গতে ১০।১২ মধ্যে ও ১২।৪৮ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৪।১৭ গতে ৬।৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৫ গতে ৯।৩ মধ্যে ও ২।৫৩ গতে ৩।৩৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩০ গতে ১১।১৪ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম বিভ্রান্তি

৩ মাসের মধ্যে ফের ভবন সংস্কার

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৮ মে : মাত্র তিন মাস আগে পুণ্ডিবাড়িতে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয়েছে প্রযুক্তি অনুষদ ভবনের। এরইমধ্যে বৃহস্পতিবার দেখা গেল, ঝাঁ চকচকে সেই ভবনের সামনের দিকের একটা বড় অংশ ভেঙে সেখানে নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, হঠাৎ করে কী হল যে, নবমির্মিত ঝাঁ চকচকে ভবনকে এভাবে ভেঙে ফের নতুন করে তৈরি করতে হচ্ছে? বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ঠিকাদারি সংস্থা এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর তিন রকম উত্তর দিয়েছে। সবচেয়ে অবাক বিষয়, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এই সংস্কারের বিষয়ে কিছু জানেই না বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ঘটনায় চরম বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর কথায়, 'ওই ভবনটি আমরা ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হস্তান্তর করে দিয়েছি। যদি কোনও সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে তো আমাদের জানানো উচিত ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কিছু জানায়নি। এই

এই সংস্কার নিয়েই যত শোরগোল।

পুরো বিষয়টা বিশ্ববিদ্যালয় আর কনট্রাক্টরের মধ্যে হয়েছে। যদি কোনও সংস্কার করার দরকার হত, আমাদের জানালে কনট্রাক্টরকে চিঠি করে আমরা সেটা বুঝে নিতাম। কিন্তু কেন হল, কী ব্যাপার- কিছুই আমরা জানি না। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদেরও কেউ কিছু জানায়নি। বিষয়টি আমরা দেখছি।'

মন্ত্রী আরও বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমরা ঠিকাদার সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয় দুই তরফের সঙ্গেই কথা বলব। এই ধরনের কাজ করা যায় না। যদি কোনও অভিযোগ আসে তাহলেও আমাদের মাধ্যমেই সেই কাজটা হবে। তা না করে তারা নিজেদের মতো করে নিচ্ছে, এটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ঠিকাদারি সংস্থা কেউই ঠিক করেনি।'

যদিও ওই ভবন সংস্কারের কাজ করা ঠিকাদারি সংস্থার তরফে একজন বলেন, 'ভবনে লিফট বসানোর বিষয়টি মন্ত্রী পরে বলেছিলেন। লিফট বসানোর জন্য কিছু বিদ্যুতের কাজকর্ম ওখানে বাকি রয়েছে। সেগুলি করার জন্যই এই সংস্কারের কাজ করতে হচ্ছে।'

এদিকে, ঘটনার কথা জানতেনই না বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত বসু। পরে ছবি দেখে খোঁজখবর নিয়ে তিনি বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমি আমাদের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা খোঁজখবর নিয়ে আমাকে জানিয়েছেন ওখানে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর টয়লেট ব্লক সংস্কারের কিছু কাজকর্ম করছে। এজেন্সির অধীনে সেই কাজ হচ্ছে। এই কাজের সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কোনওভাবে যুক্ত নয়।'

কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়িতে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্তি অনুষদ ভবন তৈরি করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। এই ভবন তৈরিতে খরচ হয়েছিল ৯ কোটিরও বেশি টাকা। ৬ ফেব্রুয়ারি পাঁচতলাবিশিষ্ট সেই ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। বর্তমানে সেই ভবনে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস সহ বিভিন্ন কাজকর্ম হয় বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর।

> ওই ভবনটি আমরা ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হস্তান্তর করে দিয়েছি। যদি কোনও সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে তো আমাদের জানানো উচিত ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কিছু জানায়নি।
>
> **উদয়ন গুহ** *মন্ত্রী*

> ভবনে লিফট বসানোর বিষয়টি মন্ত্রী পরে বলেছিলেন। লিফট বসানোর জন্য কিছু বিদ্যুতের কাজকর্ম ওখানে বাকি রয়েছে। সেগুলি করার জন্যই এই সংস্কারের কাজ করতে হচ্ছে।
>
> **ঠিকাদারি সংস্থা**

> বিষয়টি নিয়ে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা জানিয়েছেন ওখানে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর টয়লেট ব্লক সংস্কারের কাজকর্ম করছে। এই কাজের সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কোনওভাবে যুক্ত নয়।
>
> **দেবব্রত বসু** *উপাচার্য*

সমাজবিরোধীদের আখড়া কমিউনিটি হল

দিনহাটা, ৮ মে : ২০১৮ সালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে কিশামত বাত্রিগাছে একটি কমিউনিটি হল তৈরি করা হয়েছিল। শুরুর দিকে এক-দুটি অনুষ্ঠান হলেও তারপর আর কিছুই সেখানে হয়নি বলে অভিযোগ এলাকর বাসিন্দাদের। বর্তমানে কমিউনিটি হলটি সমাজবিরোধীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। শুধু কি তাই, দুষ্কৃতীরাও একে একে হলের লাইট, ফ্যান নিয়ে চম্পট দিয়েছে। সবকিছু দেখেও চুপ বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি কমিউনিটি হলটিকে নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদাসীনতায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

যদিও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিমলচন্দ্র রায় বলেন, 'ভবন হস্তান্তরের পর ভাওয়াইয়া উৎসব ছাড়াও বেশকিছু অনুষ্ঠান হয়েছিল। তবে গত দু'বছর থেকে কমিউনিটি হলটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আমরা একটা এস্টিমেট করেছি কমিউনিটি হল সংস্কারের জন্য। কমিউনিটি হলটি সংস্কার করে তা ফের ব্যবহারের উপযোগী করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।'

গ্রামে সংস্কৃতিচর্চার জন্য দিনহাটা বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ওই কমিউনিটি হল তৈরি করা হয়েছিল। তবে উদ্দেশ্য অধরাই।

এদিন কমিউনিটি হলে ঢুকতেই দেখা গেল আশপাশে মদের বোতল সহ অন্যান্য নেশার সামগ্রী ছড়িয় ছিটিয়ে রয়েছে। এরপর হলের ভিতরে ঢুকতেই চক্ষু চড়কগাছ। দেখে বোঝা মুশকিল যে, কয়েক বছর আগে এত টাকা খরচ করে হলটি তৈরি করা হয়েছিল। হলের সিলিংয়ের অংশ চুরি হয়ে গিয়েছে। দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি ফ্যান, লাইট এবং লাইটের বোর্ডগুলিও। হলের গেট খোলা থাকায় দুষ্কৃতীরা সবকিছু নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

কমিউনিটি হলের এই বেহাল দশায় ক্ষোভে ফুঁসছেন কিশামত বাত্রিগাছের বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা আশিক মিয়াঁর কথায়, 'তৈরির পর থেকেই এভাবে পড়ে রয়েছে হলটি। দরজা ও ভবনের গেট খোলা থাকায় বহিরাগতরা ভিড় করত। তবে গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য মানা করায় কেউ সেভাবে ভেতরে ঢোকে না। তবে কারা লাইট, ফ্যান খুলে নিয়ে গিয়েছে।'

এদিকে, প্রধানের আশ্বাসে খুশি নন গ্রামের বাসিন্দারা। তাঁরা জানিয়েছেন, এলাকায় সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতেই একসময় কমিউনিটি হল তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা যেত। কিন্তু হস্তান্তরের পর থেকেই এভাবে পড়ে আছে হলটি। যদি অন্য কাজেও ব্যবহার করা যায় সেই বিষয়টি প্রশাসনের দেখা উচিত। জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেন বলেন, 'গত দুই বছর থেকে হলটি বেহাল পড়ে। বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে আমরা জানিয়েছি। তাঁরা হলটি সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন।'

দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য

- ২০১৮ সালে কিশামত বাত্রিগাছে একটি কমিউনিটি হল তৈরি করা হয়েছিল
- এখন হলে মদের বোতল সহ অন্যান্য নেশার সামগ্রী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে
- দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি ফ্যান ও লাইটের বোর্ডগুলিও

সৌরবাতি বিকলে ভোগান্তি

দিনহাটা, ৮ মে : কোথাও একটিমাত্র সৌরবাতি, জ্বলছে। কোথাও আবার বিকল। এরফলে সন্ধ্যা হলেই অন্ধকারে ডুবে থাকছে বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাত্রিগাছ বাজার থেকে বাত্রিগাছ পঞ্চায়েত কার্যালয় সংলগ্ন এলাকা। তা নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

স্থানীয়রা জানালেন, বাত্রিগাছ বাজার, ছোট ঝিলা, বাত্রিগাছ পঞ্চায়েত সমিতি কার্যালয় সংলগ্ন এলাকা সহ একাধিক জায়গায় পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে সৌরবাতিগুলি লাগানো হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ আলোই এখন আর জ্বলে না। স্থানীয় বাসিন্দা আহমদ আলি বলেন, 'রাতে চলাচল করতে গিয়ে সমস্যা হয়। সামনেই বর্ষাকাল,সৌরবাতিগুলি ঠিক করা জরুরি।'

অন্ধকারে বাত্রিগাছ

পঞ্চায়েত সমিতির কর্মীরা জানালেন, পঞ্চায়েত মিটিংয়ে বাতিগুলির ব্যাটারি ঠিক করার ব্যাপারে আর্থিক বরাদ্দ নিয়ে কথা হয়েছে। এই অর্থবর্ষেই তার কাজ শুরু হবে। ব্লক থেকে সৌরবাতিঃগুলি দেওয়া হয়েছে। তাই ব্লক প্রশাসনের কাছ থেকেই বাতির ব্যাটারির ওয়ারান্টি কার্ড চেয়ে পাঠানো হয়েছে।

বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিমলচন্দ্র রায় বলেন, 'পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে প্রায় দু'বছর আগে যেগুলি লাগানো হয়েছিল, সেগুলি ব্যাটারিচালিত। ব্যাটারি খারাপ হয়ে যাওয়ায় পড়ে রয়েছে। এই বছরই ঠিক করা হবে।'

পূর্ব শীতলকুচি গ্রামের বাসিন্দারা নিজেরাই রাস্তা সংস্কার করছেন। বৃহস্পতিবার। - সংবাদচিত্র

মঙ্গলকামনায় পদ্মের পুজো

কোচবিহার ব্যুরো

৮ মে : ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানদের মঙ্গলকামনা করে কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকায় পুজোর আয়োজন করল বিজেপি। বৃহস্পতিবার সকালে কোচবিহারের কুলদেবতা মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেওয়া হয়।

এদিকে, কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুরধামে সেনাবাহিনীর মঙ্গলকামনায় পুজো দেন কোচবিহার উত্তরের বিধায়ক সুকুমার রায়। চ্যাংরাবান্ধা ভিআইপি মোড় সংলগ্ন নতুন হনুমান মন্দিরে বিজেপি যুব মোর্চার সদস্যরা পুজো দিয়েছেন। মাথাভাঙ্গা শহরের মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি এবং হনুমান মন্দিরেও বিজেপির তরফে পুজো দেওয়া হয়। সেখানে মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন সহ অন্য নেতারা অংশ নেন।

চাঁদা তুলে রাস্তা সারাই বাসিন্দাদের

শীতলকুচি, ৮ মে : ভোট আসে, ভোট যায়, ভেসে আসে প্রতিশ্রুতির বন্যা। কিন্তু, তাতে সাধারণ মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হয় না। এমনই শুকনো প্রতিশ্রুতিতে বিরক্ত শীতলকুচি ব্লকের পূর্ব শীতলকুচি গ্রামের বাসিন্দারা। সেখানে ১৫০০ মিটার দীর্ঘ একটি রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যাতায়াত করতে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়তে হয়। প্রশাসনের তরফে সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও একবারও কাজ হয়নি। তাই বৃহস্পতিবার চাঁদা তুলে স্থানীয়রা নিজেদের উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার করলেন।

তাঁদের অভিযোগ, রাস্তা খারাপ হওয়ার ফলে পড়ুয়ারা স্কুলে যেতে সমস্যায় পড়ে। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসল গাড়িতে করে বাজারে নিয়ে যেতে পারেন না। অনেকবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানানো হলেও কাজ হয়নি।

স্থানীয় তরুণ জ্যোতিষ বর্মন বলেন, 'শতাধিক পরিবার এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। গোটা রাস্তাটি ভাঙাচোরা। বিভিন্ন জায়গায় গর্ত তৈরি হয়েছে। কয়েকদিন আগেই এই রাস্তায় একটি টোটো উলটে গিয়েছিল। হাঁটতে গিয়েও প্রতিদিন অনেকে পড়ে গিয়ে আহত হন। আর বর্ষার দিনগুলিতে তো ভোগান্তি আরও বাড়ে।'

> শতাধিক পরিবার এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। গোটা রাস্তাটি ভাঙাচোরা। বিভিন্ন জায়গায় গর্ত তৈরি হয়েছে। কয়েকদিন আগেই এই রাস্তায় একটি টোটো উলটে গিয়েছিল। হাঁটতে গিয়েও প্রতিদিন অনেকে পড়ে গিয়ে আহত হন। আর বর্ষার দিনগুলিতে তো ভোগান্তি আরও বাড়ে।
>
> **-জ্যোতিষ বর্মন** *স্থানীয় তরুণ*

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এবিষয়ে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় তাঁরা নিজেরাই সংস্কারের কাজ শুরু করেছেন। সেইসঙ্গে প্রশাসনের কাছে এই রাস্তাটি পাকা করার দাবিও জানাচ্ছেন।

এদিন পূর্ব শীতলকুচিতে গিয়ে দেখা গেল, গ্রামের পুরুষরা রাস্তার কাজে নেমে পড়েছেন। শীতলকুচি ৬ নম্বর বিজেপির মণ্ডল সম্পাদক দেবাশিস বর্মন বলেন, 'তৃণমূল নেতারা নিজেদের পকেট ভরাতে ব্যস্ত। তাঁদের পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নের ইচ্ছে থাকলে রাস্তাটি পাকা করতেই পারত। এলাকার মানুষ এখন আর ওদের ভরসা করেন না।'

তবে শীতলকুচি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান পাপড়ি বর্মন বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের ১০০ দিনের কাজ বন্ধ থাকায় গ্রামীণ এলাকায় মাটির রাস্তাগুলির সংস্কারের কাজ হচ্ছে না। বাসিন্দারা দাবি জানালে গ্রাম পঞ্চায়েত উদ্যোগ নেবে।'

তামাকচাষিদের সঙ্গে পাইকারদের মতবিরোধে সমস্যা

সরকারহাটে কেনাবেচা কমায় উদ্বেগে বিক্রেতারা

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৮ মে : দাম নিয়ে পাইকারদের সঙ্গে তামাকচাষিদের মতবিরোধের জেরে প্রসিদ্ধ সরকারহাটের সুদিন আর নেই। একসময়ে শীতলকুচি ব্লকের খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকারহাটে তামাকের রমরমা বিকিকিনি ছিল। এখন সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। এই দু'দিনে হাটে মানুষজনের ভিড় প্রায় থাকে না বললেই চলে। তামাকচাষিরা বিপাকে পড়েছেন। হাটবারে দোকান খুলে বসা মুদি বা অন্যান্য সামগ্রীর বিক্রেতাদের রোজগারেও টান পড়েছে। খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কল্পনা বর্মন বললেন, 'তামাকচাষিদের সমস্যা সম্পর্কে বাজার কমিটি এবং ব্যবসায়ী সমিতি উদ্বিগ্ন।' সরকারহাট বাজার কমিটির সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র বর্মনের কথায়, 'তামাকচাষি ও পাইকারদের

হাটবারে শুনসান সরকারহাট।

সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হবে।'

রবিবার এবং বৃহস্পতিবার সরকারহাটে তামাকের ক্রেতাদের ভিড় কম হচ্ছে কেন বলে প্রশ্নের উত্তরে বিক্রেতারা জানালেন, গত তিন বছর ধরে তামাকের দাম নিয়ে তামাকচাষিদের সঙ্গে পাইকারদের বনিবনা হচ্ছে না। তামাক বিক্রেতারা সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন। তবে পাইকাররা তামাক বিক্রেতাদের অভিযোগ নিয়ে মুখ খুলতেই চাইছেন না।

ডাকঘরার বাসিন্দা পরিতোষ পাল সপ্তাহে দু'দিন সরকারহাটে ফল বিক্রি করেন। পরিতোষের আক্ষেপ, 'তামাকের মরশুমে যে সময়ে সরকারহাটে নিয়মিত তামাকের হাট বসত, তখন দিনে গড়ে ১০ হাজার টাকার ফল বিক্রি করতাম। সেই বিক্রি কমে চার-পাঁচ হাজার টাকায় ঠেকেছে।' খলিসামারির সোনারচালুন গ্রামের বাসিন্দা পেশায় মুদিখানার দোকানদার আবু সায়েদ সরকারের ব্যবসাতেও মন্দা। তিনি বললেন, 'হাটবারে একসময়ে সরকারহাটের রাস্তার ধারে বসে হরেক রকমের মশলা বিক্রি করতাম। কয়েক বছর আগে সরকারহাট বাজারে মুদিখানার স্থায়ী দোকান দিয়েছি। তামাকের বিকিকিনি ব্যাপক কমায় মুদি দোকানের ব্যবসাও মার খেয়েছে।' একইভাবে সরকারহাট বাজারের স্টেশনারি দোকান মালিক মিলন বর্মনের মতো অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন। সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে।

তৃণমূলে নাবালকরা, বিতর্ক

তুফানগঞ্জ, ৮ মে : নাবালকদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা দিয়ে তাদের দলে যোগদানে শুরু হয়েছে বিতর্ক। সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ছবি পোস্ট করে তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা শুরু করেছে বিজেপি। ঘটনাটি তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-১ পঞ্চায়েতের।

নাটাবাড়ি বিধানসভার বিজেপি নেতা চিরঞ্জিত দাস বৃহস্পতিবার ফেসবুকে একটি ছবি পোস্ট করেছেন, যাতে দেখা গিয়েছে তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের (ক) সভাপতি সিদ্ধার্থ মণ্ডল কিছু নাবালকের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন। ওই বিজেপি নেতা ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সহ নেতারা এই নাবালকদের তৃণমূলের ঝান্ডা ধরিয়ে কী বার্তা দিতে চাইছে সমাজকে?'

যদিও সিদ্ধার্থর দাবি, বিজেপি অকারণ মিথ্যা অভিযোগ তুলে রাজনীতি করছে। যারা যোগদান করেছে তারা সকলেই ভোটার। তৃণমূলের দাবি, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছে ওই কর্মীরা।

৯০ শতাংশ নম্বর পেয়ে চমকে দিল সোয়েল

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ৮ মে : দারিদ্র্যের মধ্যেই তার বেড়ে ওঠা। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে গেলে লক্ষ্যের পথে দারিদ্র্য যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না তা প্রমাণ করল শিকারপুরের সোয়েল আলি। প্রবল আর্থিক অনটনের মধ্যেও কলা বিভাগে ৯০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে নজর কাড়ল শিকারপুর হাইস্কুলের এই পড়ুয়া। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৫০। সোয়েল ইতিহাসে ১০০ নম্বর পেয়েছে। শিক্ষাবিজ্ঞানে ৮৮, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও পরিবেশবিদ্যায় ৯১ করে পেয়েছে, বাংলায় প্রাপ্ত নম্বর ৭৮। অবসর সময়ে ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে এই মেধাবী পড়ুয়া।

উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতির পাশাপাশি বাবার সঙ্গে নিয়মিত জমিতেও কাজ করতে হত তাকে। সোয়েলের কথায়, 'আমাদের সামান্য জমি রয়েছে। নিয়মিত জমিতে কাজ করতাম। তারই ফাঁকে পড়াশোনা করেছি।' ইতিহাস নিয়ে উচ্চশিক্ষার শেষে অধ্যাপনা করতে চায় সে।

সোয়েল আলি।

ভালো ফল করলেও ছেলের কলেজে ভর্তি হওয়ার খরচ কীভাবে জোগাড় হবে তা নিয়ে রাতের ঘুম উড়েছে বাবা এক্রামুল হকের। পেশায় রাজমিস্ত্রি এক্রামুলের কাজ থাকে না বেশিরভাগ সময়। থাইরয়েড সহ নানা শারীরিক সমস্যার রয়েছে তাঁর।

প্রতিমাসেই ওষুধের পেছনে খরচ হয় মোটা টাকা। অসহায় বাবার আবেদন, কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যদি পাশে এসে দাঁড়ান তাহলে সোয়েলের উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণ হবে।

শিকারপুর হাইস্কুলের টিআইসি আমিনুল ইসলাম ও গৃহশিক্ষক বিনয় রায় জানিয়েছেন, নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেই এই ফল করেছে সোয়েল। আগামী দিনেও তাঁরা সাধ্যমতো এই পড়ুয়ার পাশে থাকবেন।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com
ঘরে ফেরা।। তোর্ষা নদীর তীরে ছবিটি তুলেছেন বিপুল বর্মন।

প্রতিকূলতাকে হারিয়ে ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে

শতাব্দী সাহা

ভোটবাড়ি, ৮ মে : মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের জালিয়াটারি মোড় সংলগ্ন গুয়াবাড়ি এলাকায় মেখলিগঞ্জ-চ্যাংরাবান্ধা সড়ক। সেখান থেকে গ্রামের ভিতরে কিছুটা যেতেই এলাকার মানুষ এখন দেখিয়ে দিচ্ছে মানব বিশ্বাসের বাড়ি। ভোটবাড়ি সীতানাথ উচ্চবিদ্যালয় থেকে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। বর্তমানে মানব ভোটবাড়ির গর্ব। পরবর্তীতে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করে ডাক্তার হয়ে সে মানুষের সেবা করতে চায়। মানবের সর্বমোট নম্বর ৫৮৫। সে বাংলায় ৯৩, ইংরেজিতে ৬৯, অঙ্কে ৬৭, ভৌতবিজ্ঞানে ৮৭, জীবনবিজ্ঞানে ৯১, ইতিহাসে ৮০ ও ভূগোলে ৯৮ পেয়েছে। এলাকার মাছ বিক্রেতার ছেলের এমন সাফল্যে সকলে উচ্ছ্বসিত। আর যাকে নিয়ে এত হইচই তার দেখা মিলল বাড়ির বারান্দায় টিন দিয়ে ঘেরা একটা ছোট্ট ঘরে। সঙ্গে একরাশ বইপত্র।

মানবের বাবা শ্যামল বিশ্বাস জালিয়াটারি বাজারে মাছ বিক্রি করেন। স্বভাবে লাজুক মানব তার পড়াশোনার বিষয়ে বলতে গিয়ে বলল, 'আমার সকালে উঠতে সমস্যা হয়। তাই বরাবর রাত জেগেই পড়াশোনা করেছি। একটানা না পড়লেও সবমিলিয়ে দিনে ১০ ঘণ্টারও বেশি আমি পড়াশোনা করতাম।' মা-বাবা, দাদা ও ঠাকুমাকে নিয়ে মানবদের পাঁচজনের পরিবার। শ্যামল অনেক কষ্ট করে দু'ভাইকে

বাবা-মায়ের সঙ্গে মানব বিশ্বাস। ভোটবাড়িতে।

> আমার সকালে উঠতে সমস্যা হয়। তাই বরাবর রাত জেগেই পড়াশোনা করেছি। একটানা না পড়লেও সবমিলিয়ে দিনে ১০ ঘণ্টারও বেশি আমি পড়াশোনা করতাম।
>
> **- মানব বিশ্বাস**

পড়াশোনা করাচ্ছেন। মানবের দাদা কলেজে পড়ে। মানবের কথায়, 'পড়াশোনা নিয়ে কোনও সমস্যা হলে বরাবরের মুশকিল আসান আমার দাদা।' অবসর সময়ে ছবি আঁকতে ও হারমোনিয়াম বাজাতে মানব ভালোবাসে। অন্যদিকে পড়াশোনার চাপে ক্রিকেট খেলা সেরকমভাবে না হলেও বিরাট কোহলি তার প্রিয় ক্রিকেটার।

নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে মানব। মানবের মা মামণি বিশ্বাসের কথায়, 'আমাদের গ্রামের আশপাশের এলাকায় চিকিৎসার অভাবে মানুষের ভোগান্তি নিয়ে ছোট থেকেই ছেলে প্রশ্ন করত। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকেই সে ঠিক করে ডাক্তার হয়ে গ্রামের মানুষের সেবা করবে। তবে ডাক্তারি পড়াতে খরচ প্রচুর। সরকারি সাহায্য পেলে খুবই ভালো হত।' যদিও বাবা শ্যামল ছেলের মাথায় হাত রেখে জানালেন, ছেলে মানুষের মতো মানুষ হলেই তিনি খুশি। অন্যদিকে ভোটবাড়ি সীতানাথ উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দিবস রায়চৌধুরীর মন্তব্য, 'মানব বরাবরের মেধাবী ছাত্র। স্কুলের বিভিন্ন প্রোজেক্ট তৈরিতে ওর দক্ষতা ছোট থেকেই দেখছি। তবে আমাদের স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ নেই। তাই মানব এবার চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হবে।'

৫ পরীক্ষার্থীর সাফল্যে খুশির হাওয়া হোমে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৮ মে : কারও বাবা নেই। কারও মা লোকজনের বাড়িতে কাজ করেন। পেটের টানে কারও মা আবার মিড-ডে মিলের রান্নার সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। ফলে মেয়েকে ভালোভাবে মানুষ করবেন সেই ক্ষমতা তাদের নেই। আর যে কারণে ইচ্ছা না থাকলেও কষ্টকে বুকে চাপা রেখে ছোট থাকতেই বাড়ির লোকজন তাদের রেখে গিয়েছেন নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবাভবনে। কোচবিহার শহরের চাকির মোড় লাগোয়া গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই মেয়েদের হোমের ৫ আবাসিক এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য পেয়েছে।

তারা হল জয়িতা বর্মন, পিউলি কার্জি, কমলিকা বর্মন, প্রতিমা বর্মন ও সোহিনী দে। বুধবার পরীক্ষার ফলাফল বের হলে দেখা যায় এই পাঁচজন পরীক্ষার্থীই উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। এর মধ্যে জয়িতা ৪১৫, পিউলি ৩৭৫, কমলিকা ৩৭৩, প্রতিমা ৩৪৩ ও সোহিনী ৩১১ নম্বর পেয়েছে। তাদের কৃতিত্বে হোমের অন্দরে খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে।

তাদের হোমে রেখে যাওয়ার পেছনে অভাবী বাবা-মায়েদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, লেখাপড়া যেমনই হোক, মেয়ে পেট ভরে দু'বেলা খাবার তো খেতে পারবে। আর এভাবেই গত ৮-১০ বছর ধরে হোমে রয়েছে জয়িতারা। চলতি বছরে নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবাভবন থেকে এই পাঁচজন আবাসিকই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে।

কোচবিহারের দিনহাটার পখিহাগা গ্রামের বাসিন্দা জয়িতা বর্মনের বাবা মারা গিয়েছে ১০ বছর আগে। মা পরিচারিকার কাজ করেন। বাড়িতে ভাই আছে। ছোট থেকেই জয়িতার ঠাঁই হয়েছে হোমে। জয়িতা আগামীদিনে নার্সিং ট্রেনিং নিতে চায়। সেই ইচ্ছা পূরণ না হলে কলেজে পড়বে।

কমলিকা কোচবিহারের পসারিহাটের বাসিন্দা। বাড়িতে তার বাবা-মা ও ভাই রয়েছে। তবে বাড়ির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। মা মিড-ডে মিলের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। ৯ বছর ধরে সে হোমে রয়েছে। কমলিকা বলে, 'লেখাপড়ার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। যখন ইচ্ছা হত পড়তাম।' সে-ও আগামীদিনে নার্সিং ট্রেনিং করতে চায়। আর তা না হলে ভূগোল নিয়ে পড়তে চায়।

প্রতিমার বাড়ি কলাকাটা এলাকায়। বাবা মনোরোগী। মা মেয়েকে নিয়ে শহরে চলে এসেছিলেন। মেয়েকে হোমে রাখেন। মা নিজে শহরে এক মহিলাকে দেখাশোনার কাজ করেন। রানিবাগান এলাকায় কোনওভাবে মাথা গুঁজে থাকেন। উচ্চমাধ্যমিকে মেয়ের সাফল্যের কথা জানতে পেয়ে মা খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠেছেন। প্রতিমার স্বপ্ন ছিল শিক্ষিকা হওয়ার। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি যেভাবে চলে যাচ্ছে, তাতে

এখন আর ভরসা পাচ্ছে না। হোমে লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রতিমা গান শিখেছে। হাতের কাজ হিসেবে ব্যাগ তৈরি করাও শিখেছে।

হোমের আবাসিকই উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে পাশ করায় খুশি কর্তৃপক্ষ। হোম পরিচালন সমিতির সম্পাদক অলক রায় বলেন, 'উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় আমাদের পাঁচজন মেয়েই প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। এতে আমরা খুবই খুশি।' হোমের ম্যানেজিং কমিটির অন্যতম সদস্য সঞ্জয় সরকারও আবাসিকদের এমন ফলাফলে গর্বিত।

টিসি নেওয়ার ধুম

হলদিবাড়ি গার্লস হাইস্কুল

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৮ মে : সুপ্রিম কোর্টের রায়ে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি গিয়েছে। ৩১ ডিসেম্বরের পর আর স্কুলে ক্লাস হবে কি না সন্দেহ। তাই মাধ্যমিক পাশ করার পর নিজের স্কুলের উপর আর ভরসা করতে পারছে না পড়ুয়াদের একাংশ। অন্য স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (টিসি) পেতে হলদিবাড়ি গার্লস হাইস্কুলে ভিড় করছেন অভিভাবকরা। অভিভাবকদের অভিযোগ, টিসি দিতে গড়িমসি করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। পড়ুয়াদের নিজের ইচ্ছেমতো যে কোনও স্কুলে ভর্তি হওয়ার অধিকার রয়েছে। তারপরেও পড়ুয়াদের আটকাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ এমনটা করছে বলে অভিযোগ অভিভাবকদের। এতেই ক্ষুব্ধ তাঁরা। যদিও অভিযোগ ঠিক নয়, এমনটাই দাবি স্কুল কর্তৃপক্ষের। তাদের ধারণা, স্কুল সংক্রান্ত বিষয়ে অভিভাবকদের বিভ্রান্তি ও ভুল তথ্যের জন্যই পড়ুয়াদের অন্যত্র নিয়ে যেতে অভিভাবকরা ভিড় করছেন। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিতেও তাদের কোনও আপত্তি নেই।

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজ্ঞান ও ভূগোল বিষয়ে পড়ার জন্যই মূলত টিসি চাইছেন অভিভাবকরা। এক অভিভাবক চন্দন সরকারের অভিযোগ, 'মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করায় মেয়ে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে হলদিবাড়ি গার্লস স্কুলের মোট আটজন শিক্ষিকার চাকরি গিয়েছে। এর মধ্যে ৬ জন শিক্ষিকা ছিলেন বিজ্ঞান বিভাগের। বর্তমানে বিজ্ঞান বিভাগ পড়ানোর মতো শিক্ষিকা নেই। তাছাড়া স্কুলের ল্যাবরেটরিও উন্নত নয়। তাই মেয়ে হলদিবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু গার্লস স্কুল থেকে সমস্যা তৈরি করছে।' হলদিবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক স্বর্ণকমল রায় জানিয়েছেন, পড়ুয়ারা নিজের পছন্দমতো যে কোনও স্কুলে ভর্তি হতে পারে। তবে তার জন্য আগের স্কুলের টিসি বাধ্যতামূলক।

হলদিবাড়ি গার্লস হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি পূরবী চক্রবর্তীর মতে, অভিভাবকরা সঠিক তথ্য না জেনে বিভ্রান্ত হয়েছেন।

টিসি নিতে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকার ঘরে অভিভাবকদের ভিড়। বৃহস্পতিবার।

> **সংশয়ে পড়ুয়ারা**
>
> সুপ্রিম কোর্টের রায়ে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি গিয়েছে
>
> ৩১ ডিসেম্বরের পর আর স্কুলে ক্লাস হবে কি না সন্দেহ
>
> মাধ্যমিক পাশ করার পর নিজের স্কুলের উপর আর ভরসা করতে পারছে না পড়ুয়াদের একাংশ
>
> অন্য স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (টিসি) পেতে হলদিবাড়ি গার্লস হাইস্কুলে ভিড় করছেন অভিভাবকরা

ইতিমধ্যে ১১ জন নতুন শিক্ষিকা এই স্কুলে কাজে যোগদান করেছেন। তাঁদের মধ্যে অঙ্কের চারজন ও বায়োসায়েন্সের একজন শিক্ষিকা রয়েছেন। তাঁরা সকলেই দক্ষ। এছাড়াও চাকরিহারা শিক্ষিকারা ডিসেম্বর অবধি ক্লাস নিতে পারবেন। কোনও কারণে সেসব পদ খালি হলে তাতে আবার নিয়োগ হবে।

স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী দীপান্বিতা সিংহ রায় বলে, '২০২৪ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেখলিগঞ্জ মহকুমায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি। বর্তমানে নিজের স্কুলেই বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছি। বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ার জন্য স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষিকা ও পরিকাঠামো রয়েছে।'

হলদিবাড়ি গার্লস হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা ঈশিতা দেবসিংহ জানিয়েছেন, পড়ুয়াদের প্রাপ্ত নম্বর পোর্টালে আপলোড করার পর পড়ুয়াদের টিসি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষিকা রয়েছেন। অভিভাবকরা অযথা বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট হাতে পেয়ে ছাত্রীদের আনন্দ। কোচবিহার শহরে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

মেয়ের স্বপ্নপূরণে চিন্তা পরিবারের

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৮ মে : সারাদিন টোটো চালিয়ে দিনের শেষে বাড়িতে ফেরেন। টোটোর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আগের মতো তেমন আর আয় হয় না। তাই দ্রব্যমূল্যের বাজারে সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হয়। তার উপর মেয়ের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন পূরণ করতে অনেকটা অর্থ খরচ করতে হবে। মেয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে কি পারবেন? এমন প্রশ্নই কুরে-কুরে খাচ্ছে চন্দ্রকুমার দাসকে।

ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ধলপল বাজার এলাকার বাসিন্দা চন্দ্রকুমারের মেয়ে বীথিকা এবার মাধ্যমিকে ৫৯৬ নম্বর পেয়েছে। ধলপল হাইস্কুলের ছাত্রী। বীথিকার মা জ্যোৎস্না বলেন, 'আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় মেয়ের ভবিষ্যৎ স্বপ্নকে পূরণ করতে পারব কি না জানি না। সরকারি বা কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহযোগিতা করলে সুবিধা হয়।'

বাবা-মায়ের সঙ্গে বীথিকা দাস।

বীথিকা দিনে ১০-১১ ঘণ্টা পড়াশোনা করেছে। প্রিয় বিষয় ছিল অঙ্ক। পড়ার ফাঁকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের বই পড়ত। উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে জয়েন এন্ট্রান্সে বসার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে তার। পরবর্তীতে সরকারি চাকরি বেছে নেওয়ার চিন্তাভাবনা রয়েছে। কিন্তু বাবার এত কম আয়ে বীথিকার স্বপ্ন কি পূরণ হবে?

বীথিকা বলে, 'মাধ্যমিকে আমার এই ফলাফলের পেছনে বাবা, মা ও শিক্ষকদের ভূমিকা রয়েছে। তবে আগামীদিনের স্বপ্ন কতটা পূরণ করতে পারব জানি না। তবে চেষ্টা চালিয়ে যাব।'

বীথিকার প্রাপ্ত নম্বর বাংলায় ৮৪, ইংরেজিতে ৮৭, অঙ্কে ৮০,ভৌতবিজ্ঞানে ৯৩, জীবনবিজ্ঞানে ৭০, ইতিহাসে ৯২ ও ভূগোলে ৯০।

ধলপল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সাজমল হকের কথায়, 'বীথিকা আগাগোড়াই মেধাবী ছিল। নিয়মিত স্কুলে আসায় এতটা ভালো ফল করতে পেরেছে।'

পুলিশকর্মীর বাড়িতে সিবিআই হানা

সৌরভ দেব ও শিবশংকর সূত্রধর

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার ৮ মে : পুলিশকর্মীর বাড়িতে সিবিআই হানার ঘটনায় জলপাইগুড়িতে চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার শহরের রেসকোর্সপাড়া এলাকার পারশমণি নগরের ঘটনা। ওই পুলিশ কনস্টেবলের নাম দীপঙ্কর দাস। তিনি চাকরিসূত্রে জলপাইগুড়ি পুলিশ লাইনে কর্মরত। যদিও এদিন সিবিআই হানার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। জেলার পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি কোচবিহার জেলা পুলিশের পুরোনো কোনও মাদক মামলার তদন্তভার হাইকোর্ট সিবিআইকে দিয়েছে। দীপঙ্কর আগে কোচবিহার জেলায় কর্মরত ছিলেন। সেই সংক্রান্ত তদন্তের জন্য সিবিআই তাঁদের রেসকোর্সপাড়ার বাড়িতে এসেছিল।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, বর্তমানে তিনি শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ভাটাখানা এলাকায় তাঁর আরেকটি বাড়িতে থাকেন। পারশমণি নগরের বাড়িতে তাঁর বাবা কানাইচন্দ্র দাস, ভাই দিবস দাস সহ পরিবারের বাকি সদস্যরা থাকেন। দীপঙ্করের বাবাও একজন প্রাক্তন পুলিশকর্মী।

পুলিশ সূত্রে খবর, দীপঙ্কর ২০১৬ সালে কোচবিহার জেলায় কর্মরত ছিলেন। তখন তিনি কোচবিহারের কোতোয়ালি থানায় কর্মরত ছিলেন। সেসময় তিনি 'ডাক ডিউটি' পালন করতেন। এর অর্থ পুলিশের বিভিন্ন কেস ডায়েরি ও নথি জেলা থেকে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে নিয়ে যেতেন। ২০১৩ সালে তার হেপাজতে থাকা কোচবিহারের মাদক মামলার একটি কেস ডায়েরি হারিয়ে যায়। ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্ট ওই মাদক মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। ওই মামলার তদন্তের সূত্র ধরে এদিন সকাল আটটা নাগাদ চার সিবিআই অফিসার দীপঙ্করের বাড়িতে হানা দেন। প্রায় তিন ঘণ্টা বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি সেসময় বাড়িতে উপস্থিত দীপঙ্কের বাবা, ভাই সহ পরিবারের অন্য সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

তবে দীপঙ্করের ওই বাড়ি থেকে সিবিআই কোনও নথি পেয়েছে কীনা তা জানা যায়নি।

এদিন অভিযান শেষ করে সিবিআই আধিকারিকরা বেরিয়ে যাওয়ার সময় সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি। তবে সিবিআইয়ের এক আধিকারিক নিশ্চিত করেছেন, কোচবিহারের মাদক মামলার তদন্তের বিষয়ে তাঁরা এদিন এসেছিলেন। দীপঙ্করের ভাই দিবসের কথায়, 'দাদার কোনও পুরানো মামলার তদন্তে সিবিআই টিম বাড়িতে এসেছিলেন কিন্তু ওই মামলা সংক্রান্ত কোনও নথি তাঁরা পাননি।'

২০১৩ সালের ১৬ মে কোতোয়ালি থানায় মাদক সম্পর্কিত একটি মামলা দায়ের হয়। শিলিগুড়ির দুই ব্যবসায়ী রমেশ আগরওয়াল ও পবন আগরওয়াল সেখানে অভিযুক্ত ছিলেন। পরে তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। ২০২৩ সালের নভেম্বর তারা আত্মসমর্পণ করতে গেলে কেস ডায়েরি উধাও হওয়ার ঘটনাটি প্রথম প্রকাশ্যে আসে। সেসময় মামলার কেস ডায়েরি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে কোতোয়ালি থানার পুলিশ জানায়। এমনকি ২০১৬ সাল পর্যন্ত ডায়েরির অস্তিত্ব থাকলেও পরে সেটি কোথায় রয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা যায়।

২০২৩ সালের ২৪ নভেম্বর অভিযুক্ত রমেশ ও পবন আত্মসমর্পণ করে। এই পরিস্থিতিতে গত ১৫ ডিসেম্বর হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ সিবিআইকে মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেয়। কেস ডায়েরি উধাও নিয়ে একটি মামলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সিবিআইয়ের তরফে সেই মাদক মামলার সঙ্গে যুক্ত পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়।

এদিন জলপাইগুড়িতে পুলিশকর্মী দীপঙ্করের বাড়িতে সিবিআইয়ের হানা নিয়ে কোচবিহারের কোতোয়ালি থানার পুলিশ অবশ্য মুখ খুলতে চায়নি। তবে সূত্রের খবর, দীপঙ্কর মামলার কাজে সেই কেস ডায়েরিটি নিয়ে যাওয়া-আসার কাজের দায়িত্বে ছিলেন।

তদন্ত সেরে বেরিয়ে আসছেন সিবিআই আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার।

স্কুল ভিত্তিক ফলাফল উচ্চমাধ্যমিক

■ স্কুলভিত্তিক ফলাফল (উচ্চমাধ্যমিক)
কোচবিহার রামভোলা উচ্চবিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ১৭৬, উত্তীর্ণ : ১৭০, সর্বোচ্চ : সত্যম বণিক (৪৮৯)

■ বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ
মোট পরীক্ষার্থী : ১৪৩, উত্তীর্ণ : ১৪৩, সর্বোচ্চ : অভীক পাল (৪৮০)

■ মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ১২৬, উত্তীর্ণ : ১১৩, সর্বোচ্চ : অনীক দে সরকার (৪৫১)

■ ছাট গুড়িয়াহাটি সেবাভবন শিক্ষায়তন হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ৫৫, উত্তীর্ণ : ৫২, সর্বোচ্চ : মুমতাজ আলি (৪৬২)

■ ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক উচ্চবিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ১৫২, উত্তীর্ণ : ১১৩, সর্বোচ্চ : পায়েল সরকার ও বিনীতা সাহা (৪৫০)

■ ঘোকসাডাঙ্গা বিকেডি গার্লস
মোট পরীক্ষার্থী : ৩২, উত্তীর্ণ : ২৬, সর্বোচ্চ : চন্দনা নন্দী (৪৬৭)

■ পাটকামারি রাজেন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ৬০, উত্তীর্ণ : ৫১, সর্বোচ্চ : সাব্বির আলি (৪৪০)

■ আটপুকুরি উচ্চবিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ৬১, উত্তীর্ণ : ৫৫, সর্বোচ্চ : পার্থ চৌধুরী (৪৬৪)

■ কুশিয়ারবাড়ি হলেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ১০৩, উত্তীর্ণ :৭৮, সর্বোচ্চ : মাধবী মাঝি (৪৫১)

■ পুঁটিমারি উচ্চবিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ৫৬, উত্তীর্ণ : ৫১, সর্বোচ্চ : সুবীর মারাক (৪২৬)

■ মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ৮২, উত্তীর্ণ : ৮২, সর্বোচ্চ : মিলন মহম্মদ (৪৫০)

■ মেখলিগঞ্জ ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ৮৭, উত্তীর্ণ : ৬১, সর্বোচ্চ : অর্পিতা রায় সরকার (৪৪১)

■ দেওয়ানবস আরএনএ উচ্চবিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ২১, উত্তীর্ণ : ১৪, সর্বোচ্চ : দেবকুমার দত্ত (৪১৮)

■ চান্দামারি প্রাণনাথ উচ্চবিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ১০৮, উত্তীর্ণ : ১০২, সর্বোচ্চ : জিৎ রায় (৪৬৩)

■ পাইটকাপাড়া মোক্তারউদ্দিন হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ৩০, উত্তীর্ণ : ২৬, সর্বোচ্চ : মৌসুমি বর্মন (৩৮৯)

■ খেজুরতলা নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ১১৪, উত্তীর্ণ : ৯০, সর্বোচ্চ : অমর রায় (৪৭৫)

■ জামালদহ তুলসী দেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ১০১, উত্তীর্ণ : ৯৮, সর্বোচ্চ : জয়শ্রী বর্মন (৪৬২)

■ শৌলমারি উচ্চবিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ১০২, উত্তীর্ণ : ৮৪, সর্বোচ্চ : সৌরভ রায় (৪৭৬)

■ আঙ্গারকাটা পারডুবি উচ্চবিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ৮৩, উত্তীর্ণ : ৫৯, সর্বোচ্চ : ঝরু মণ্ডল (৪৭৭)

■ দেওয়ানগঞ্জ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ১৯০, উত্তীর্ণ : ১৭০, সর্বোচ্চ : অন্তরা বানু (৪৬৩)

স্কুল ভিত্তিক ফলাফল মাধ্যমিক

■ শিকারপুর হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ২২১, উত্তীর্ণ : ১৭৫, সর্বোচ্চ : দেবজিৎ রায় (৬১৭)

■ হাজরাহাট হরিশ্চন্দ্র হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ৪১৩, উত্তীর্ণ : ২৫৫, সর্বোচ্চ : দীপু সাহা (৬০১)

■ ইচ্ছাগঞ্জ শুকুরচাঁদ হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ২৭৫, উত্তীর্ণ : ১৯৪, সর্বোচ্চ : পৃথ্বীরাজ রায় (৫৩৭)

■ পানিগ্রাম হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ২২৭, উত্তীর্ণ : ১৩৯, সর্বোচ্চ : দীপায়ন অধিকারী (৫৫৯)

■ কুক্তিকাটা ধরণীকান্ত হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ১১০, উত্তীর্ণ : ৮০, সর্বোচ্চ : পল্লবী বর্মন (৫৩১)

■ পখিহাগা গোবিন্দমোহন হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ১৬২, উত্তীর্ণ : ১৩৭, সর্বোচ্চ : অনুপম চক্রবর্তী (৬০৯)

■ সাতগ্রাম কুর্শামারি হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ১১২, উত্তীর্ণ : ৮৮, সর্বোচ্চ : পৃথ্বীরাজ অধিকারী (৬১৬)

■ নিগমনগর নিগমানন্দ সারস্বত বিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ১৭৩, উত্তীর্ণ : ১৭৩, সর্বোচ্চ : শাশ্বত চক্রবর্তী (৬৬২)

■ সাহেবগঞ্জ হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ১৮৭, উত্তীর্ণ : ১৫৯, সর্বোচ্চ : সুচেতা মণ্ডল (৬৪৩)

■ খোঁচাবাড়ি হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ৬৯, উত্তীর্ণ : ৬৮, সর্বোচ্চ : অরূপ বর্মন (৬৪১)

■ বামনহাট হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ২১৬, উত্তীর্ণ : ১৯৪, সর্বোচ্চ : সুস্মিতা বর্মন (৬৩৭)

দারুণ অগ্নিবাণে রে... বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

থমকে গেল তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদল

সব দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাময়িক বিরতি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ মে : ভারত-পাক সংঘাতের আবহে রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির কর্মকাণ্ড হঠাৎ থমকে গিয়েছে। এই অবস্থায় রাজ্যের শাসকদলের বহুচর্চিত রদবদল প্রক্রিয়াও থমকে গিয়েছে। অনেক আগেই এই কারণে সাময়িক স্থগিতের মুখে পড়েছে বিজেপির সাংগঠনিক রদবদলের কাজও। ব্যাহত হয়েছে বঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক নির্বাচনের শেষ পর্বও। এই ইস্যুতেই এবার ধাক্কা রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদল। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতোই আপাতত রদবদলের ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসেছেন দলের রাজ্য নেতৃত্বও। এমনিতে কথা ছিল আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ঢালাওভাবে না হলেও দলের সাংগঠনিক পর্যায়ে কিছু কিছু রদবদলে সিলমোহর দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধ পরিস্থিতি সামগ্রিক অবস্থাটাই বদলে দিয়েছে। তবে দলনেত্রী তাঁর ঘনিষ্ঠমহলে আভাস দিয়েছেন, চলতি মাসের মাঝামাঝি বা শেষ পর্বে সম্ভবত সার্বিক পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলেই রদবদলের চূড়ান্ত প্রক্রিয়ায় হাত দেবেন তিনি। বৃহস্পতিবার শাসকদলের এক প্রবীণ শীর্ষ নেতা বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে কিছুটা সময়ও হাতে পেয়ে গেলেন দলনেত্রী। রদবলের বিষয়টা আরও ঝালিয়ে নিতে পারবেন তিনি। সম্ভব হলে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই নিয়ে দলনেত্রীর আবার 'ওয়ান ইজ টু ওয়ান' কথা হলেও হতে পারে। দলের রদবদলের ব্যাপারে দীর্ঘদিনের দাবিদার অভিষেক। দীর্ঘদিন আগে তাঁর রদবদল সংক্রান্ত সুপারিশের তালিকা দলনেত্রীকে দিয়েও রেখেছেন তিনি। তা এতদিনে মান্যতা না পাওয়াতেই কি অভিষেকের দল সম্পর্কে প্রায় অস্বাভাবিক নীরবতা? প্রশ্ন উঠেছে তৃণমূলের অন্দরে।

রাজ্যে দলগুলির শুধু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে হঠাৎ থমকে গিয়েছে তাই নয়, এই আবহে রাজ্যে সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠনের আন্দোলনেও ভাটার টান লক্ষ্য করা গিয়েছে। চাকরি বাতিল থেকে শুরু করে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিভিন্ন ইস্যুতে শিক্ষক সমাজের বিভিন্ন সংগঠন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির রাস্তায় নেমে আন্দোলন কর্মসূচির জোরদার লক্ষণ তেমন চোখে পড়ছে না। শাসকদল তৃণমূলের কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচিও আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। সব দল ও সংগঠনের একটিই কথা, আগে দেশ তারপর সব কিছু। দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা সবাই এক ও অভিন্ন। এরই মধ্যে শাসক ও বিরোধী দলের একাধিক শীর্ষ নেতার মন্তব্য, দেশের এই পরিস্থিতি চিরকাল একই থাকবে না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলেই আবার সবারই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আন্দোলন ও প্রচার শুরু হবে।

কলকাতায় নতুন জগন্নাথের মন্দির। দমদমে জপুর শিশু উদ্যানে। বৃহস্পতিবার।

আজাদের পাকিস্তান যোগ, দাবি ইডি'র

কলকাতা, ৮ মে : জাল পাসপোর্ট কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত ধৃত আজাদ মল্লিকের ফোন থেকে ২০ হাজার পাতার গুরুত্বপূর্ণ নথি, ছবি, মেল ও অডিও উদ্ধার করল ইডি। তাঁর ফোন থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের নথি পেয়েছেন তদন্তকারীরা। পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল বলে মনে করছে ইডি। তাঁর মোবাইল থেকে সেই সংক্রান্ত প্রমাণও মিলেছে।

তদন্তে ইডি জানতে পেরেছে, গ্রেপ্তারের আগেই নিজের মোবাইল বদলেছিলেন আজাদ। তাঁর পুরোনো ফোনটি উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। পুরোনো ফোনে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকতে পারে বলে মনে করছে ইডি। ইতিমধ্যেই তাঁর মোবাইল থেকে পাওয়া যোগাযোগ নম্বরগুলির আইএসডি খতিয়ে দেখে বোঝা গিয়েছে পাকিস্তানের নাগরিকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। উদ্ধার হওয়া অডিওগুলি থেকে ভয়েস ডিকোড করা হচ্ছে।

পাক বন্দিদের ওপর বিশেষ নজরদারি

রিমি শীল

কলকাতা, ৮ মে : ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে এই রাজ্যে বন্দি পাকিস্তানি জঙ্গিদের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলে অন্তত ৮ জন পাকিস্তানি জঙ্গি বন্দি রয়েছে। সর্বদা তাদের কার্যকলাপ ও গতিবিধি নজর রাখে জেল প্রশাসন। তবে চলতি পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত নজরদারি দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যের কারা দপ্তরগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শীর্ষ কর্তারা যোগাযোগ করেছেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে জেলা, মহিলা, মুক্ত, বিশেষ কারাগারগুলি মিলিয়ে অন্তত ৮ জন পাকিস্তানি বন্দি এই রাজ্যে রয়েছে। তাদের মধ্যে কুখ্যাতের তালিকায় রয়েছে মহম্মদ মসিউদ্দিন ওরফে মুসা, জাভেদ মুন্সি, শাহবাজ ইসমাইল সহ অনেকে। রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে এখনও উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে বন্দিদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে।' কারা দপ্তর সূত্রে খবর, সর্বদা জঙ্গিদের ওপর নজর রাখা হয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

কালোবাজারি নিয়ে হুঁশিয়ারি মমতার

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৮ মে : 'এটা টাকা রোজগারের সময় নয়। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সময়।' বৃহস্পতিবার নবান্নের বৈঠক থেকে কড়া সতর্কবার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম সহ বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী, সচিব, ব্যবসায়ী সংগঠন এবং হিমঘর সংগঠনকে নিয়ে বৈঠকে বসেন মমতা। বাজারদর নিয়ন্ত্রণের বার্তা দিয়ে মমতা বলেন, 'সবাই নিজের ঘর মনে করে দেশের ওপর নজর রাখুন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে যে কালোবাজারি করবে, তার সবকিছু বাজেয়াপ্ত করবে সরকার।'

জেলাশাসকদের তুলোধোনা করতেও ছাড়েননি মুখ্যমন্ত্রী। একাধিকবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও মধ্যবিত্তদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস মাছ, মাংস, ডিমের পাশাপাশি আলু, পেঁয়াজ, রসুন সহ দরকারি সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে আসছে না কেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনের উদ্দেশে মমতা বলেন, 'টাস্কফোর্সকে সঙ্গে নিয়ে বাজারগুলিতে নিয়মিত নজরদারি চালাতে হবে। প্রয়োজনে সারপ্রাইজ ভিজিট করতে হবে।' ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির উদ্দেশে তিনি বলেন, 'রাজ্যের পণ্য বাইরে পাঠানো যাবে না। গত বছর বারণ করা সত্ত্বেও আলু বাইরে পাঠানো হয়েছিল। এবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়।'

যুদ্ধ নিয়ে সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনি ভাবছেন সব সমস্যা কাশ্মীরের ওপর দিয়ে হবে। যদি এখানে হয়?' যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রের কথায় সায় দিয়ে খাদ্য ভাণ্ডার মজুত রাখারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পুরসভার বাজারগুলি পরিদর্শন করার জন্য ফিরহাদ হাকিমকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ, মৎস্য দপ্তরের নিজস্ব পুকুর ব্যবহার, আলু-পেঁয়াজের সংরক্ষণাগারের দিকে নজর দেওয়া ছাড়াও প্রতিটি রেলস্টেশনে নজরদারির নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আশ্বাস দেন, চলতি বছরে আরও ১৩০০টি পেঁয়াজের সংরক্ষণাগারের অনুমোদন দেবে রাজ্য। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাজারদর ইচ্ছাকৃতভাবে না বাড়ানোর হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

উচ্চমাধ্যমিকে নতুন নিয়ম

আগের উত্তীর্ণরাও বসতে পারবে সিমেস্টারে

কলকাতা, ৮ মে : অনেকে উচ্চমাধ্যমিকে পাশ করেছেন, কিন্তু ৬টি বিষয়ের মধ্যে একটিতে আশানুরূপ নম্বর আসেনি। নিয়ম অনুসারে, সেরা ৫টি বিষয়ের (বেস্ট অফ ফাইভ) ভিত্তিতে সার্বিকভাবে নম্বর মিলেছে। বাকি যে বিষয়টিতে ভালো নম্বর আসেনি, সেই বিষয় নিয়েই ভবিষ্যতের স্বপ্ন যাঁরা দেখছেন, তাঁদের কথা ভেবে নতুন নিয়ম চালু করল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এতদিন উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিটে ওই ষষ্ঠ বিষয়ের উল্লেখ না থাকায় সেই বিষয়টিকে উচ্চশিক্ষার জন্য বেছে নেওয়া যেত না। এই সমস্যার সমাধানেই নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সংসদ। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৯(২) রেগুলেশনের ভিত্তিতে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণরা আবার নতুন সিমেস্টার ব্যবস্থায় পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

শিক্ষা সংসদ বলছে, পুনরায় তৃতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারে পরীক্ষায় বসতে পারবেন আগে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা। তাঁদের রেগুলার প্রার্থী হিসেবেই ধরা হবে। অনেক পরীক্ষার্থীই উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়েও জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সুযোগ পান না। কারণ সেই সুযোগ পেতে গেলে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগের মূল তিনটি বিষয় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিতে পাশ করা বাধ্যতামূলক। এর মধ্যে একটি বিষয় যদি উত্তীর্ণদের মার্কশিটে 'বেস্ট অফ ফাইভে' না থাকে, তাহলে তাঁরা জয়েন্টের মতো পরীক্ষায় সুযোগ পান না। এই সমস্যা দূর করতেই সংসদ নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বৃহস্পতিবার। তবে শুধু ঐচ্ছিক বা পছন্দের বিষয় নয়, উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের প্রতিটি বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হবে সিমেস্টার ব্যবস্থায়।

ইচ্ছুক পড়ুয়াদের স্কুল মারফত অনলাইনে আবেদন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ার জন্য ৮ মে থেকে ৭ জুন পর্যন্ত শিক্ষা সংসদের ওয়েবসাইট খোলা থাকবে। তবে শিক্ষক মহলের একাংশের মত, 'সংসদের সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়। তবে ক'জন উত্তীর্ণ পুনরায় পরীক্ষায় বসবেন, সেই নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।'

শুভেন্দু-সুকান্তকে কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ৮ মে : সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বৃহস্পতিবার বোমা ফাটিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। নাম না করে তাঁর কটাক্ষ, 'আসলে দাম পড়ে গেলে সবাই তাঁর নামটা প্রচার করে খবরের বাজারে শিরোনামে আসতে চান। নিজের পক্ষে এই কাজ করতে না পারলে কাউকে দিয়ে তাঁর বা তাঁদের নামটা এভাবেই প্রচারে নিয়ে আসার ছক করেন।' কাদের সম্পর্কে তাঁর এই মন্তব্য, সরাসরি তা বলতে চাননি বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন 'সফল' সভাপতি দিলীপ। শুধু বলেন, 'এসব বুঝে নিতে হয়। সবই কি আমাকে বলতে হবে?'

গত বুধবার কলকাতায় দলের এক সাংগঠনিক বৈঠকের পর খবর রটে যায়, ওই বৈঠকে বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল এরাজ্যের ভারপ্রাপ্ত দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডে ও অমিত মালব্য সহ দলের রাজ্য শাখার শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে জানান, 'রাজ্যে আগামী বিধানসভার ভোটে দল সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে লড়াই করবে।' বনসলের এই মন্তব্যে অবশ্য সরকারিভাবে কোনও সমর্থন মেলেনি। তবুও এই প্রসঙ্গে এদিন প্রায় ঝাঁঝালো প্রতিক্রিয়া দিলীপের। এদিন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর কাছে দিলীপ বলেন, 'পার্টিটার নাম বিজেপি। দলের রাজ্য কমিটি ঘোষণা হল না। রাজ্য সভাপতি কে হবেন জানা গেল না। তার মধ্যে কারা বিধানসভার ভোটে দলকে নেতৃত্ব দেবেন তা ঘোষণা হয়ে গেল। এ আবার হয় নাকি?'

দিলীপ মনে করেন, শুধু ঘরে বসে মিটিং করে কিছু হয় না। রাস্তায় নেমে সুনির্দিষ্ট ইস্যু নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দলকে রাস্তায় নামাতে না পারলে এরাজ্যে তৃণমূলের রাজত্বে ভোটে জেতা যায় না। তারপরই তাঁর সংযোজন, 'দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কী চাইছেন জানি না। তাঁদের নির্দেশমতোই কাজ করব। আপাতত নিজেই নিজের কর্মসূচি অনুযায়ী চলছি। দলের বিভিন্ন জেলা নেতৃত্ব অবশ্য তাঁদের কর্মসূচিতে ডাকলে সেখানেও যাচ্ছি।'

বঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক নির্বাচন সর্বস্তরে প্রায় শেষের মুখে। রাজ্য সভাপতি নির্বাচন এবার হয়ে যাওয়ার আশা করছেন দিলীপ। তাঁর ধারণা, যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্যই দলের এই পর্বটা থমকে আছে। শীর্ষ নেতৃত্ব এখন এই নিয়ে ব্যস্ত বলেই ব্যাপারটা আটকে আছে বলে জানান তিনি।

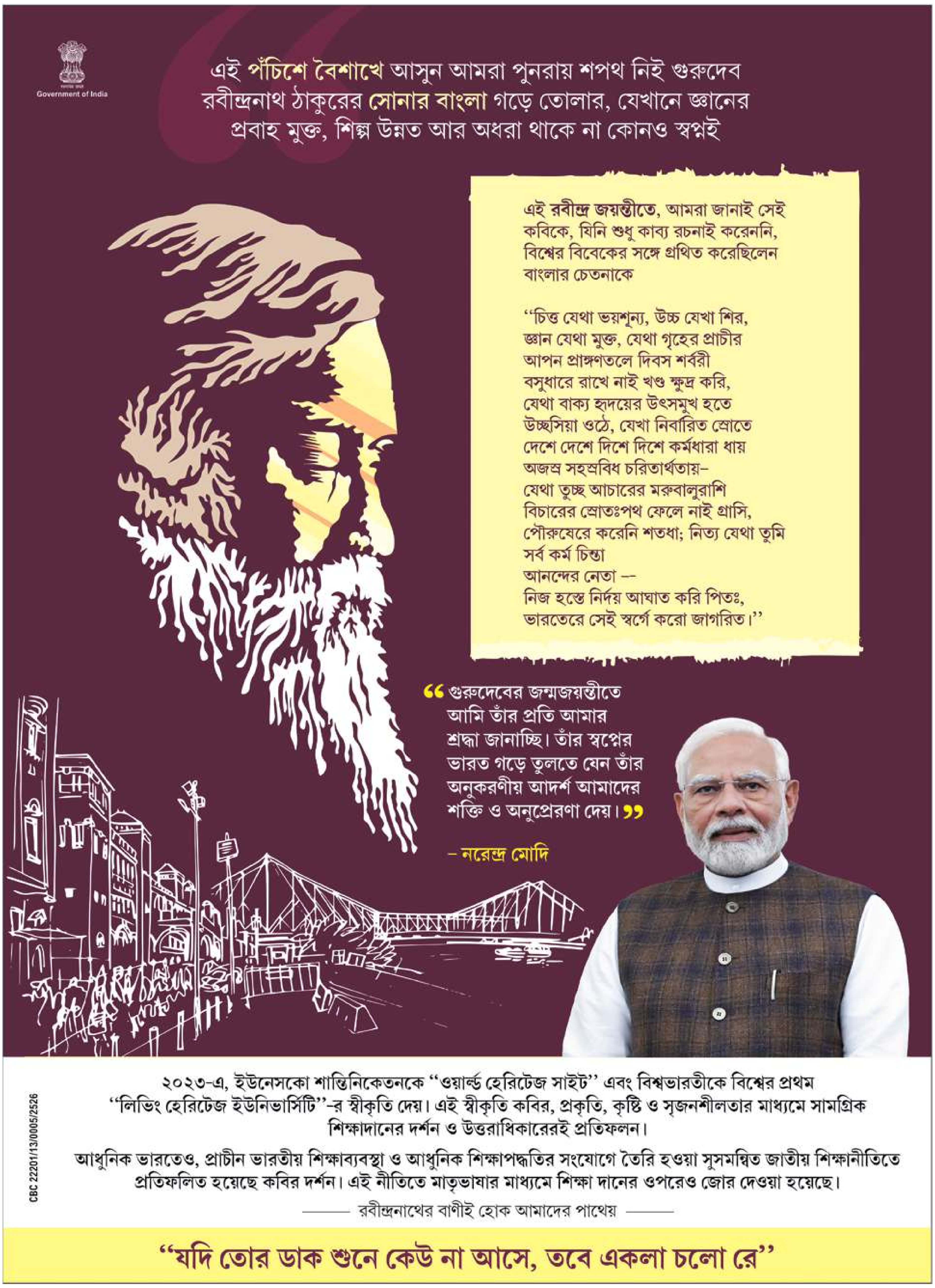

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৪৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৫ বৈশাখ ১৪৩২

পাক কোর্টে বল

ঠিক পনেরোদিনের মাথায় প্রত্যাঘাত। কথা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পহলগামে জঙ্গি হামলার পরের দিনই পাকিস্তানের নাম না করে দোষীদের অকল্পনীয় শাস্তি দেওয়ার হুংকার দিয়েছিলেন তিনি। ভারতীয় সেনা ও বায়ুসেনার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নয়টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংসে সেই হুংকারের বাস্তবায়ন ঘটল। সরকারি বয়ান অনুযায়ী, ২৫ মিনিটে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয় ২৪টি। নিখুঁত নিশানার ওই অপারেশনে নিহত জঙ্গির সংখ্যা ৮০।

গভীর রাতে ভারতীয় বাহিনীর ওই সাফল্যের পরদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা দেশের পাকিস্তান সীমান্তবর্তী দশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের দ্রুত সরাতে মুখ্যমন্ত্রীদের অনুরোধ করেন শা। বিরোধী নেতাদের মুখে এই অপারেশনের জন্য সেনাবাহিনীর জয়ধ্বনিই শোনা যাচ্ছে।

পহলগামে জঙ্গিরা যেহেতু বেছে বেছে পুরুষদের হত্যা করেছিল তাঁদের স্ত্রীদের সামনে, ভারতের এই সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানের তাই নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন সিঁদুর।' ওই অভিযানে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জঙ্গিঘাঁটির তালিকায় লস্কর ও জইশের প্রশিক্ষণ ও প্রচার কেন্দ্র রয়েছে। পাক আকাশসীমা লঙ্ঘন না করে রাফাল এবং সুখোই যুদ্ধবিমান থেকে ভারতের এই ক্ষেপণাস্ত্র হানা পাকিস্তানের কোনও সামরিক পরিকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করেনি বলে নয়াদিল্লি দাবি করেছে।

অভিযানের পর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল কথা বলেন মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়োর সঙ্গে। শুধু মুখের কথা নয়, ভারত দেখিয়ে দিল, প্রয়োজনে পাকিস্তানকে সবক শেখাতে তারা পুরোপুরি তৈরি। তবে পাকিস্তানও ভারতকে পালটা জবাব দেওয়ার হুমকি দিয়ে রেখেছে। পুঞ্চ-রাজৌরিতে পাক সেনার গোলাবর্ষণে ইতিমধ্যে ১৫ ভারতীয়র মৃত্যু হয়েছে। ভারতের কয়েকটি শহরের সেনাছাউনিতে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হানার পাক চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে দেশের সামরিক বাহিনী।

এই অপারেশনের আগেই সম্ভাব্য যুদ্ধ প্রস্তুতির লক্ষ্যে দেশের ২৫৯টি জায়গায় অসামরিক প্রতিরক্ষা মহড়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল ভারত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শেষবার এরকম মহড়া হয়েছিল ভারতে। পহলগামে জঙ্গি হামলার বেশ কিছুদিন পার হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যাঘাত না হওয়ায় পাকিস্তান, বাংলাদেশের মতো কিছু রাষ্ট্র নয়াদিল্লির হম্বিতম্বি নিয়ে মাঝে ঠাট্টাতামাশা শুরু করেছিল। অপারেশন সিঁদুর সেইসব কটাক্ষের জবাব দিল। গোটা পৃথিবী ভারতের প্রতিবেশী দুই দেশের অস্ত্রাগারের হাঁড়ির হাল জানে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় স্পষ্ট ছিল যে, চারদিন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতো রসদও পাকিস্তানের নেই।

প্রত্যাঘাতের জন্য কয়েকদিন সময় নেওয়ার কারণ, ভারত ইতিমধ্যে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে নিজেকে প্রস্তুত করেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে চালিয়েছে কূটনৈতিক দৌত্য। আমেরিকা, ইজরায়েল, রাশিয়া, জাপান, ব্রিটেন সহ বিভিন্ন দেশকে আগেই পাশে পেয়েছিল মোদি সরকার। ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র হানার পর বিশ্বনেতারা নয়াদিল্লির প্রশংসাও করেছেন বিশেষ করে এই অভিযানে সাধারণ মানুষের প্রাণহানি তেমন না হওয়ায়।

যদিও দিল্লির এই দাবির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মৌলানা মাসুদ আজহার অভিযোগ করেছেন, ভারতের হানায় তাঁর বোন সমেত পরিবারের দশ এবং চার আত্মীয় নিহত হয়েছেন।

এতে সন্দেহ নেই যে, এখন মোদির পাশে গোটা দেশ। যে রাহুল গান্ধি কথায় কথায় প্রধানমন্ত্রীর নিন্দা করেন, পহলগাম কাণ্ড তাঁকেও মোদির পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ভারতে জঙ্গি নাশকতায় পাকিস্তানের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। পাকিস্তানের এ ব্যাপারে কোনও সাফাইয়েরই বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। চিন এবং বাংলাদেশ ছাড়া পাকিস্তানের পাশে কেউ নেই। রাষ্ট্রসংঘেও পাকিস্তান কোণঠাসা। বল এখন পাকিস্তানের কোর্টে। পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে পুরোদস্তুর সংঘাতে যাবে কি না, সময়ই বলবে।

অমৃতধারা

ভাগ্যং ফলিত সর্বত্রং। ভাগ্যানুসারে জীবের গতাগতি হয় বলিয়াই ত্রিলোকের সুখ-দুঃখ দ্বারা ত্রিদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তার জন্য হর্ষ মর্ষ না করিয়া ভোগ ত্যাগের জন্য ধৈর্যের বরণ কারিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করিতে হয়। অতএব সর্ব অবস্থায় সত্যের অধীনে থাকিতে চেষ্টা করিবেন।
সিন্নি দিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করে। সিন্নিকে ভাগ করা বলে। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না এই যে দ্বন্দ্ব বিভাগ, অভিমানের অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার ভাগ ত্যাগ করিলে সিন্নি দিয়া সত্যের পূজা হয়। তাহার সাক্ষী সতী হরগৌরী, অবিচ্ছেদ সত্যবানকে উদ্ধার, কালদণ্ডের হাত হইতে অভিযোগ সত্যবানকে প্রাপ্ত হইয়া পিতৃকুল (ধর্ম), পতিকুল (কর্ম, সেবা), পুত্রকুল (পবিত্র, শুচি) উদ্ধার করিয়াছিলেন। জগতে যাহা কিছু ব্যবহার করি সকলি গতাসু, অস্থায়ী, সুখদুঃখপ্রদ।

–শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

পঁচিশে বৈশাখে পছন্দের ২৫ রবীন্দ্রসংগীত

২১৭৮ গান লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান অনেকেরই প্রিয়তম বই। পঁচিশে বৈশাখে প্রিয় ২৫ গান বাছা খুব কঠিন।

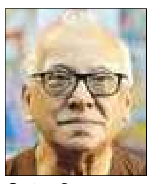

পবিত্র সরকার

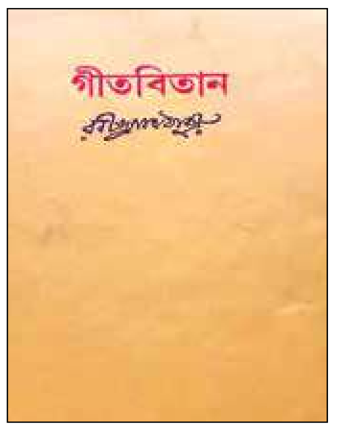

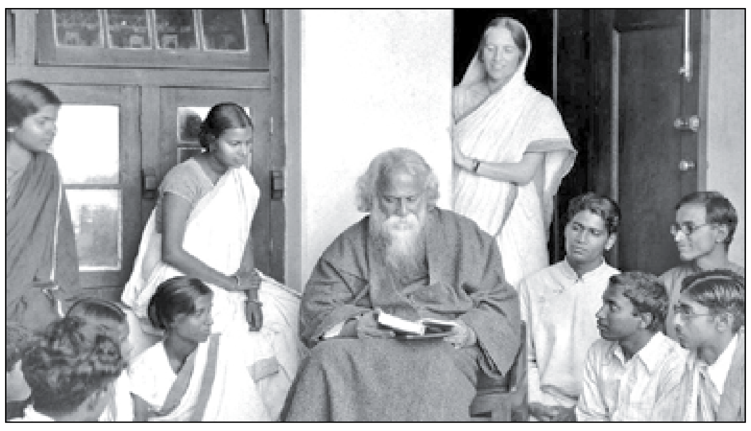

রবীন্দ্রনাথ বাণীবদ্ধ রূপে রচনা করেছিলেন, বা পাওয়া যায় মোট ২১৭৮টি গান, শ্রদ্ধেয় সুভাষ চৌধুরীর হিসেবে। বলাই বাহুল্য, সব গানে তিনি সুর দিয়ে যেতে পারেননি। শ্রীচৌধুরী বা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কোনও লেখায় পড়েছিলাম যে 'গীতবিতান'-এ সতেরোশোর কিছু বেশি গানে সুর পাওয়া গেছে। অবশ্যই এখানেও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বিচিত্র লীলার প্রমাণ আছে। কোনও গানে একাধিক সুর দিয়েছেন, আবার একই সুর একাধিক গানে ব্যবহার করেছেন। অন্যের কবিতাতেও সুর দিয়েছেন একাধিকবার। পরে তাঁর সুরবঞ্চিত কিছু গান স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত নিজে সুর দিয়ে গেয়েছেন। খুবই আন্তরিক, সমর্থ আর সাধু প্রচেষ্টা, কিন্তু আমার মনে হয় সেগুলি বাঙালি রবীন্দ্রসংগীত হিসেবে তেমনভাবে গ্রহণ করেনি, গবেষণামূলক পরীক্ষানিরীক্ষা হিসেবে একপাশে সরিয়ে রেখেছে।

তো ওই সতেরোশোর কিছু গানের মধ্যে থেকে আমার প্রিয় পঁচিশটি গানের কথা বলতে হবে, সম্পাদকের আদেশ। এই বন্ধুত্বপূর্ণ আদেশের সঙ্গে কত যে প্রশ্ন উঠে পড়ে তার সীমাসংখ্যা নেই। প্রথমত, আমি কেন বলব? তার উত্তর, যে কোনও বাঙালিই বলতে পারে এ নিয়ে, কারণ বাঙালি এখনও সারা জীবন, সারা দিন, ঘরে-বাইরে যে গান সবচেয়ে বেশি শোনে তা সম্ভবত রবীন্দ্রসংগীত। দ্বিতীয় প্রশ্ন, পঁচিশটা কেন, আরও বেশি বা কম নয় কেন? তার উত্তর, এই উপলক্ষ্যে আপাতত পরিসরের বিচারে এই সংখ্যাটাই স্থির করা হয়েছে। তৃতীয় প্রশ্ন, সম্ভবত লেখককে সুনির্দিষ্টভাবে, বাছবেন কীভাবে মশায়? উত্তর, এটা লেখকের সংকট, এক-একজন লেখক এক-একভাবে বাছবেন। আপাতত এই লেখক কীভাবে বাছবেন, সেটা পাঠক দেখুন তাঁর পছন্দ হয় কি না। লেখকের আর একটা সংকট আমি আগে থেকেই ভেবে রাখছি। তিনি পঁচিশটা বেছে থামতে পারবেন না, আরও এগিয়ে যেতে চাইবেন। আর সম্পাদককে মনে মনে অভিযোগ জানাতে থাকবেন। সেইসঙ্গে নিজের নির্বাচনের সমালোচনা করতে থাকবেন, কারণ তা গুণ আর সংখ্যা দু'দিক থেকেই ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হবে। কাজেই, পাঠকদের প্রতি বিধিসম্মত সতর্কীকরণ-এ নির্বাচন tentative বা আপাতমাত্রিক বলেই যেন ধরে নেন। হয়তো কাল লিখলে তালিকা অন্যরকম হবে।

২

প্রথমে নিজের কথাই বলি। আমি পুব-বাংলার দূর গ্রামের কৃষিজমিনির্ভর অল্প লেখাপড়া-জানা গেরস্থঘরের সন্তান, রবীন্দ্রসংগীতের কাছাকাছি এসে পড়ার কথাই ছিল না আমার। রিফিউজি হয়ে চলে এলাম পশ্চিম বাংলার এক মফসসল শহরে, যেখানে আবার অবাঙালির প্রাধান্য। ছেলেবেলায় গলায় অল্পস্বল্প সুর ছিল বোধ হয়, তাই রাস্তাঘাটে চেঁচিয়ে গান গাইতাম, বেশিরভাগই বাংলা আধুনিক ও হিন্দি সিনেমার গান। পরে গণনাট্যের গানও কিছু যুক্ত হল। তারপর ঘটনাচক্রে একটি বাড়িতে গ্রামোফোনের সন্ধান পেয়ে (এক রত্নগুহা আবিষ্কারের মতো) সেখানে গিয়ে প্রথম রবীন্দ্রসংগীত শুনি, আর কী রকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই। এ আবার কী গান—কথা পুরো বুঝছি না, অথচ বুকের ভিতরটা কীরকম উথালপাতাল করে দেয়।

সেই তো শুরু। তারপর এই গান নিয়ে দীর্ঘ জীবনে নানারকম ছেলেখেলা করতে করতে এই অষ্টাশি বছর পার হয়ে বুঝেছি, এই গান কোনওভাবে আমার 'শেষ পারানির কড়ি' হয়ে উঠেছে। গলা থেকে সুর আস্তে আস্তে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত গাইবার ইচ্ছা, গলার নীচে কোনও একটা জায়গায়, জমিয়ে বসে আছে। ফলে প্রতিবেশীদের সহিষ্ণুতার পরীক্ষা নিয়ে আমি রোজ সকালে হারমোনিয়ামে অন্তত ছ'টি রবীন্দ্রসংগীত গাই, সকালের আকাশ বাতাসকে কম্পিত ও বিপন্ন করে, কিন্তু আমার দিনটা ওইভাবে শুরু করি। ভুলতে ভুলতেও শ-চারেক রবীন্দ্রসংগীত এখনও মাথায় থেকে গেছে। সেই পুঁজি নিয়ে এই লেখা।

৩

আমি নিশ্চিত যে, আমার নির্বাচনের সঙ্গে অনেকের নির্বাচন মিলবে না, অন্তত সব গানের ক্ষেত্রে। সেটাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। আমি তো একটা আলাদা মানুষ, আমার শিক্ষাদীক্ষা, বেড়ে ওঠা, অভিজ্ঞতা, সুখদুঃখউল্লাস আর্তি সবই অন্যদের থেকে আলাদা হবে। এমনকি আমার সঙ্গেও আমার ঝগড়া হবে এ লেখায়।

আগেও সকলকে এ কথা জানিয়েছি যে, আমি নাস্তিক মানুষ, ফলে রবীন্দ্রনাথের এক সময়কার ঈশ্বরকে আমি মানি না। কিন্তু 'পূজা' পর্যায়ের অনেকগুলি গান আমাকে কথা আর সুরে আপ্লুত অভিভূত করে দেয়। আমি বিশ্বাসী হয়ে উঠি না, কিন্তু বোঝবার চেষ্টা করি বিশ্বাসীদের আত্মনিবেদনের স্বরূপটি কী রকমের। খানিকটা অভিনেতাদের মতো। যে চরিত্র তাদের নয়, তাকে তারা যেমন অল্প সময়ের জন্য আত্মস্থ করে। আবার তা থেকে বেরিয়েও আসে।

'গীতবিতান'-এর ক্রম ধরেই শুরু করি। শুরু করতে গিয়েই বুঝি এক মারাত্মক, মহা ভুল করেছি। এত গান আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে প্রিয়তার দাবি নিয়ে যে তাদের প্রত্যাখ্যান করাটাই এক মর্মপীড়াদায়ক কৃত্য। সহজ গান ওই 'কান্নাহাসির দোল-দোলানো', কিন্তু তার মধ্যে তো রবীন্দ্রনাথের একেবারে মনের কথাটি ধরে দিয়েছেন তিনি। যাই হোক, তার প্রবল দাবি উপেক্ষা করে আমি পৌঁছোই, সুনিশ্চিত দৃঢ়তায় 'তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে' (পৃ. ১৫) গানটির কাছে। হ্যাঁ, এই আমার নির্বাচনের প্রথম গান। সুরে, ছবিতে, বিষাদে উল্লাসে এ গানটির কাছে আমি বার বার ফিরে আসি—এ কথা অবশ্য আমি সব গান সম্বন্ধেই বলব। সব গান নিয়ে বিবৃতি বা ব্যাখ্যা দেব না, পাঠক নিজে গানটি খুলে বা গেয়ে তার শব্দচ্ছবি আর সুরের নিবিড় সংসক্তিটিকে বুঝে নেবেন বলেই আশা করি।

পাতা ওলটাই, আর কত গান আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে, কিন্তু তাদের ব্যাকুল ডাকে সাড়া না দিয়ে আমি পৌঁছোই 'হেথা যে গান গাইতে আসা আমার, হয়নি সে গান গাওয়া' (পৃ. ২২) গানটির কাছে। আহা! এ তো সব শিল্পীর কথা, হয়তো সব মানুষের কথা। যা বলতে এসেছি, করতে এসেছি এই দুর্লভ জীবনে, তা কি সমাধা করতে পারলাম, আমার গানের শেষে কি সমে এসে থামতে পারলাম?

গান নিয়েই কত না গান! তার মধ্যে আমার তৃতীয় নির্বাচন, 'গানের ঝরনাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে' (পৃ. ৩০)। এর আকুলতার সুরটি একেবারে অন্যরকম। আর এই গানটির মতো অনেক গান থেকে আমি রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের ধ্রুপদি চার তুকের সংগঠনের মধ্য সঞ্চারী অংশের অনন্যতা ও মৌলিকতার বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারি। আমার চতুর্থ নির্বাচন একটি অন্য রকমের গান, 'যা হবার তা হবে' (পৃ. ৬৩)। একই সঙ্গে ঔদাস্য আর আশ্বাস মিলে যায় এর সুরে। পঞ্চমে নিয়ে আসি 'বাজাও আমারে বাজাও' গানটিকে (পৃ. ৯৯)।

আমি জানি পাঠকেরা এরই মধ্যে আমার বর্জনগুলিকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন, কিন্তু কিচ্ছু করবার নেই। আমাকে ভুল করবারও সুযোগ দিতে হবে, এই প্রার্থনা। ছয়ে আমি রাখছি 'অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ' (পৃ. ১১৪), রবীন্দ্রনাথের হাহাকারের মতো করে গাওয়া এ গানটির কথা আমি কিছুতে ভুলতে পারি না। আমার সপ্তম বাছাই 'পাদপ্রান্তে রাখো সেবকে' (পৃ. ১২৪), কিছুটা আলংকারিক ভাষা, কিন্তু সুর তাকে এমন করে বহন করে নিয়ে চলেছে যে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। অষ্টমে রাখি 'আমার গোধূলিলগন এল বুঝি কাছে' (পৃ. ১৪১), যার উদাস পূরবীর সুর আমার জীবনের এই গোধূলিবেলাকে আবিষ্ট করে রাখে। নবমে তারই কাছাকাছি একটি গান, 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে' (পৃ. ১৪৮)। দশমের জন্য বরাদ্দ এই গানটি—খানিকটা একই ধরনের—কেন যেন আমার জীবনের এই পর্যায়ের সঙ্গে মিলে যায় 'সন্ধ্যা হল গো, ও মা' (পৃ. ১৬০)।

আমার এগারো নম্বর নির্বাচন, হায়, ওই সন্ধ্যারই গান—'ঘাটে বসে আছি আনমনা, যেতেছে বহিয়া সুসময়' (পৃ. ১৭৪)। পাঠকেরা নিশ্চয়ই এই একমাত্রিক বাছাই দেখে একটু বিরক্ত বোধ করছেন। কী করব, যে নির্বাচন করে সে কি সবটা নিজে করে? তার জীবন, বয়স, প্রতিবেশ সবই তার ঘাড় ধরে তাকে দিয়ে নির্বাচন করায়। বারো নম্বরে আমার বাছাই 'না বাঁচাবে আমায় যদি, মারবে কেন তবে? (পৃ. ২০৬)। তেরো নম্বর হিসেবে সামনে এসে দাঁড়াল 'আজি কোন্‌ ধন হতে বিশ্বে আমার কোন্‌ জনে করে বঞ্চিত' (পৃ. ২৫১)।

পঁচিশের অর্ধেক পেরিয়ে যেতেই বিপর্যস্ত হয়ে আমি ভাবছি যে, 'পূজা' পর্যায় পেরোতে পারলাম না এখনও পর্যন্ত, অন্য পর্যায়ের গানে কখন পৌঁছোব? 'প্রেম', 'স্বদেশ', 'বিচিত্র', 'আনুষ্ঠানিক'—এ সবের পরিক্রমা করব কখন, সেও তো এক বিশাল ক্ষেত্র! না, সম্পাদক মশাই, আমি আত্মসমর্পণ করলাম। নাস্তিক আমি আটকে রইলাম 'পূজা'রই গানগুলিতে, সেখান থেকেই পঁচিশটা বেছে নিতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। আরও কত কত পঁচিশটা গান ওখানেই করুণ মুখ করে দাবি জানাচ্ছে। তাই ঝটঝট করে বিনা ব্যাখ্যায় বাকি বারোটা গান আমি ওখান থেকেই তুলে এনে বলছি, পারলাম না স্যর, আমাকে খ্যামা দিন। ব্যাপারটা যে অসম্ভব, তা আপনিও জানতেন ঠিক কি না? আমাকে একটু বাজিয়ে নিলেন। এই নিন আপনার বাকি বারোটা গান, সবই পূজার—

১৩. গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে আর কোলাহল নাই (২৫৬), ১৪. ভোর হল বিভাবরী (২৭০). ১৫. পান্থ, এখনো কেন অলসিত অঙ্গ (২৭৯), ১৬. বিমল আনন্দে জাগো রে (২৮৩), ১৭. ওদের কথায় ধাঁধা লাগে, তোমার কথা আমি বুঝি (২৯০), ১৮. জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ (৩১৭), ১৯. আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে (৩৩৯), ২০. আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি (৩৪৮), ২১. আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে? (৩৫৮), ২২. এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে (৩৬০), ২৩. শূন্য হাতে ফিরি হে, নাথ, পথে পথে (৪০০), ২৪. কেন জাগে না জাগে না অবশ পরান (৪০২), ২৫. চিরসখা হে, ছেড়ো না, মোরে ছেড়ো না (৪১৩)।

৪

এখানে আমার প্রিয় গানের তালিকা কিন্তু শেষ হল না, 'পূজা'র গানের তালিকাও না। পাঠক, সম্পাদক উভয়েই সেটা বুঝতে পারবেন। আমার মতো একটা কট্টর নাস্তিক 'পূজা'র গানের গোলোকধাঁধায় আটকে চোখে ঘোর দেখতে লাগল, এতে বিশ্বাসীরা নিশ্চয়ই মজা পাবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো এইই।

কোনও কোনও লেখা শেষ করা যে কত কঠিন তা এ লেখা লিখতে গিয়ে বুঝছি। এ লেখা আমাকে খুশি করছে না, কারণ আমার প্রিয় অজস্র গানকে আমি বাদ দিয়েছি, তাদের প্রতি অবিচার করেছি। নিশ্চয়ই কোনও পাঠককেও খুশি করবে না, কারণ তাঁদের প্রিয় গানগুলির দেখাও তাঁরা পাননি এ লেখায়, ভাবছেন, আমার বিচার ভ্রান্ত ও অনুচিত। রবীন্দ্রনাথের গানের এই সীমাবদ্ধ নির্বাচনে তা যে হবেই তা অনুমানযোগ্য, ফলে অতৃপ্ত পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে বলি যে, তাঁদের চেয়ে আমিও কম অতৃপ্ত নই। আমার সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া চলবে।

(লেখক শিক্ষাবিদ, প্রবন্ধকার)

আজ

১৮৬৬

স্বাধীনতা সংগ্রামী গোপালকৃষ্ণ গোখলের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৯৮

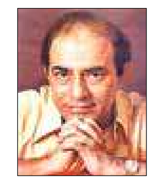

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট গায়ক তালাত মাহমুদ।

আলোচিত

পাকিস্তানে জঙ্গিদের দেহ পাকিস্তানি পতাকায় মুড়ে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য হয়েছে। সাধারণ কেউ মরলে কি এই ছবি দেখা যেত? হয়তো জঙ্গিদের এভাবেই শেষকৃত্য হয় পাকিস্তানে। ওরা আসলে ধর্মীয় স্থানকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। ওখানে জঙ্গিদের মগজধোলাই হয়।

- বিক্রম মিস্রি

ভাইরাল/১

হেমকান্ত এক্সপ্রেসের এসি কোচের এক যাত্রী জলের বোতল কিনেছিলেন। দাম বেশি নেওয়ায় অনলাইনে অভিযোগ করেন তিনি। কিছুক্ষণ পর কেটারিংয়ের লোক এসে আপার স্লিপারে উঠে যাত্রীটিকে মারধর করে, জামা ছিঁড়ে দেয়। কেটারারের বিরুদ্ধে রেল কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিয়েছে।

ভাইরাল/২

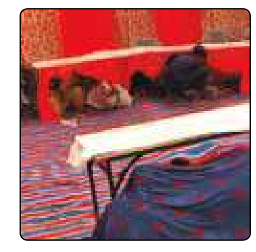

খোলা ছাদে কাপড় দিয়ে ঘেরা বিয়েবাড়ি। চেয়ার-টেবিলে বসে চেটেপুটে খাচ্ছিলেন আমন্ত্রিতরা। হঠাৎ বিনা নিমন্ত্রণে আসে বৃষ্টি। প্লেট নিয়ে টেবিলের নীচে বসে পড়েন তাঁরা। সেখানেই খাবার দেওয়া হয়। হাসির রোল নেট দুনিয়ায়।

জনমন জনমত

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে স্কুলে সেসব দিন

কোথায় যেন হারিয়ে যেতে বসেছে বাঙালির জাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন। আমাদের ছোটবেলায় বৈশাখ মাস পড়লেই তোড়জোড় চলত রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানের জন্য। প্রতিদিন ক্লাসের শেষে রিহার্সাল চলত আর তাতে নানারকম খুনশুটি, নতুন বন্ধু তৈরি বা বন্ধুত্ব ভাঙা, শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত কিংবা পরিচিত হওয়ার একটা মুক্ত পরিসর তৈরি হত। আমরা বড় হওয়ার পরেও স্কুলে স্কুলে এ রীতি প্রচলিত ছিল।

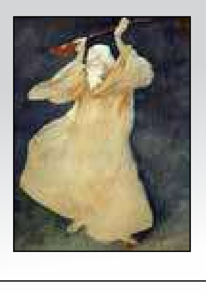

অথচ এখন এই সময়ে স্কুলে গরমের ছুটি হয়ে যায়। তাই অনুষ্ঠান করার আর অবকাশও মেলে না। অনেক প্রান্তিক ছাত্রছাত্রী রবীন্দ্র জয়ন্তী কথাটার সঙ্গেই পরিচিত হয়নি। রবীন্দ্রসংগীতের কথা বললে 'ইনি বিনি টাপা টিনি' গাইতে শুরু করে। ওটা সবসময় শুনে শুনে ওদের কান যেন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

পঁচিশে বৈশাখের সকালবেলায় চারদিকে ফুলের সুবাসে ধূপের ধোঁয়া আর রবির আলোর সুরের মূর্ছনায় আবেগী মন বিষণ্ণতায় খুঁজে বেড়ায় হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো। ভয়ংকর ভবিষ্যতের কথা ভেবে মনে হয় একমাত্র রবীন্দ্রনাথই পারেন এর থেকে কিছুটা মুক্ত করতে। জানি না আর কখনও ফিরে আসবে কি না স্কুল প্রাঙ্গণে সেসব দিন। এই অপসংস্কৃতির ডামাডোলে আমাদের শিশু ভোলানাথ যেন হারিয়ে না যায়।

সরমা দেবদত্ত, তুফানগঞ্জ।

রবীন্দ্র আদর্শই শান্তির একমাত্র পথ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু কবি নন, তিনি দার্শনিক, প্রকৃতিপ্রেমিক এবং দেশপ্রেমিকও। তাঁর মন্দভাগ্য যে, তিনি এই দুর্ভাগা দেশে জন্মেছিলেন। কবিগুরুর সাধনা ছিল মানবপ্রেম, দেশাত্মবোধের সঙ্গে বিশ্ববাসীর পরিচয় করানো। সমাজ, রাজ্য ও দেশের অমানিশার বুক চিরে রবীন্দ্র সৃষ্টিই একমাত্র আলোর দ্যুতি।

তাঁর আদর্শকে যদি সমগ্র জাতি অনুসরণ করত তাহলে আজকের অস্থিরতা, দেশদ্রোহিতা, স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষা ও ধর্মের বিভেদের বিষবাষ্পের শিকার হতে হত না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লক্ষ্যই ছিল ভাষা, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন। জাতীয়তাবাদী চেতনায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা। তিনি তাঁর দার্শনিক চেতনা দিয়ে বারবার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছেন ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদকে।

বিশ্বকবির রচিত জাতীয় সংগীত 'জন গণ মন অধিনায়ক' নিজেই জাতীয়তাবোধ, ধর্ম, সম্প্রদায়, আঞ্চলিকতাবাদের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে একতার বার্তাবাহী অমোঘ বিশল্যকরণী। কোথাও উগ্র জাতীয়তাবাদের কোনও জায়গা নেই। বড় আফসোস যে, সেকথা আর কেউ মনে রাখছে কোথায়?

বিনয়কুমার নাগ
মধ্য সুখানিবস্তি, নাগরাকাটা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।
Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

তাহাদের কথাও কেহ তো ভাবুক

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে ব্যর্থদের কথা ভাবার লোক নেই। তাদের ও তাদের শিক্ষকদের অনেক বলার থাকতে পারে।

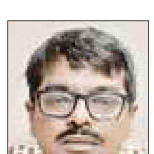

পরাগ মিত্র

মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত। শিরস্ত্রাণে যাদের জ্বলজ্বল উষ্ণীষ ছোট পোর্টাল থেকে বড় হাউসের বুম বাইটে তাদের বিভা দিগন্ত ছাপিয়ে যাচ্ছে। ডোরবেলে তর্জনী মন্ত্রী, সান্ত্রী, হাফ নেতার এই উচ্ছল রোশনাইয়েও ভাষাহীন দ্বীপান্তরী কোচবিহারের অনীশ, পাথরপ্রতিমার আয়েশা, শিলিগুড়ির অর্ণব, রাঙ্গালিবাজনার রবি টোপ্পো...। ওদের জন্য পরিজন, পাড়া, স্কুল- সকলের মুখ দেখানো দায়।

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে কর্তার গলাখাঁকারি, "রাখুন আপনাদের কথা। রেজাল্ট তো ও-ই"। চলতি পথে তীর্যক সহানুভূতি "মাস্টার, এবার কিছু হল"? ছাত্রছাত্রীর সাফল্যে শিক্ষাগুরুদের শ্লাঘা মানানসই হলে, মলিনতার দায়ও তাঁদের এড়ানোর প্রশ্ন নেই। অঙ্গনওয়াড়ি ছাড়াও প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক বিতত অবজেক্টিভ প্রশ্নের আধিক্যের যুগেও গোটা বিশেক টিক দেওয়ার অক্ষমতা, ন্যূনতম অক্ষরজ্ঞানের অভাব শুধুই ছেলেমেয়েদের মেধার অভাব?

শুধুই স্কুল? নামী প্রতিষ্ঠানে একই সেকশনের ঝলমলে মেধার পাশে ব্যর্থতার দাগ কোন পক্ষপাতিত্বে বিচার্য হবে? মন্দিরের ঘণ্টার মতো ইচ্ছেমতো বাজানোর নন্দ ঘোষ স্কুল। ছাত্র-শিক্ষকের বিষম অনুপাতের সঙ্গে কোথাও বিষয় আছে, শিক্ষক নেই। রূপায়ণের প্রশ্নে নিয়মের রিমেডিয়ালের রিমেডিয়াল জরুরি। টিচাররা প্রকল্পের নোডাল টিচার হয়ে উঠছেন, দিনরাত রিপোর্টের তাড়নায় বিদ্যালয় প্রধানের নাভিশ্বাস। বিদ্যালয়ের পরিচালনার ন্যূনতম ব্যয়, সরকারি কর্মসূচি রূপায়ণের নিদান সামলাতে কম্পোজিট গ্র্যান্ট সমানুপাতিক?

ব্যর্থদের সংখ্যাধিক্যে সেভেন থেকেই গ্যারাজে যাওয়া মুন্না, সেলাইয়ের কারখানায় ওয়াজিদ, ডেলিভারি বয় জয়ন্ত। মায়ের ঠিকাকাজ শেষে সন্ধ্যায় লক্ষ্মীদের হাঁড়ি চড়ে। নিদাঘ দিনযাপনে মিড-ডে মিল, ফ্রি জামা, বইখাতা কতটুকু উপশম? তপোবন সদৃশ শান্তিনিকেতন না হলেও পড়াশোনার জন্য চিলতে শান্তি ঠাসাঠাসি ঠাঁইয়ে দুরাশা। পড়তে গিয়ে ঠোক্কর। ঘরে দেখানোর কেউ নেই। প্রাইভেট টিউশন মহার্ঘ। প্রতিস্বরে যারা গোবরে পদ্মফুলের উদাহরণ দেনেওয়ালারা ভুলে যায় 'ব্যতিক্রম' সাধারণ নয়।

দেশে প্রাথমিকে ও উচ্চপ্রাথমিকে ড্রপআউট দেড় ও তিন শতাংশ। সেকেন্ডারিতে বাংলা জাতীয় গড় ১২ শতাংশকে ছাপিয়েছে। নো ডিটেনশন পলিসির সৌজন্যে পরীক্ষা না দিয়ে উতরানো ও অনুপস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই হলে সংখ্যাবৃদ্ধি নিশ্চিত। এই নেতির অভিযাত্রার ছাপ অকৃতকার্যের পরিসংখ্যানে।

কাগুজে মার্কসকে ভবিষ্যতের অনতিক্রম্য কোষ্ঠীর তকমা দেওয়াটা শুধু অপরাধ নয়, পাপ। সমকাল হাজারো মে আকেলাদের শুধু "আইভ" দেখল, "হুনার" নয়। কোন তুলাযন্ত্রে অকাট্য পর্যবেক্ষণে এরা ব্রাত্য? স্ট্যানফোর্ডের ড্রপআউট মুকেশ আম্বানির কথা ছেড়েই দিলাম, আমির খান, শচীন? আজ জয় গোস্বামীকে কি কাজ করতে বলত? গ্যারাজের কালিঝুলি মেকানিক থেকে যে শোরুমের মালিক, খালাসি থেকে আজ ট্যুর অপারেটর, সবাই ব্যর্থ? সেলুলয়েডের সুনীলের ফাদার ব্রেজনজা ছিল। বাস্তবের খড়কুটো অভাবে পাতুলিয়ার সাগরকে আত্মঘাতী করে।

ছাঁচের পুতুলের কারখানায় নলেজে, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কয়েকটি সাবজেক্টের মূল্যায়নে বাঁধা। সহ পাঠক্রম পাশ-ফেলের প্রশ্নে খোঁটা পয়সা। হাঁকডাকওয়ালা সুটেড-বুটেড স্কুলেও "নন স্কুলিং"-এর পোড়া দাগ। গড্ডলিকায় বিভোর থাকলে স্কুল নিশ্চিতভাবে আগামীতে শুধু রেজিস্ট্রেশন সেন্টার। একজন শিক্ষার্থীর ব্যর্থতাও শুধু স্কুল বা বাড়ি নয়, সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার দায়। ওরাও কলম কিনলে ট্যাক্স দেয়। নভোমণ্ডল ছানবিন করা প্রগতির উচ্চগ্রাম কোলাহলে নতশির অকৃতকার্যদের যন্ত্রণা, ভবিষ্যৎ না ভাবলে আমরাও বালুতে মুখ গোঁজা উটপাখি।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৩৫

পাশাপাশি : ১। ফাঁকি, কূট প্রশ্ন ৩। সূর্য, সপ্তাহের একটি বার ৫। বাজে, অব্যবহার্য, নিকৃষ্ট ৬। সজ্ঞানে, জ্ঞাতসারে ৮। যে মণিরত্ন ও জহরের ব্যবসা করে বা জহর চেনে ১০। প্রভু, কর্তা ১২। মৃত ১৪। পরিমাণ, মাত্রা,দম্ভ, সম্মান, সম্ভ্রম ১৫। বাহুযোদ্ধা, কুস্তিগির, পালোয়ান ১৬। ব্যথা, বেদনা, মমতা, সমবেদনা, করুণা।

উপর-নীচ : ১। ছলচাতুরীতে দক্ষ, কূটকৌশলী ২। ব্যবসায়ী ৪। সকাল, প্রভাত ৭। ঘোল ৯। জগৎ, ভুবন, পৃথিবী, জলপাত্রবিশেষ ১০। সিংহাসন, রাজতখত ১১। একেবারে নষ্ট, বাতিল ১৩। সব, সমস্ত, সম্পূর্ণ।

সমাধান ■ ৪১৩৪

পাশাপাশি : ১। গরাদ ৩। দাগরাজি ৪। গরদ ৫। খানদান ৭। জিউ ১০। নিকি ১২। বয়নামা ১৪। দারক ১৫। হরিহর ১৬। লহর।

উপর-নীচ : ১। গলাবাজি ২। দগড়া ৩। দাদখানি ৬। দাগনি ৮। উপায় ৯। জমাদার ১১। কিমাকার ১৩। নকল।

বিন্দুবিসর্গ

ঘৃণা, হিংসাই শত্রু : মালালা

লন্ডন, ৮ মে : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা কমানোর ডাক দিলেন মালালা ইউসুফজাই। একসময়ে সন্ত্রাসী হামলার শিকার মালালা চান, যাবতীয় বিভেদকামী শক্তিকে দূরে ঠেলে দুই পড়শি দেশ একসঙ্গে চলুক। নোবেলজয়ী পাক শিক্ষা আন্দোলনকর্মী মালালা পহলগামের ঘটনায় তিনি ব্যথিত। তিনি বলেছেন, 'মানুষের শত্রু কোনও মানুষ নয়। মানুষের শত্রু হল ঘৃণা ও হিংসা।'

ব্রিটেনের বার্মিংহামবাসী মালালা ইউসুফজাইয়ের জন্ম পশ্চিম পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ায়। পড়াশোনা করার জন্য তাঁকে জঙ্গিরা গুলি করেছিল। মালালা সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'অসামরিক ব্যক্তিদের বিশেষত শিশুদের রক্ষার্থে ভারত ও পাকিস্তান বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পদক্ষেপ করুক।' সাক্ষাৎকারটি পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন পাক-কন্যা।

পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিহতদের প্রিয়জনদের উদ্দেশে শোকজ্ঞাপন করে মালালা বলেছেন, 'এই কঠিন সময়ে আমি আমার বন্ধু, পরিজন, যাঁরা আমার সঙ্গে কাজ করেন তাঁদের সবার কথা ভাবছি। এই মুহূর্তে দুই পড়শি দেশ যাতে আলোচনা ও কূটনীতির পথে এগোয়, আন্তর্জাতিকভাবে সেই পদক্ষেপ করতে হবে।'

সিঁদুরে মেঘ করাচি স্টক এক্সচেঞ্জে

করাচি, ৮ মে : অপারেশন সিঁদুরের ধাক্কায় ধস পাকিস্তানের শেয়ার বাজারে। বৃহস্পতিবার করাচির পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নামল ৬.৩ শতাংশ। একসময়ে ৭ শতাংশের বেশি নেমে যাওয়ায় লেনদেন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ।

বৃহস্পতিবার বাজার খোলার সময়ে ঊর্ধ্বমুখী ছিল করাচি স্টক এক্সচেঞ্জ। বেলা গড়াতেই সূচক দ্রুতগতিতে নামতে থাকে। বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় কয়েক হাজার কোটি টাকা। ফলে লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে অবশ্য লেনদেন শুরু হয়। আজ নিয়ে পাকিস্তানের শেয়ার বাজার টানা চতুর্থ দিন লোকসানের মুখ দেখল।

লাহোর ছাড়ার নির্দেশ

লাহোর, ৮ মে : দ্রুত লাহোর ছাড়ুন। নয়তো নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন। ভারত-পাক সংঘাতের আবহে নিজের দেশের নাগরিকদের এই নির্দেশ দিল লাহোরে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে লাহোরের কয়েকটি এলাকায় ড্রোন হামলার খবর প্রকাশ্যে আসে। এরপরই লাহোরে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের তরফে এক বিবৃতি জারি করা হয়। সেই বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমেরিকার যে সকল নাগরিক লাহোরে আছেন বা সংঘর্ষ চলছে এমন জায়গায় রয়েছেন, যদি সম্ভব হয় সেই জায়গা ছেড়ে চলে যান, নয়তো নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন।' দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কয়েকটি নম্বরও দেওয়া হয়েছে বিবৃতিতে।

কপ্টার ভেঙে মৃত ৬

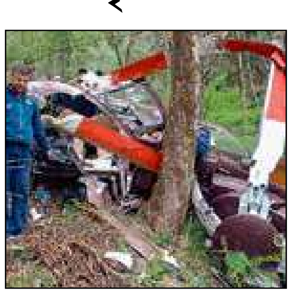

দেরাদুন, ৮ মে : উত্তরকাশীতে পর্যটক সহ ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় পাইলট সহ ৬ যাত্রীর। আহত এক। মৃতরা হলেন, কালা সোনি (৬১), বিজয় রেড্ডি (৫৭), রুচি আগরওয়াল (৫৬), রাধা আগরওয়াল (৭৯), বেদাবতী কুমারী (৪৮) এবং পাইলট রবিন সিং। গুরুতর আহত ভাস্কর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এসডিআরএফ জানিয়েছে, বেসরকারি সংস্থার বিমানটি দেরাদুনের হেলিপ্যাড থেকে ছয় যাত্রী গঙ্গোত্রী ধামে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা ঘটে।

এক কাশ্মীর, দুই ছবি... পাক সেনার গোলাবর্ষণে নিহতের দেহ নিয়ে যাচ্ছেন উরির গ্রামবাসীরা। ডানদিকে, চেনাব নদীতে জল বাড়ায় অবশেষে বাঁধের গেট খুলে দিল ভারত। বাগলিহারে।

আশ্রয়ের খোঁজে সীমান্তের কাশ্মীরিরা

শ্রীনগর, ৮ মে : দেওয়াল জুড়ে গর্ত। ছাদ থেকে সিমেন্টের টুকরো ছিটকে পড়েছে। ফ্যানের একটি ব্লেড নেই, ত্রিভঙ্গ দশা বাকি দুটির। বাসনপত্র ও অন্যান্য গৃহস্থালি জিনিসপত্র ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ে রয়েছে মেঝেতে। ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তের কাছে পুঞ্চ অঞ্চলের একটি বাড়ির চিত্র ঠিক এখন এটাই।

কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির মধ্যে পুঞ্চ অন্যতম, যেখানে গত পক্ষকাল জুড়ে আন্তঃসীমান্ত গোলাগুলি বিনিময়ের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, পহলগামে পর্যটকদের নিশানা করে চালানো হামলার পর গত ১৪ দিন ধরে পাকিস্তান বারবার 'সংঘর্ষ বিরতি' চুক্তি লঙ্ঘন করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। সীমান্তে ভারতীয়দের নিশানা করে পাকিস্তানি সেনার হামলায় বুধবার রাত থেকে মৃত্যু হয়েছে এক জওয়ান সহ ১৬ জনের। যদিও এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি ইসলামাবাদ।

পুঞ্চের স্থানীয় বাসিন্দা মেহতাব দীন বলেন, 'আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে ছিলাম, সেই সময় একটা বিকট বিস্ফোরণ হয়। আমরা সবাই মেঝেতে পড়ে যাই। কাচের টুকরো এসে আমার বুকে আঘাত করে।'

পুঞ্চে বসবাসকারী মোটামুটি ৪০ হাজার জনের বেশিরভাগই

'আমরা কোথায় যাব'

ইতিমধ্যে এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে জানালেন মেহতাব। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনিও চলে যেতে চান কি না। তাঁর জবাবটা কাতর আর্তনাদের মতো শোনাল। তিনি বললেন, 'আমরা কোথায় যাব? আমার একটি ছোট ব্যবসা আছে। সে সব ফেলে রেখে যাই কী করে! তাছাড়া এই বাড়ি আমাদের স্বপ্ন। আমাদের অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।'

প্রায় একই অবস্থা কাশ্মীরের উরি এলাকার। সেখানকার এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, সীমান্তে গোলাবর্ষণ শুরু হলে তাঁরা রাতেই নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন। তাঁর কথায়, 'আমরা গোলাবর্ষণ ও গুলির আশঙ্কায় গত রাতে একটি নিরাপদ জায়গায় চলে যাই... আমরা আগে থেকেই শিশু ও মহিলাদের সেখানে পাঠিয়ে দিই। বাড়িতে যারা ছিল, তারা পিছনের ঘরে লুকিয়ে ছিল গোলাবর্ষণ থেকে বাঁচতে।'

যুদ্ধের আবহে ভারত ও পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গ্রামগুলিতে বসবাসকারী মানুষজনই সীমান্ত সংঘাতের সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী। আতঙ্ক তাদের মধ্যেই তাই সবচেয়ে বেশি।

এদিকে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম থেকে পাকিস্তানের সিনেমা, গান সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে মোদি সরকার।

নিয়ন্ত্রণরেখায় পাক হামলায় নিহত ১৬

শ্রীনগর, ৮ মে : ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পাক বাহিনীর গত ১৪ দিন ধরে একটানা গোলাবর্ষণে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ভারতের সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, পাক বাহিনীর গোলাগুলিতে শহীদ হন এক ভারতীয় জওয়ান এবং প্রাণ হারিয়েছেন ১৫ জন সাধারণ মানুষ। আহত হয়েছেন অন্তত ৫৯ জন।

বিশেষ করে পুঞ্চ, কুপওয়ারা, বারামুলা, উরি ও আখনুর এলাকায় পাকিস্তানি সেনারা ভারী কামান ও মর্টার শেল ছুড়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পুঞ্চ জেলা। সেখানে ১৩ জন সাধারণ মানুষ নিহত ও ৪৪ জন আহত হয়েছেন পাক হামলায়। বুধবার গভীর রাতে ওই পাক হামলায় কুপওয়ারা জেলার কর্নাহ সেক্টর এলাকায় ৫ ফিল্ড রেজিমেন্টের জওয়ান ল্যান্স নায়েক দীনেশ কুমার নিহত হন।

স্বজনহারার কান্না। উরিতে।

একজন সেনাকর্তা জানান, ৭ ও ৮ মে-র মধ্যবর্তী রাতে পাকিস্তানি সেনারা কুপওয়ারা, বারামুলা, উরি এবং আখনুর সেক্টরে হঠাৎ গুলি ও কামান দাগে। ভারতীয় সেনাও এই হামলার পালটা যথাযথ জবাব দেয়।

গোলাবর্ষণের কারণে রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক দলকে পুঞ্চ জেলা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁরা 'ইউনাইটেড নেশনস মিলিটারি অবজার্ভার গ্রুপ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান' (ইউএনএমওজিআইপি)-এর অন্তর্ভুক্ত। উরি ও কর্নাহ সেক্টরেও রাতভর গোলাবর্ষণ হয়েছে। কর্নাহ এলাকায় মাঝরাতে মর্টার হামলা হয়। তবে এখনও পর্যন্ত সেখান থেকে কোনও সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুর খবর মেলেনি। চরম উত্তেজনার প্রেক্ষিতে জম্মু অঞ্চলের সীমান্তবর্তী পাঁচটি জেলার সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বৃহস্পতিবারেও বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

পাক হামলার পালটা দিয়েছে ভারতীয় সেনাও।

শাহবাজে বিরক্ত পাকিস্তানিরা

ইসলামাবাদ, ৮ মে : স্রেফ মুখে মারিতং জগৎ। ভারতের অপারেশন সিঁদুর-এর জবাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেও প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে নিয়ে ক্রমশ বিরক্তি বাড়ছে দেশের সাধারণ মানুষের। তাই ভারতের বিরুদ্ধে বদলার হুংকার দিলেও তাতে পাক জাত্যভিমানের আগুন জ্বালাতে সক্ষম হননি শাহবাজ। উলটে পাকিস্তানের সরকারি টেলিভিশনে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ, একঘেয়ে, ক্লান্তিকর ভাষণ শুনে রীতিমতো হতাশ সেদেশের জনসাধারণ। অনেকেই মনে করেন, শাহবাজ শরিফের ভাষণে প্রমাণিত, তিনি একজন দুর্বল এবং আত্মবিশ্বাসহীন প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে ভারতের যুদ্ধবিমান গুলি করে নামানোর যে দাবি পাকিস্তানের তরফে করা হচ্ছিল, তা প্রমাণ করতে গিয়ে একটি মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে রীতিমতো নাকানিচোবানি খেতে হয়েছে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফকে।

ভারতের অপারেশন সিঁদুরের জবাবে শাহবাজ দাবি করেছেন, ভারত বিরাট ভুল করেছে। প্রতিটি বিন্দু পাকিস্তানি রক্তের বদলা নেওয়া হবে। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর ওই বক্তব্য শুনে দেশের সাধারণ মানুষের রক্ত মোটেই গরম হয়নি। উলটে তাঁর ধীরস্থির ভাষণের বিরোধিতা করে এক পাক নেটিজেন সামাজিকমাধ্যমে কটাক্ষ করেছেন, 'শাহবাজ শরিফের ভাষণের স্পিড দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ওঁর ভাষণ থামবে না।' কটাক্ষ করেছেন আরও অনেকে। একজনের বক্তব্য, 'শাহবাজ আঙ্কল, দ্বিগুণ দ্রুততায় বক্তব্য শুরু করবেন দয়া করে। সব ব্যাপারে আমরা ভাষণ চাই না। দয়া করে মোদ্দা কথায় আসুন।'

শাহবাজকে বিদ্রুপ করে আরও এক পাক নাগরিকের তোপ, 'শাহবাজ শরিফের কথা শুনে মনে হচ্ছে, উনি শুধু এই প্রত্যাঘাতটুকুই দেখাতে চেয়েছিলেন।' দু-বারের প্রধানমন্ত্রী, পঞ্জাব প্রদেশের চারবারের মুখ্যমন্ত্রীকে ভীতু বলেও তোপ দেগেছেন কেউ কেউ। একজন সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'ভারতের হামলা নিয়ে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন অথচ একবারও বললেন না যে, ভারতকে তার কৃতকর্মের মূল্য চোকাতে হবে। অবিশ্বাস্য। অত্যন্ত বিরক্তিকর। এই জন্যই সত্যিকারের নেতাকে দিয়েই দেশ গঠিত হয়। ওপর থেকে বসিয়ে দেওয়া নেতাদের নিয়ে নয়।' পাকিস্তান যে আদৌ হামলার জন্য প্রস্তুত নয়, তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ।

শাহবাজ শরিফ যখন দেশের মানুষের কাছে বিদ্রুপের পাত্র হচ্ছেন, তখন প্রায় একই অবস্থা পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীরও। ভুল তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েন খোয়াজা আসিফ। তিনি সেখানে দাবি করেন, ভারতের যুদ্ধবিমান নাকি গুলি করে মাটিতে নামিয়েছে পাকিস্তান। সেই বিষয়ে তখন তাঁর কাছে প্রমাণ চান ওই মার্কিন সংবাদ চ্যানেলের সঞ্চালিকা। তখনই তাঁর গুজবের ফানুস চুপসে যায়। আসিফ শেষমেশ বলেই ফেলেন যে, 'এসব তো সমাজমাধ্যমে চলছে। আমাদের নয়, ভারতীয় সমাজমাধ্যমে। ওই যুদ্ধবিমানগুলির যাবতীয় ভগ্নাংশ কাশ্মীরেই পড়েছে।' তাতেও হাল ছাড়েননি ওই মার্কিন সঞ্চালিকা। ভারতের রাফাল যুদ্ধবিমান নামাতে চিনা অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে কিনা জানতে চান তিনি। কিন্তু ততক্ষণে প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার ছুতো খুঁজতে শুরু করে দেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

যুদ্ধ জিগির এবার পদ্মাপারেও

ঢাকা, ৮ মে : ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতি বাড়ছে। অপারেশন সিঁদুর আর তারপর পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ড্রোন হামলা চালিয়ে ভারত কল্পনাতীত প্রত্যাঘাতের তীব্রতা ক্রমশ বাড়াচ্ছে। এই অবস্থায় পাকিস্তানের নতুন বন্ধু বাংলাদেশ যুদ্ধ জিগির তৈরি করেছে। বুধবার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড.মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, 'আমি যুদ্ধ পছন্দ করি না। কিন্তু প্রস্তুতি ছাড়া টিকে থাকা যায় না।' নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ইউনূস বুধবার বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বার্ষিক মহড়ার অনুষ্ঠানে ওই কথা বলেন। তিনি সাফ বলেছেন, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রেক্ষাপটে যুদ্ধের জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি অপরিহার্য। ভারত-পাকিস্তানের নাম করে তিনি বলেন, আমাদের আশপাশে যুদ্ধবস্থা বিরাজমান। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত। কাশ্মীর পরিস্থিতি। এসবের মাঝে প্রস্তুতি না নিলে আত্মঘাতী হয়ে উঠবে।' ইউনূসের বার্তা, যুদ্ধের ক্ষেত্রে আধা প্রস্তুতির কোনও সুযোগ নেই। এখানে বিজয়ই একমাত্র সমাধান।'

> আমি যুদ্ধ পছন্দ করি না। কিন্তু প্রস্তুতি ছাড়া টিকে থাকা যায় না।
>
> **মুহাম্মদ ইউনূস**

নতুন পোপ নির্বাচিত

ভ্যাটিকান সিটি, ৮ মে : সিস্টিন চ্যাপেলের চিমনি দিয়ে প্রথমে কালো ধোঁয়া বেরিয়েছিল। তারপর ভারতীয় সময় রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বেরোতে শুরু করল সাদা ধোঁয়া।

সামনের হাজার হাজার জনতা চেঁচিয়ে উঠল আবেগে। শেষ পর্যন্ত নতুন পোপ বাছা হয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত, ঘোষণা হয়নি পোপের নাম। একশো তেত্রিশ জন কার্ডিনাল বেছে নিলেন পোপকে। তা নিয়ে দিনভর উত্তেজনা ছিল।

নতুন পোপ নির্বাচন করতে কনক্লেভে সমবেত হয়েছিলেন কার্ডিনালরা। বুধবার প্রার্থনা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় রোমান ক্যাথলিক ধর্মগুরুদের পোপ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ৯১ বছর বয়সি কার্ডিনাল ডিন জিওভাল্লি বাতিস্তা রে। নয়া পোপের নাম ঘোষণার জন্য বিপুল সংখ্যায় মানুষ এদিন জড়ো হয়েছিলেন। প্রথমে হতাশ হলেও পরের দিকে তাঁরা উল্লাসে মেতে ওঠেন।

পাক জঙ্গিদের ঘাঁটি নিয়ে রানাকে জেরা এনআইএ-র

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ মে : ২৬/১১ মুম্বই হামলার মূল অভিযুক্ত তাহাউর হুসেন রানাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ভারতের এনআইএ। সূত্রের দাবি পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির এবং পহলগাম জঙ্গি হামলার পিছনে থাকা ব্যক্তিদের নাম জানতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই তৎপরতা। রানার বাড়তি পুলিশি হেপাজতের মেয়াদ শেষ হবে ১০ মে, তার আগেই যতটা সম্ভব তথ্য আদায় করার চেষ্টা করছে এনআইএ।

সূত্রের দাবি, তদন্তকারীরা পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার নাম রানার কাছ থেকে জানার আশায় রয়েছেন। বিশেষ করে, লস্কর-ই-তৈবার ওপরে যাঁদের প্রভাব ছিল, তাঁদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মিলতে পারে।

এনআইএ-র এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'আমরা চাইছি পাকিস্তানে এখনও সক্রিয় জঙ্গিঘাঁটি সম্পর্কেও রানার কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে। পহলগাম হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

এর আগেও ২০১০ সালে এনআইএ-র তদন্তকারী দল আমেরিকায় গিয়ে ডেভিড হেডলিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। সে সময় হেডলি জানিয়েছিল, আইএসআই এবং লস্করের যৌথ মদতে করাচি ও নেপালে সক্রিয় দুটি নেটওয়ার্ক পরিচালনা করতেন মেজর আবদুর রেহমান হাশিম সৈয়দ ওরফে 'পাশা'। করাচি অপারেশন পরিচালনা করতেন সজিদ মীর, যিনি মুম্বই হামলায় আইএসআই-এর মূল হ্যান্ডলার হিসেবে পরিচিত।

এনআইএ সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত রানার সহযোগিতায় সন্তুষ্ট তাঁরা। এদিকে রানার আইনজীবী পীযূষ সচদেব জানিয়েছেন, 'রানা তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। ১০ মে তাঁর পুলিশ হেপাজত শেষ হলে তাঁকে তিহার জেলে পাঠানো হবে।'

সুপ্রিম প্রশংসাও জুটেছিল কর্নেল সোফিয়ার

নয়াদিল্লি, ৮ মে : ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আবহে খবরের শিরোনামে কর্নেল সোফিয়া কুরেশি।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর প্রেক্ষিতে সাংবাদিক বৈঠকে সহ-অধিনায়কের ভূমিকায় মিডিয়ার সামনে আসার পর থেকেই কর্নেল সোফিয়া উঠে আসেন সংবাদমাধ্যমের আলোচনায়। এর আগে আরও একবার তিনি আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছিলেন। ২০২০ সালে সেনাবাহিনীতে মহিলা অফিসারদের স্থায়ী কমিশনের অধিকার স্বীকৃতি সংক্রান্ত মামলায় তাঁকেই উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছিল শীর্ষ আদালত।

সেনায় কর্নেল সোফিয়ার কৃতিত্ব এবং সাফল্যের উদাহরণ তুলে ধরে শীর্ষ আদালত বার্তা দিয়েছিল, কেন স্থায়ী কমিশনে মহিলা অফিসারদের নিয়োগ করা উচিত। সেই সময় আদালত জানিয়েছিল, কর্নেল সোফিয়া ২০০৬ সালে কঙ্গোয় রাষ্ট্রসংঘের শান্তিবাহিনীর সামরিক

পর্যবেক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার কৃতিত্বও আছে তাঁর।

ঘটনাচক্রে শীর্ষ আদালতে প্রশংসিত সেই মহিলা অফিসারকেই বুধবার বড় ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। পাকিস্তানের মাটিতে মঙ্গলবার মধ্যরাতে ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর সেই মহিলা অফিসার সোফিয়াকেই সেনার সাংবাদিক বৈঠকে প্রত্যাঘাতের বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। সঙ্গে ছিলেন আরও এক মহিলা অফিসার বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং। 'অপারেশন সিঁদুর' কী ভাবে, কেন করা হল পাকিস্তানের মাটিতে প্রত্যাঘাতের পর বুধবার সেনার সাংবাদিক বৈঠকে তার ব্যাখ্যা দেন কর্নেল সোফিয়া এবং বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা। তার পর থেকেই চর্চায় দুই বাহিনীর এই দুই মহিলা অফিসার। অনেকের মতে, নারীশক্তিকে বার্তা দিতেই সেনার সাংবাদিক বৈঠকে পাকিস্তানে প্রত্যাঘাতের বিষয়টি নিয়ে জানানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কর্নেল সোফিয়া এবং উইং কমান্ডার ব্যোমিকার উপর।

বুধবার সকালে 'অপারেশন সিঁদুর' সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলনে যখন বক্তব্য রাখছিলেন কর্নেল সোফিয়া কুরেশি। তখন টিভির পর্দায় চোখ আটকে গিয়েছিল বৃদ্ধ এক দম্পতির। কর্ণাটকের বেলাগাভি জেলার একটি ছোট গ্রামে টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রেখে বসেছিলেন সোফিয়ার শ্বশুর-শাশুড়ি ঘাউস বাগেওয়াড়ি ও তাঁর স্ত্রী। ঘাউস বাগেওয়াড়ি বলেন, 'টিভির সামনে থেকে নড়তে পারছিলাম না। সেই সময় আমাদের পরিবারের এক গর্বের মুহূর্ত তৈরি হচ্ছিল। বাড়ির মেয়েকে দেখছি ওই ভূমিকায়। আর কী চাই!'

১৯৭৪ সালে গুজরাটের ভদোদরায় জন্ম সোফিয়ার। ১৯৯৭ সালে জৈবরসায়ন নিয়ে স্নাতকোত্তর করেন সোফিয়া।

ধ্বংসস্তূপ

লাহোর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে মুরিদকে-তে ভারতীয় অভিযানে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ভবন। সেখানেই দাঁড়িয়ে এক স্থানীয় বাসিন্দা।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাকিস্তানকে একহাত প্রীতির

লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ৮ মে : সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিতে ভারতের তরফে অপারেশন সিঁদুরের পর দুই পড়শি দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। এই ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিতর্ক হল। তাতে দলমত নির্বিশেষে এমপিরা দুই পড়শি দেশের মধ্যে উত্তেজনা কমাতে কিয়ের স্টারমার সরকারকে অনুরোধ জানালেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ছায়া বিদেশসচিব প্রীতি প্যাটেল কিন্তু ভারতের পক্ষে ব্যাট চালালেন।

পাকিস্তানের জঙ্গি শিবিরগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য ভারতের সিঁদুর অপারেশনকে জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন প্রীতি। বিতর্কে প্রীতির আগুনে বক্তৃতার নির্যাস হল, ভারত ও পশ্চিমী দুনিয়ার স্বার্থে সন্ত্রাসের মোকাবিলায় দিল্লির পাশে থাকতে লন্ডনকে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে।

প্রীতি বলেছেন, 'আমরা অবশ্যই রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সামরিক সংঘাত এড়াতে চাই। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য ভারতের পদক্ষেপ যুক্তিসংগত। সন্ত্রাসের পরিকাঠামো ভেঙে ফেলার অধিকার ভারতের আছে।' ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা প্রশমনের ডাক দিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের তুলোধোনা করে প্রীতি বলেন, 'সন্ত্রাসের ইতিহাসই বলে ভারত তাতে কতটা ভুগছে।' পাকিস্তানই লাদেনকে আশ্রয় দিয়েছিল, বক্তৃতায় সে কথা মনে করিয়ে দেন প্রীতি।

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি ফিলমেন ইয়ং বুধবার জানিয়েছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির বিষয়ে তিনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। জানিয়েছেন, আলোচনা ও কূটনৈতিক পথে বিতর্কের অবসান হতে পারে। তিনি উভয়পক্ষকে অবিলম্বে সংযম দেখানোর আর্জি জানিয়েছেন। ভারত যেখানে অভিযান চালিয়েছে, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সেই জায়গায় গতকাল পৌঁছে গিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের টিম।

সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টা, গুলিতে মৃত্যু পাকিস্তানির

চণ্ডীগড়, ৮ মে : পাকিস্তানকে আরও প্রত্যাঘাত দিতে 'অপারেশন সিঁদুর' অব্যাহত রাখা হয়েছে। পঞ্জাব, রাজস্থান সীমান্তে চলছে হাই অ্যালার্ট। বাতিল হয়েছে পুলিশের ছুটি। বাড়তি সতর্কতার মধ্যেও ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করতে গিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হল এক পাক নাগরিকের।

বৃহস্পতিবার পাকিস্তান থেকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল ওই পাক নাগরিক। বিএসএফ-এর বিবৃতি অনুযায়ী, অন্ধকারের মধ্যে পঞ্জাবের ফিরোজপুর সেক্টরের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরোনোর সময় ওই ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানায় বিএসএফ। তাকে সামনে এগোতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু সে তা ভ্রূক্ষেপ না করে কাঁটাতারের দিকে এগিয়ে যায়। তাকে আর এগোতে সুযোগ দেয়নি বিএসএফ। গুলি চালায়।

ভারত-পাক সীমান্তে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলছে। রবিবার পঞ্জাবের গুরদাসপুরে মহম্মদ হুসেন নামে এক পাকিস্তানিকে বিএসএফ আটক করে। বর্তমানে সে পঞ্জাব পুলিশের হেপাজতে। রাজস্থান সীমান্তে আটক পাক রেঞ্জারকে এখনও জিজ্ঞাসাবাদ করা চলছে।

এগিয়েও পিছোল রিলায়েন্স

'সিঁদুর' ট্রেডমার্ক চেয়ে আবেদন চার সংস্থার

নয়াদিল্লি, ৮ মে : পাকিস্তানে ভারতীয় সেনা অভিযান 'অপারেশন সিঁদুর'-এর ট্রেডমার্ক চেয়ে বুধবার আবেদন করেছিল মুকেশ আম্বানির সংস্থা রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই বৃহস্পতিবার প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে তারা জানিয়ে দিল, ওই আবেদন প্রত্যাহার করা হয়েছে।

কারণ হিসাবে সংস্থা জানিয়েছে, 'রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের একটি ইউনিট জিও স্টুডিওজ। তার একজন অধস্তন কর্মীর অসাবধানতায় এই আবেদন দাখিল হয়েছিল। তারপর তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।'

রিলায়েন্স এ-ও জানিয়েছে, 'অপারেশন সিঁদুর' নামটি সারা দেশের গৌরবের, ভারতের বীরত্বের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে। তার ট্রেডমার্ক নেওয়ার কোনও ইচ্ছা তাদের নেই। প্রেস বিবৃতিতে এ-ও লেখা হয়েছে, 'সমগ্র রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি সরকার তথা ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষে রয়েছে।'

পহলগাম হামলার ১৫ দিনের মাথায় পাকিস্তানে প্রত্যাঘাত হেনেছে ভারতীয় সেনা। অভিযানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই 'অপারেশন সিঁদুর' শব্দবন্ধের ট্রেডমার্ক চেয়ে চার-চারটি আবেদন জমা পড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রকে। মন্ত্রকের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, বুধবার সকাল ১০টা ৪২ মিনিটে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর ট্রেডমার্ক পাওয়ার জন্য প্রথম আবেদন করেছিল মুকেশ আম্বানির সংস্থা।

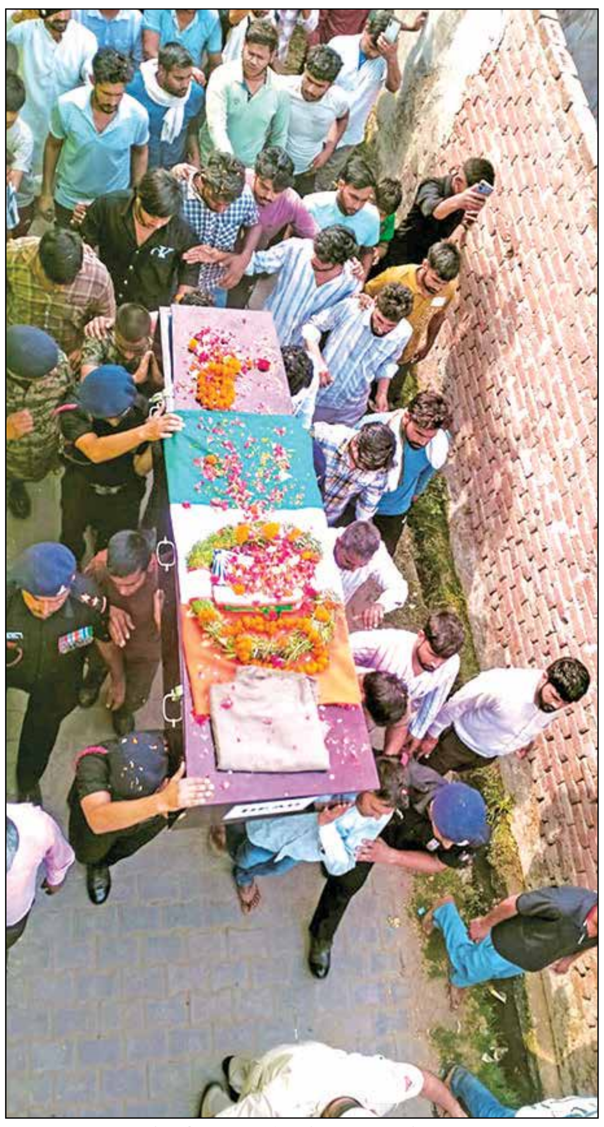

শহিদ দীনেশ শর্মার অন্তিম যাত্রা। হরিয়ানায়।

দীনেশ শর্মা

মিশনে যাচ্ছি, অন্তিম বার্তা ল্যান্সনায়েক দীনেশের

নয়াদিল্লি, ৮ মে : মঙ্গলবার মধ্যরাতে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাক ভূখণ্ডে প্রত্যাঘাত করে ভারত। সেই প্রত্যাঘাতের পরই জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ, রাজৌরি, আখনুর এবং বারামুলায় নিয়ন্ত্রণরেখায় গোলাবর্ষণ করে পাক বাহিনী। নিহত হন ১৬ জন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ল্যান্স নায়েক দীনেশ শর্মা। পুঞ্চে সেনার এফডি রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন তিনি। নিয়ন্ত্রণরেখায় পাকিস্তান টানা সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করায় সেখানে মোতায়েন করা হয়েছিল ৫ এফডি রেজিমেন্টের জওয়ানদের। সেই দলে ছিলেন দীনেশ। পাকিস্তানের ছোড়া গোলায় জখম হন তিনি। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তাঁর।

দীনেশের বন্ধু প্রদীপ বলেন, '৬ মে রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ দীনেশকে ফোন করেছিলাম। ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা হয়েছিল। তখনই আমাকে বলেছিল, 'মিশনে যাচ্ছি। যা হবে সব খবরাখবর দেব।' তারপর আরও কয়েকবার প্রদীপের সঙ্গে দীনেশের কথা হয়। বুধবার সকালে প্রদীপ দীনেশকে ফোন করলে অন্য একজন ফোন ধরে বলেন, দীনেশ আহত। এর কিছু বাদেই মৃত্যু সংবাদ আসে দীনেশের।

দীনেশরা পাঁচ ভাই। বাবা দয়ানন্দ শর্মা জানিয়েছেন, পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে দীনেশ সবার বড়। দীনেশের আরও দুই ভাই সেনায় কর্মরত। তাঁর তুতোভাইও সেনার মেডিকেল বিভাগে কাজ করেন। সেই তুতোভাই জানিয়েছেন, দীনেশের আট বছরের দুই সন্তান রয়েছে। তাঁর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখায় লাগাতার গোলাবর্ষণ করছে পাকিস্তান। পালটা জবাব দিচ্ছে ভারতীয় সেনাও। টানা সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে নিয়ন্ত্রণরেখা লাগোয়া এলাকাগুলি লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করছে পাকিস্তানি সেনা।

গগনযান ফেলে বায়ুসেনার দায়িত্বে নভশ্চর

নয়াদিল্লি, ৮ মে : সীমান্তে যুদ্ধ পরিস্থিতি! তাই সবার আগে দেশ। পরিস্থিতি মাথায় রেখে 'গগনযান মিশন'-এর প্রস্তুতি থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হল ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন অজিত কৃষ্ণানকে। বর্তমানে তিনি দিল্লির গ্লোবাল স্পেস এক্সপ্লোরেশন কনফারেন্সে ছিলেন। সেখানে ফোন করে তাঁকে সেনার ডিউটিতে ফেরার কথা জানানো হয়েছে।

কৃষ্ণান জানান, 'বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ভারতীয় বায়ুসেনা আমাকে ফিরে আসতে বলেছে।' যা দেখে মনে করা হচ্ছে, সীমান্তে সংঘর্ষের আবহে ভারতীয় বায়ুসেনার বড় কিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে। আর তাই নিজেদের অভিজ্ঞ আধিকারিকদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজে ফিরতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২০০৩ সালে ভারতীয় সেনায় যোগ দিয়েছিলেন অজিত। ফ্লাইং ইনস্ট্রাক্টরের পাশাপাশি যুদ্ধবিমানের চালক ছিলেন। ২ হাজার ৯০০ ঘণ্টা একাধিক যুদ্ধবিমান ওড়ানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। এর মধ্যে যেমন রয়েছে এসইউ-৩০ এমকেআই, মিগ-২৯ ইত্যাদি।

২০২৭ সালের শুরুর দিকে গগনযান মিশনের প্রথম মানব অভিযানের পরিকল্পনা রয়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর। তিন সদস্যের এই মহাকাশযাত্রায় তাঁরা তিনদিন পৃথিবীর কাছের কক্ষপথে থাকবেন এবং তারপর নিরাপদে ফিরবেন।

শান্তির খোঁজে আসরে নামল সৌদি ও ইরান

আক্রমণ হলেই পাককে যোগ্য জবাব : জয়শংকর

ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে এস জয়শংকর। বৃহস্পতিবার।

নয়াদিল্লি, ৮ মে : পহলগামে পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার একপক্ষকালের মধ্যে পালটা জবাবে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ক্ষেপণাস্ত্র হানা চালিয়ে জঙ্গিশিবির গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারত। অপারেশন সিঁদুর অব্যাহত। এই আবহে আচমকা ভারতে এলেন সৌদি আরবের জুনিয়ার বিদেশমন্ত্রী আদেল আলজুবেইর। এক অঘোষিত সফরে বুধবার গভীর রাতে তিনি নয়াদিল্লিতে এসে পৌঁছোন।

ভারত ও ইরানের মধ্যে ২০তম যৌথ কমিশনের বৈঠকে যোগ দিতে প্রতিনিধি দল সহ নয়াদিল্লিতে এসেছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা মাঝরাতে এদেশে পৌঁছোন।

বৃহস্পতিবার ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে বৈঠকে পাকিস্তান সম্পর্কে ভারতের মনোভাব স্পষ্ট করে মন্ত্রী এস জয়শংকর বলেছেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনা বাড়াতে নয়াদিল্লি আগ্রহী নয়। কিন্তু পাকিস্তান আক্রমণ হানলে ভারত তার যোগ্য জবাব দেবে।'

পহলগামের ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের উপযুক্ত জবাব দিতে ভারতের ব্যস্ততা চলাকালীন সৌদি আরব ও ইরানের মন্ত্রীরা ভারতে এসেছেন। ইরানের বিদেশমন্ত্রীর কাছে বিষয়টির উল্লেখ করে জয়শংকর বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের আঘাত আমাদের বাধ্য করেছে সীমান্তপারের জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিতে। আমরা বেছে বেছে প্রত্যাঘাত করেছি।' তিনি এও বলেন, 'আপনারা আমাদের প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী। পরিস্থিতি সম্যকভাবে জানা আপনাদের দরকার।'

ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আগে সৌদির জুনিয়ার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সময়ই জয়শংকর জানান, ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি হল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই।

ক্ষতচিহ্ন

সীমান্তবর্তী গ্রাম কাশ্মীরের সুচেতগড় থেকে ট্র্যাক্টর ট্রলিতে করে অন্যত্র যাচ্ছেন গ্রামবাসী (ওপরে)। পাকিস্তানি গোলাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এক মহিলা। উরির সালামাবাদে।

খতম মাসুদের ভাই

নয়াদিল্লি, ৮ মে : ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযানে নিহত হয়েছে কান্দাহার বিমান অপহরণ কাণ্ডে জড়িত কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী আব্দুল রউফ আজহার। জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহারের ভাই রউফ।

মঙ্গলবার গভীর রাতে পঞ্জাবের বাহাওয়ালপুর ও মুরিদকেতে ভারতীয় সেনা হামলা চালিয়ে জইশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈবার সদর দপ্তর ধ্বংস করে। এই দুই জঙ্গি সংগঠন বহু বছর ধরে ভারতে সন্ত্রাস চালিয়ে এসেছে। বাহাওয়ালপুরের হামলায় মাসুদ আজহারের পরিবারের ১০ সদস্য নিহত হন, যার মধ্যে রয়েছেন তার বোন এবং ভগ্নীপতিও। রাষ্ট্রসংঘের ঘোষিত আন্তর্জাতিক জঙ্গি মাসুদ আজহারের ভাই রউফ আজহারও হামলায় নিহত হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এই আব্দুল রউফ আজহারই ১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর কাঠমান্ডু থেকে দিল্লিগামী ভারতীয় যাত্রীবাহী আইসি-৮১৪ বিমান ছিনতাইয়ের প্রধান মাথা ছিল। বিমান অপহরণ করে যাত্রীদের পণবন্দি করা হয়েছিল সেই সময় ভারতের জেলে বন্দি তিন পাক জঙ্গি নেতা মাসুদ আজহার, আহমেদ ওমর সৈয়দ শেখ এবং মুস্তাক আহমেদ জারগরের মুক্তির দাবিতে। ওই বিমানে মোট ১৭৯ জন যাত্রী এবং ১১ জন বিমানকর্মী ছিলেন। অমৃতসর, লাহোর এবং দুবাই হয়ে অবশেষে বিমানটি আফগানিস্তানের কান্দাহারে নামানো হয়। অপহরণকারীদের সঙ্গে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের দরকষাকষির মধ্যেই রুপিন কাটিয়াল নামে এক যাত্রীকে নির্মমভাবে হত্যা করে জঙ্গিরা। বাকি যাত্রীদের প্রাণের বিনিময়ে অবশেষে মাসুদ সহ তিন জঙ্গি নেতাকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্ত ওমর শেখ পরে অপহরণ ও হত্যা করে আমেরিকান-ইহুদি সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্লকে। ড্যানিয়েল পার্লের এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ২০০২ সালে গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

কান্দাহার বিমান অপহরণ কাণ্ডের পরই জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) গঠন করে ভারতে নাশকতা শুরু করে মাসুদ আজহার। এই সংগঠন ২০০১ সালে সংসদে হামলা সহ একাধিক নাশকতা চালিয়েছে এই উপমহাদেশে। ২০০১ সালে পাকিস্তানে জেইএম নিষিদ্ধ হলেও তাদের কাজকর্ম বন্ধ হয়নি কখনই।

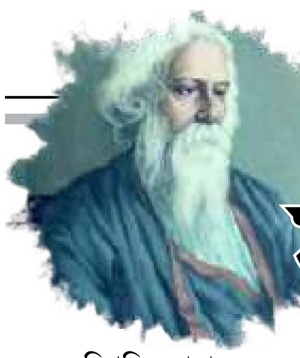

সহস্র কণ্ঠে স্মরণের প্রস্তুতি

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৮ মে : গতবছর ব্যতিক্রমী এক রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান ‘সহস্র কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ’ অনুষ্ঠিত হয়েছিল মাথাভাঙ্গা শহরে। গতবছরই ছিল এই অভিনব রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানের প্রথম বর্ষ। গতবছরের সেই অনুষ্ঠান সাড়া ফেলেছিল মাথাভাঙ্গা শহর ছাড়িয়ে মহকুমার বাইরেও। এবছর এটিম মাঠে অনুষ্ঠিত হবে ‘সহস্র কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ’ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় বর্ষ।

সহস্র কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠান মূলত সমবেত রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান। গতবছর চার শতাধিক বিভিন্ন বয়সি সংগীতশিল্পীর সমবেত সংগীতে মুখরিত হয়েছিল গোটা এলাকা। হে নূতন দেখা দিক... সহ পাঁচটি জনপ্রিয় সমবেত রবীন্দ্রসংগীতে মুগ্ধ হয়েছিলেন কয়েক হাজার শ্রোতা। তাঁরাও গলা মিলিয়ে ছিলেন সেই গানে। এবছরও ওই অনুষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মাথাভাঙ্গা শহরবাসী।

কর্মসূচির অন্যতম উদ্যোক্তা সংগীতশিল্পী শুভাশিস পাল বলেন, ‘গতবছর ৪ শতাধিক সংগীতশিল্পী কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান অত্যন্ত সফল হওয়ায় এবছর শিল্পীর সংখ্যা বেড়ে সাড়ে সাতশো হয়েছে। মাথাভাঙ্গা শহর এবং শহরতলি ছাড়াও জলপাইগুড়ি, শীতলকুচি, গোঁসাইরহাট, রানিরহাট, জামালদহ প্রভৃতি স্থানের শিল্পীরা সহস্র কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ কর্মসূচিতে গান গাইবেন।’

মাসখানেক আগে থেকেই বিভিন্ন স্থানে গানের মহড়া শুরু হয়েছে। এরপর মাথাভাঙ্গা গার্লস হাইস্কুল প্রাঙ্গণে সমবেত মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত মহড়া অনুষ্ঠিত হল এটিম মাঠে। শহরের বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রঞ্জন কাহালি বলেন, ‘এবছর সহস্র কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানে গানের সংখ্যা গতবছরের তুলনায় বেড়েছে। গতবছর পাঁচটি সমবেত রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিলেন শিল্পীরা। এবছর তা বেড়ে ৮টি হয়েছে। সংগীতের পাশাপাশি দুটি আবৃত্তি অনুষ্ঠানসূচিতে যোগ হয়েছে।’

মানসাই ও সুটুঙ্গা নদীঘেরা ছোট্ট একটি শহর মাথাভাঙ্গায় ‘সহস্র কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ’-এর দ্বিতীয় বর্ষের অনুষ্ঠানের অপেক্ষা শেষ। রাত পোহালেই কবিগুরুর গান আনন্দলোক থেকে মঙ্গলালোকে ছড়িয়ে যাবে।

ব্যাপক উদ্দীপনা

- এবছর এটিম মাঠে ‘সহস্র কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ’ অনুষ্ঠানে গান গাইবেন সাড়ে সাতশোজন শিল্পী
- অনুষ্ঠানে জলপাইগুড়ি, শীতলকুচি, রানিরহাট, জামালদহের শিল্পীরাও আছেন
- মাসখানেক আগে থেকে মহড়া চলছে, মাথাভাঙ্গা গার্লস হাইস্কুলে হয়েছে সমবেত মহড়া
- বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গার এটিম মাঠে চূড়ান্ত মহড়ায় ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা যায়

মাথাভাঙ্গার এটিম মাঠে ‘সহস্র কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ’ অনুষ্ঠানের মহড়া।

আজ শহরে

- কোচবিহার দেবীবাড়ি অ্যাথলেটিক ক্লাবের উদ্যোগে ক্লাব প্রাঙ্গণে সন্ধ্যায় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন।
- কোচবিহার প্রেস ক্লাবে সকাল ১০টা থেকে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন।
- তুফানগঞ্জ আড্ডার মুখের উদ্যোগে সকাল ১১টায় লম্বাপাড়া কর্মচারী ভবনে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
- দিনহাটায় আর্টিস্ট ফোরামের উদ্যোগে শহিদ হেমন্ত বসু কর্নারে সকালে প্রভাতফেরি, সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
- দিনহাটায় আর্ট হোমের উদ্যোগে অঙ্কন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গিতালদহ হাইস্কুলে।
- বিদ্যাসাগর দ্বিশততম জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে সকালে দিনহাটা বিদ্যাসাগর মোড়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
- সকাল ৭টায় মেখলিগঞ্জ রবীন্দ্র জন্মোৎসব কমিটির দুইদিনের অনুষ্ঠান শুরু বোর্ডিং ময়দানে।
- বিকাল ৪টায় মাথাভাঙ্গা শহরের এটিম মাঠে ‘সহস্র কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ’ অনুষ্ঠান।
- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের কোচবিহার জেলা কমিটির উদ্যোগে সকাল ১০টা থেকে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিসে রক্তদান শিবির।

গরমে কোচবিহারে এক ডাবে জোড়া চুমুক। বৃহস্পতিবার। -অপর্ণা গুহ রায়

ক্যারিব্যাগ অভিযান

কোচবিহার, ৮ মে : নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করতে বৃহস্পতিবার সকালে যৌথভাবে অভিযান চালাল প্রশাসন এবং পুরসভা। এদিন সাগরদিঘি চত্বরে থাকা দুধ, রুটি, ফলের দোকানে অভিযান চালিয়ে মোট ৭ কেজি প্লাস্টিক বাজেয়াপ্ত হয়। মহকুমা শাসক বলেছেন, ‘লাগাতার শহরের বাজার, গালামালের দোকান থেকে শুরু করে সর্বত্রই অভিযান চালানো হবে।’ অভিযানের পর ঘণ্টাখানেকও পার হয়নি। সকাল ১১টা নাগাদ ভবানীগঞ্জ বাজারে গিয়ে দেখা গেল, মাছ ও সবজির দোকানগুলিতে দেদারে চলছে প্লাস্টিকের ব্যবহার।

বিষয়টি নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ‘বিগত তিন বছর ধরে মানুষকে সচেতন করলেও কেউই এবিষয়ে সচেতন হচ্ছেন না। এবার প্লাস্টিক বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে পরবর্তীতে জরিমানা করা হবে।’

পড়ুয়া টানতে খেলা

কোচবিহার, ৮ মে : কলেজে আসতে চাইছে না পড়ুয়ারা। উপস্থিতির হার ঠেকেছে ৫০ শতাংশে। পড়ুয়াদের কলেজমুখী করতে আন্তঃবিভাগীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ভাবনা গুঞ্জবাড়ির ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজ কর্তৃপক্ষের। শুক্রবার শুরু হবে এই প্রতিযোগিতা। চলবে সপ্তাহভর।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক রফিকউজ্জামান বলেন, ‘পড়ুয়াদের কলেজমুখী করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে মেয়েদের জন্যও খেলার আয়োজন করা হবে।’

জেলায় একমাত্র এই কলেজটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। ১৩০০ জন পড়ুয়া রয়েছে। কিন্তু দিনের পর দিন উপস্থিতির হার কমছে। উদ্বিগ্ন অধ্যাপকরা। তাঁরা জানালেন, করোনার আগে কলেজ এতটা ফাঁকা থাকত না। অধিকাংশ পড়ুয়া এখন নিয়মিত ক্লাসে আসে না। কলেজের ক্লাসের প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথমবার ক্রিকেট খেলার আয়োজন করায় পড়ুয়ারাও খুশি।

ঠেক ভাঙল পুলিশ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৮ মে : বাঁধের রাস্তার পাশে টিনের চাল দিয়ে ঘিরে ঘর তৈরি করা হয়েছিল। সেই ঘরের ভিতরেই নেশার আসর বসত। শুধু তাই নয়, নেশার কারবার হত সেখান থেকেই। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় খোদ পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিশাল বাহিনী গিয়ে নেশার ঠেক ভেঙে দেয়। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেছেন, ‘মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের তরফে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে।’

বাঁধের রাস্তার পাশে দীর্ঘদিন ধরেই নেশার কারবার চলে বলে অভিযোগ। টাকাগাছ, রাজাবাজার, দর্জিপাড়া, উত্তর টাকাগাছ, শুনশুনি বাজারকে কেন্দ্র করে গাঁজা, ব্রাউন সুগারের মতো মাদকের ব্যবসা চলে। কিশোর ও তরুণরা এই কারবারে জড়িয়ে পড়ছে। এর আগেও ব্রাউন সুগার পাচারের ঘটনায় ওই সমস্ত এলাকার একাধিক অভিযুক্তকে ধরা হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা অভিযানে নামেন। নেশার ঠেক ভাঙার পাশাপাশি বেশ কিছু জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়।

এলাকার মাদকের কারবার বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলে গত রবিবার উত্তর টাকাগাছের বাসিন্দারা একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। গ্রামবাসী একজোট হয়ে নেশার ঘটনার প্রতিবাদ জানান। পুলিশের কাছেও তারা অভিযোগ করেছিলেন। শুধু বাঁধের রাস্তার পাশেই নয়, জনবহুল এলাকাতেও বিভিন্ন আবাসন, মাঠে নেশার আসর বসে বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। সেখানে সমাজবিরোধীদের আড্ডা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নিয়মিত পুলিশি অভিযানের দাবি উঠেছে।

চা পাতা মাপতে লাইনে শ্রমিকরা।। *বৃহস্পতিবার অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।*

বিহারে ধৃত ৪ চিনার পাক-যোগ

বাগডোগরা বিমানবন্দরে কড়া সতর্কতা

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার ও খোকন সাহা

কিশনগঞ্জ ও বাগডোগরা, ৮ মে : অপারেশন সিঁদুরের মধ্যেই ভারতে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে ধরা পড়ল ৪ চিনা নাগরিক। বিহারের ভারত-নেপাল সীমান্তের রকসোল মৈত্রী সেতুর উপর থেকে ওই ৪ চিনা নাগরিককে গ্রেপ্তার করে এসএসবি। তাদের সঙ্গে পাক-যোগ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। ধৃতদের মোবাইল ফোনের কল লিস্ট ঘেঁটে পাকিস্তানের বেশ কিছু মোবাইল নম্বর পাওয়া গিয়েছে। অপারেশন সিঁদুর-এ 'বিষদাঁত' ভাঙলেও পাকিস্তান যে 'ছোবল' দেওয়ার চেষ্টা করবে, সেই আশঙ্কা থেকে কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে গোটা বাগডোগরা বিমানবন্দর এলাকাতেও।

ডেন বিজোন, লি উনাঘাই, হি কিউ হেনসেন ও হুবগাং লিভিং নামে ওই চিনা নাগরিকরা চারটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। তারা শুধু মান্দারিন ও ইংরেজিই নয়, হিন্দি ও নেপালিতেও কথা বলতে পারে। পুলিশি জেরার মুখে তারা বারবার নিজেদের বয়ান বদলাচ্ছে। ধৃতরা সবাই চিনের হুনান প্রদেশের বাসিন্দা। বুধবার রাতে ধৃতদের বিহারের মোতিহারী থানার পুলিশের হেপাজতে তুলে দেয় এসএসবি। তদন্তকারীদের অনুমান, ধৃত চিনা নাগরিকদের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগ রয়েছে। অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত-নেপাল সীমান্তে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ভারতে অবৈধভাবে চার চিনা নাগরিকের ঢোকার চেষ্টায় উদ্বিগ্ন প্রশাসনও। ৪ চিনা নাগরিককে পুলিশ, এসএসবি ও গোয়েন্দা সংস্থা গোপন স্থানে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। জেরায় জানা গিয়েছে, রকসৌলের মৈত্রী সেতুর উপর থেকে মোবাইলে পাকিস্তানের এক তরুণের সঙ্গে কথা বলেছিল ডেন, লি, হি ও হুবগাং। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ওই চার চিনা নাগরিক নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে ছিল। কিন্তু তারা কেন হঠাৎ ভারতে অনুপ্রবেশ করল, তা ভাবাচ্ছে তদন্তকারী দলকে।

পূর্ব চম্পারনের (মোতিহারী) পুলিশ সুপার স্বর্ণ প্রভাত জানিয়েছেন, নেপাল থেকে হেঁটে ভারতে ঢুকেছিল ওই চার চিনা নাগরিক। ধৃতদের হেপাজত থেকে ৮০০০ চিনা নোট, চারটি পাসপোর্ট, চারটি মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। মোতিহারী জেলার হরেইয়া থানার আইসি কিশনকুমার পাসোয়ান বলেন, 'ধৃতদের বিভিন্ন এজেন্সি ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করছে। বিনা ভিসায় তারা কেন ভারতে অনুপ্রবেশ করছিল, তাদের কী উদ্দেশ্য ছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে। আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে মোতিহারী সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হবে। ২০২১ সালেও উত্তরবঙ্গের মালদা সীমান্ত দিয়েও ভারতে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল এক চিনা নাগরিক। হুন জুনওয়েই নামে ওই চিনা নাগরিক যে চিনা চর, সেবিষয়ে নিশ্চিত পুলিশ।

পহলগামের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরই সকলের অগোচরে বাগডোগরায় বায়ুসেনায় ব্যস্ততা বেড়ে যায়। অপারেশন সিঁদুরের পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় সেই ব্যস্ততা বেড়ে গিয়েছে কয়েকগুণ। এখানকার বায়ুসেনা বিমানঘাঁটি এবং সামরিক বিভাগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই সামরিক বিভাগের কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। যাঁরা ছুটিতে ছিলেন, তাঁদের ছুটি বাতিল করে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার বায়ুসেনা এবং স্থলসেনা যৌথভাবে একটি বৈঠক করে বাগডোগরা বায়ুসেনার অর্জুনপথ গেট সংলগ্ন অডিটোরিয়ামে। বৈঠকে পুলিশ, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি এবং সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের ডাকা হয়। কোনও অচেনা লোক দেখলে বা গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে বাসিন্দারা যাতে বিষয়টি পুলিশের নজরে আনেন, সেই অনুরোধ করা হয় সামরিক বাহিনীর তরফে।

তবে বিমান চলাচলে কোনও প্রভাব পড়েনি। বাগডোগরা বিমানবন্দরের সিনিয়ার জেনারেল ম্যানেজার সুভাষচন্দ্র বসাক বলেন, 'প্রতিদিন গড়ে ৩৪টি বিমান বাগডোগরা থেকে চলাচল করছে।'

বাগডোগরায় বিমানবন্দর চত্বর স্বাভাবিক।

> প্রতিদিন গড়ে ৩৪টি বিমান বাগডোগরা থেকে চলাচল করছে।
>
> সুভাষচন্দ্র বসাক, সিনিয়ার জেনারেল ম্যানেজার, বাগডোগরা বিমানবন্দর

নজরদারি শুরু

ডেন বিজোন, লি উনাঘাই, হি কিউ হেনসেন ও হুবগাং লিভিং নামে ৪ চিনা গ্রেপ্তার

ধৃতদের হেপাজত থেকে ৮০০০ চিনা নোট, চারটি পাসপোর্ট, চারটি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে

ধৃতদের কল লিস্ট ঘেঁটে পাকিস্তানের বেশ কিছু মোবাইল নম্বর মিলেছে

রকসৌলের মৈত্রী সেতুর উপর থেকে মোবাইলে পাকিস্তানের এক তরুণের সঙ্গে কথা বলেছিল তারা

বাংলাদেশ সীমান্তে নজর

সানি সরকার ও দীপেন রায়

শিলিগুড়ি ও মেখলিগঞ্জ, ৮ মে : ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের উত্তেজনার আঁচ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তেও। উত্তরবঙ্গে এখনও দুই দেশের সীমারেখায় কিলোমিটারের পর কিলোমিটার উন্মুক্ত রয়েছে। যা বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার দিক দিয়ে যথেষ্টই উদ্বেগের কারণ। এই ফাঁক গলেই বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ভারতে পাক জঙ্গিরা প্রবেশ করতে পারে বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির আশঙ্কা। পরিস্থিতি যখন এমন, তখন বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ সফরে এলেন বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় এডিজি মহেশকুমার আগরওয়াল। এদিন প্রথমে তিনি নর্থবেঙ্গল ফন্টিয়ারের সদর কার্যালয় কদমতলায় উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক করেন। ওই বৈঠকটিতে বর্তমান পরিস্থিতি, আশঙ্কার কারণগুলি, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোন ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে, এমন নানান বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনবিঘা করিডর পরিদর্শনের পাশাপাশি সেখানকার পরিস্থিতি নিয়েও আলাদাভাবে তিনি আলোচনা করেছেন বলে বিএসএফ সূত্রে খবর।

পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রেক্ষিতে অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে পাকিস্তানকে কড়া প্রত্যুত্তর দিয়েছে ভারতীয় সেনা। ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদের সম্পর্ক আরও তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। সবমিলিয়ে যুদ্ধের আবহ। এমন পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তেও। যা স্পষ্ট বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় এডিজির ঝটিকা সফরে।

একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, কদমতলার বৈঠকে ভারতীয় সেনার হামলার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের প্রত্যাঘাতের সম্ভাবনার নানান দিক নিয়ে আলোচনা হয়। পাকিস্তান বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করতে পারে বলেও ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা কেন্দ্রকে রিপোর্ট দিয়েছে। ফলে এমন পরিস্থিতিতে কী কী করতে হবে, সেই নির্দেশ দিয়েছেন এডিজি।

নাইট ভিশন ড্রোন ক্যামেরা, উন্নতমানের সিসিটিভি ও অন্যান্য নজরদারি সরঞ্জাম দিয়ে দিনরাত সীমান্তে নজরদারি রাখা হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরেই। কোথায় কী ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে, তা এডিজিকে বিশদে জানান নর্থবেঙ্গল ফন্ট্রিয়ারের আইজি মুকেশ ত্যাগী। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, তিস্তা, মহানন্দার মতো নদীগুলির ওপর বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এডিজি।

এদিন শিলিগুড়ির কদমতলায় বৈঠকের পরই এডিজি বিএসএফের হেলিকপ্টারে পৌঁছান তিনবিঘায়। ভীম সীমাচৌকিতে বিএসএফ জওয়ান ও আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘসময় বৈঠক করেন তিনি। কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের প্রায় ১৮ কিলোমিটার উন্মুক্ত সীমান্ত বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব পায়। গুরুত্ব পেয়েছে সীমান্তের চোরাচালান কারবারও।

যে কোনও মূল্যে চোরাচালান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন

ঝটিকা সফরে বিএসএফের এডিজি

এডিজি। তবে এডিজির এদিনের সফর বা বৈঠক নিয়ে বিএসএফের কোনও শীর্ষকর্তাই মুখ খোলেননি। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে, দায়িত্ব নেওয়ার পর এডিজি মহেশকুমার আগরওয়ালের এটাই প্রথম উত্তরবঙ্গ সফর। বৈঠকটি রুটিন পর্যায়ের।

অন্যদিকে, সীমান্ত এলাকায় সাম্প্রতিক উত্তেজনা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। সম্প্রতি কোচবিহারের শীতলকুচি সীমান্তে এক ভারতীয় কৃষককে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা টেনে নিয়ে যায়। যা নিয়ে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয়দের মধ্যে। এই প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার বিকেলে ছোট কুচলিবাড়ি গ্রামে বিএসএফ ও পুলিশের তরফে যৌথ সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জ সার্কেলের ইনস্পেক্টর ভাস্কর প্রধান, কুচলিবাড়ি থানার ওসি ভাস্কর রায় এবং বিএসএফের বিআরকে বাড়ি সীমাচৌকির আধিকারিকরা। ছিলেন জনপ্রতিনিধিরা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সীমান্তে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে, তা বুঝিয়ে দেন প্রশাসনিক কর্তারা। সীমান্তবর্তী গ্রামে চলাচল সংক্রান্ত বেশ কিছু নতুন নির্দেশিকাও জারি করা হয়।

নয়া স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা ইন্দ্রজিৎ

শিলিগুড়ি, ৮ মে : রাজ্যের নতুন স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা হলেন অধ্যাপক ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা। তিনি বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ পদে রয়েছেন। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ভবন বিজ্ঞপ্তি জারি করে দ্রুত তাঁকে স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তার (ডিএমই) দায়িত্ব নিতে বলেছে। তবে, তাঁর জায়গায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের অধ্যক্ষ হিসেবে এদিন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

করোনা পরিস্থিতির মধ্যে ২০২১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এখানে দায়িত্বে থাকা অবস্থায় তিনি এর আগেও স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা পদের জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু সেই সময় স্বাস্থ্য ভবনে উত্তরবঙ্গ লবির দাপট এতটাই বেশি ছিল যে, তাঁর চেয়ে কম যোগ্যতা থাকা বর্ধমান মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কৌস্তভ নায়ককে স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা করা হয়েছিল। যা নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয়েছে। আরজি কর ঘটনার পরবর্তী সময়ে রাজ্য সরকার কৌস্তভকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। গত মাসে স্বাস্থ্য ভবন পুনরায় স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল। সেই পদে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বেশ কয়েকজন প্রবীণ অধ্যাপক আবেদন করেছিলেন। তার মধ্যে ইন্দ্রজিৎও রয়েছেন। ৩ মে কলকাতায় স্বাস্থ্য ভবনে ইন্টারভিউ হয়। তার পরই বৃহস্পতিবার ইন্দ্রজিৎকে নয়া ডিএমই হিসেবে নিয়োগ করে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। তবে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের পরবর্তী অধ্যক্ষ হিসেবে কে দায়িত্ব নেবেন, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। চিকিৎসকদের অনেকেই মনে করছেন, পরবর্তী অধ্যক্ষ পদে মেডিকেলের প্যাথলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ বিদ্যুৎ গোস্বামী এগিয়ে রয়েছেন।

সুদর্শন চক্রে হামলা ঠেকিয়ে প্রত্যাঘাত

প্রথম পাতার পর

জবাবে ভারতীয় সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছে। রাজস্থান সীমান্ত পুরোপুরি সিল করে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম ভারতের একাধিক শহরে আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং আরবসাগরে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করা হয়েছে। সীমান্তের সমস্ত ইনফ্যানট্রি ইউনিটকে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে। সংবেদনশীল অঞ্চলগুলিতে সরকারি কর্মীদের ছুটি বাতিল, স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ এবং ১০ মে পর্যন্ত একাধিক শহরে নো-ফ্লাই জোন ঘোষণা করা হয়েছে।

ইসলামাবাদের অবশ্য দাবি, পাকিস্তান সেনা অন্তত ২৫টি ভারতীয় ড্রোন গুলি করে নামিয়েছে। যদিও ভারতের আক্রমণের মুখে করাচি বিমানবন্দর প্রায় এক ঘণ্টা বন্ধ রাখা হয়। ইসলামাবাদে লাগাতার বাজতে থাকে সাইরেন। সমস্ত স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়। ভারত কিন্তু স্পষ্ট জানিয়েছে, ভারতীয় সেনার প্রতিটি পদক্ষেপই করা হয়েছে নির্দিষ্ট জঙ্গি কাঠামো লক্ষ্য করে। পাকিস্তানি সাধারণ নাগরিক বা সামরিক ঘাঁটিকে টার্গেট করা হয়নি।

ভারতের তরফে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি, সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করেন। যেখানে বিদেশসচিব বলেন, 'পহলগামে নিরপরাধ ভারতীয় নাগরিকদের ঠান্ডা মাথায় খুন করা ছিল প্রথম উসকানি। ভারত কোনও উসকানি দেয়নি।' মিস্রি বলেন, 'ভারতের জবাব ছিল মেপেজুখে ও নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু পাকিস্তান গোড়া থেকেই হাত ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল।'

তাঁর অভিযোগ, পাকিস্তান যে সন্ত্রাসের আঁতুড়, তার পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ সারা বিশ্বে রয়েছে। পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জঙ্গিদের শেষকৃত্যে স্পষ্ট, ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে ইসলামাবাদ।

ভিনরাজ্যে পরিযায়ীদের উপর অত্যাচার বন্ধে বিক্ষোভ

কোচবিহার, ৮ মে : অধিকাংশেরই বৈধ আধার কার্ড, ভোটার কার্ড রয়েছে। তা সত্ত্বেও ভিনরাজ্যে প্রশাসনিক হেনস্তার শিকার হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকরা। বিনা কারণে আটক করা হচ্ছে। গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হচ্ছে। ওই হেনস্তা থেকে বাদ যাচ্ছে না শিশু এবং মহিলারাও। অনেকক্ষেত্রে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন বলে অভিযোগ। ওই ঘটনার প্রতিবাদে ও অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে কোচবিহারে আন্দোলন করল নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদ। বৃহস্পতিবার সংগঠনের সদস্যরা কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে জমায়েত হয়ে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। কোচবিহারের জেলা শাসকের মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে দাবিপত্র পাঠান তাঁরা। নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক আমিনাল হক বলেন, 'অবিলম্বে আমাদের দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামীদিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব।' গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে বিজেপি শাসিত গুজরাট, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, ওড়িশা সহ বিভিন্ন রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নির্মম অত্যাচার চলছে বলে অভিযোগ সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদ।

সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, দেশজুড়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য একটি ব্যবস্থা চালু করতে হবে। যাতে যে কোনও জায়গার শ্রমিক কোনও রাজ্যে কাজ করতে গেলে সে বিষয়ে কেন্দ্র এবং সব রাজ্য সরকারের কাছে সঠিক তথ্য থাকে। আক্রান্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা ও এককালীন আর্থিক সাহায্য করতে হবে বলে দাবি তুলেছেন তাঁরা। জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনাকে ফোন করা হলে তিনি ফোন না তোলায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বায়ুসেনা ঘাঁটিতে উঁকি তরুণের

সমীর দাস ও প্রণব সূত্রধর

হাসিমারা ও আলিপুরদুয়ার, ৮ মে : অপারেশন সিঁদুরের পর গোটা দেশেই যুদ্ধের দামামা বাজছে। দেশজুড়ে টানটান উত্তেজনা। তারই মধ্যে হাসিমারায় বায়ুসেনা ঘাঁটিতে উঁকিঝুঁকি মারতে গিয়ে সেনার হাতে ধরা পড়ল এক তরুণ। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধৃতের নাম সুজিত ঘোষ। তার বাড়ি আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন ঘাগড়া এলাকায়। ঘাগড়া থেকে এতদূরে এসে সে কেন এই কাজ করতে গেল, তা নিয়ে রহস্য ছড়িয়েছে।

মঙ্গলবার মধ্যরাতে ভারতীয় সেনা পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে একাধিক জিঙ্গ ক্যাম্প গুঁড়িয়ে দিয়েছে আকাশপথে অতর্কিতে হামলায়। হাসিমারার এই ঘাঁটিতে রয়েছে রাফাল যুদ্ধবিমান। আকাশপথে যুদ্ধে এই রাফালই কিন্তু ভারতের তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারে। এরই মধ্যে ওই তরুণের সন্দেহজনক গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। হাসিমারা বায়ুসেনা ঘাঁটির সীমানা প্রাচীরের পাশে একটি গাছে উঠে সে ঘাঁটির ভেতরে উঁকি দিচ্ছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি ঘাঁটির দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তাকর্মীদের নজরে আসে। বায়ুসেনার তরফে ওই তরুণকে গাছ থেকে নামিয়ে আনা হয়। বুধবার বিকেলে ধৃতকে হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ তাকে জয়গাঁ থানায় পাঠিয়ে দেয়। জয়গাঁ থানার তরফে বৃহস্পতিবার তরুণকে আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। অভিযুক্তকে ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সুজিত দীর্ঘদিন ধরে নেশাসক্ত। সে নিছক নেশার ঘোরে গাছে উঠেছিল, নাকি এর পেছনে আর কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

বৃহস্পতিবার সেই তরুণের বাড়ি গিয়ে দেখা গেল, নিম্নবিত্ত পরিবার। তরুণের বাবা পেশায় রাজমিস্ত্রি। তিনি বললেন, 'ছেলে বহুদিন ধরে নেশায় আসক্ত। নবম শ্রেণির পর আর পড়াশোনা করেনি।'

এর আগে তাকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য আলিপুরদুয়ারের একটি হোমে কয়েক মাস রাখা হয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার পর সুপারির ব্যবসা শুরু করে। তিনদিন আগে সুজিত জানিয়েছিল, এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সে কালচিনির নিমতি এলাকায় একটি ধাবায় কাজ করতে যাচ্ছে। বাবা বলেন, 'আমরা সেই ব্যক্তির নাম ঠিকানা জানতে চাইলেও ছেলে খুলে কিছু বলেনি। ছেলের কাছে কোনও মোবাইল ফোন নেই। বুধবার ওই ধাবা থেকে আমাকে জানায় সুজিত কিছু টাকা অগ্রিম নিয়ে ধাবা ছেড়ে চলে গিয়েছে।'

পুলিশও জানিয়েছে, ধৃতের কাছে কোনও মোবাইল ফোন পাওয়া যায়নি। সুজিত যে ব্যক্তির সঙ্গে নিমতি এসেছিল, তার সম্পর্কে কোনও তথ্য পুলিশের কাছে নেই। জয়গাঁর এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

হাসিমারা বায়ুসেনা ঘাঁটি চত্বর নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। বাইরে পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বায়ুসেনা ঘাঁটি সংলগ্ন ৩১সি জাতীয় সড়কের গুরদোয়ারা এলাকায় মেটাল ডিটেক্টর আনা হয়েছে। সেখানে জোরদার নাকা চেকিং শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে সেখানে যান আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী। ওই এলাকায় প্রতিটি গাড়িতে তল্লাশি করছে পুলিশ।

৩১সি জাতীয় সড়কের বায়ুসেনা ঘাঁটি সংলগ্ন গুরদোয়ারায় নাকা চেকিং।

ঐক্য বার্তায় সায় বিরোধীদের

প্রথম পাতার পর

সংসদের লাইব্রেরি ভবনে কেন্দ্রের ডাকে ওই সর্বদলীয় বৈঠক বসে।

নরেন্দ্র মোদি না থাকলেও সরকারের তরফে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং কেন্দ্রীয় রসায়ন ও সারমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। রাহুল-খাড়গে ছাড়া বৈঠকে ছিলেন তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিএমকের টিআর বালু, সপা নেতা রামগোপাল যাদব, এআইমিম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি, সিপিএমের জন ব্রিটাস, আপের সঞ্জয় সিং প্রমুখ।

বৈঠকের পর সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'গোটা দেশ আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।' রাজনাথকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, 'আমরা শুধু সরকার গঠনের জন্য রাজনীতি করি না। দেশ গঠনের জন্যও রাজনীতি করি।' কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'কেন্দ্রের যা বলার ছিল, তাই বলেছে। আমরা সরকারের সঙ্গে আছি জানিয়ে দিয়েছি।'

তবে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে উপস্থিত না থাকা প্রসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, 'এটা ওঁর মানসিকতা। উনি নিজেকে সংসদের উর্ধ্বে বলে মনে করেন। তবে এখন সমালোচনার সময় নয়।' তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বলেন, 'জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ করা হয়েছে তা যথাযথ। আমরা কেন্দ্র ও সেনাবাহিনীর পাশে রয়েছি।'

স্থায়ী বেঞ্চের দাবি

প্রথম পাতার পর

শিলান্যাসের পর স্থায়ী ভবনের নকশা সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতা তৈরি হওয়ায় নির্মাণকাজ শুরু হতে বেশ কয়েকটি বছর পেরিয়ে যায়। ২০১৯ সালে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ২০২১ সাল থেকে পাকাপাকিভাবে শুরু হয় জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর মোড় এলাকায় জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরির নির্মাণকাজ। প্রায় চার বছর ধরে কাজ চলার পর ভবন নির্মাণ এবং রংয়ের কাজ ৯০ শতাংশই শেষ হয়েছে। ১৩টি আদালত কক্ষের মধ্যে প্রায় চারটির পরিকাঠামো তৈরির কাজ হয়েছে। গত মাসে বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর উপস্থিতিতে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের তথ্য-প্রযুক্তির ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সার্কিট বেঞ্চের সীমানা প্রাচীর, সার্ভিস রোড, বিচারপতি ও কর্মীদের আবাসনের নির্মাণকাজ চলছে। বুধবারই সন্ধ্যায় জলপাইগুড়িতে আসেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। এদিন সকাল ৯টায় পাহাড়পুরে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন পরিদর্শনে আসেন তিনি। তাঁর সঙ্গে হাইকোর্টের দুই বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিশ্বজিৎ বসু সহ রেজিস্ট্রার জেনারেল, রেজিস্ট্রার প্রমুখ ছিলেন। জেলা শাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত সহ অন্য আধিকারিককে নিয়ে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ভবন ঘুরে দেখেন প্রধান বিচারপতি। সেখান থেকে তিনি স্টেশন রোডে সার্কিট বেঞ্চের অস্থায়ী কাঠামো পরিদর্শনে যান। এরপর বাগডোগরা হয়ে কলকাতা ফিরে যান। জেলা শাসক বলেন, 'রাজ্য সরকারের নির্দেশে প্রধান বিচারপতির উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসনের তরফে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। স্থায়ী পরিকাঠামোর উদ্বোধন বিষয়েও প্রধান বিচারপতি আলোচনা করেছেন।' চলতি বছরের মাঝামাঝি স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন এবং সেখানে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।

তবু প্রেম সগর্বে বেঁচে

প্রথম পাতার পর

বাচ্চার পাসপোর্ট নীল। মায়ের পাসপোর্ট সবুজ। কোথাও কোথাও একটা রংই জীবনের সংজ্ঞা ঠিক করে দেয়।

মুহূর্তে সেই নয় মাসের শিশুর ঠিকানা গেল বদলে, পলকে পালটে গেল বাবা-মায়ের জীবন, অভিব্যক্তি। ভেঙে পড়ছে মা, অসহায় বাবা। করাচি-দিল্লির মেলবন্ধন করেছিল ফেসবুক প্রেম। তারপর বিয়ে। এবার আবার বিচ্ছিন্ন। এখানেই প্রশ্ন একটা। নিয়ম নিয়মই, মানতেই হবে। তবে মানবিকতা তো নিয়মেরও উর্ধ্বে। এমন শিশুদের জন্য, অসহায় প্রবীণদের জন্য নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না? দু'দেশেই নাগরিকত্ব পেতে যে বহু জটিলতা!

বছর আটচল্লিশের হালিমা বেগম করাচি ছাড়েন ২৫ বছর আগে। ওড়িশার ভদ্রলোককে ভালোবেসে বিয়ে করে। এখন দুই ছেলে তরুণ। হালিমা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাননি বলে ফিরতে হল পাকিস্তানে। মহিলা সীমান্ত ছাড়ার সময়ও জানতেন না, কোথায় থাকবেন ওপারে। বাবা-মা প্রয়াত, ভাই ছয় সন্তানকে নিয়ে থাকছেন বাড়ির দুটো ঘরে। জায়গা নেই। আজ তাঁর খবর কে রাখে?

দেখে মনে পড়ে জীবনের শেষ প্রান্তে বাঙালি দার্শনিক, সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপলব্ধি। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে তখনই তিক্ততার ঘুণ ধরব ধরব। অন্নদাশঙ্কর বলেছিলেন, 'দুই বাংলার সম্পর্কের তিক্ততা মোছাতে পারে দুটো জিনিস। দু'দেশের ছেলেমেয়েদের বিয়ে যত বেশি হবে। দু'দেশের লোকেরা সীমান্ত পেরিয়ে যদি হোটেলের বদলে পরিচিতদের বাড়িতে থাকে।' বাস্তব বলছে, সেটা এখন আর বোধহয় সম্ভব নয়!

কাশ্মীরের সিআরপিএফ জওয়ান মুনির আমেদের সাম্প্রতিক গল্প বহুচর্চিত। ফেসবুকে আলাপ ও প্রেমের পর ভিডিও কলে বিয়ে করেছিলেন পাক তরুণী মেনাল খানকে। ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে এসে মেনাল ফেরেননি আর। সাসপেন্ড হন মুনির। তাঁর হয়ে জনতা ব্যাপকহারে প্রতিবাদী কথা বলছে বলেও খবর নেই। মুনির আমেরিকা বা ইউরোপের কাউকে বিয়ে করলে কি এত হেনস্তার শিকার হতেন? আমরা হেনা, বীর-জারা, গদর : এক প্রেম কথা, রিফিউজি, পরম্পরার মতো ভারত-পাক প্রেমকাহিনীর সিনেমা হাউসফুল করেছি হল ভরিয়ে। বজরঙ্গী ভাইজান বা পিকের মতো ভারত-পাক বন্ধুত্বের ইঙ্গিতবাহী ছবিও সুপারহিট। আজ বোধহয় সলমন বা আমিরের পক্ষেও ওরকম ছবি হিট করানো কঠিন। শুটিংয়ের অনুমতিই মিলবে না। বরং এলওসি কার্গিল বা উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক জাতীয় ছবিই হবে দেশপ্রেমকে ঘিরে।

ভাবতে ভাবতে পুনরাবিষ্কার করি, প্রচুর পাকিস্তানি ক্রিকেটার ভারতীয় তরুণীর দিল জিতেছেন। শোয়েব মালিক-সানিয়া মির্জা সেরা উদাহরণ। রীনা রায়-মহসীন খান, জাহির আব্বাস-রীতা লুথরা, হাসান আলি-সামিয়া আর্জু। কিছু প্রেম ভেঙে গিয়েছে, কিছু অটুট।

সাধারণ মানুষের প্রেমের কী হবে?পাক তরুণী জাভেরিয়া খানুম পাঁচ বছর সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রেম করেছেন কলকাতার সমীর খানের সঙ্গে। ভিসা নিয়ে এখানে এসে বিয়ে। সীমা হায়দার নেপাল হয়ে পালিয়ে আসেন নয়ডায়, প্রেমিক শচীন মীনাকে বিয়ে করতে। ভারতের অঞ্জু এভাবেই পালান পাকিস্তানে নাসরুল্লাকে বিয়ে করতে। পাকিস্তানি হুডা ভালোবেসেছিলেন ভারতীয় জৈন সম্প্রদায়ের মনীতকে। চার বছরের প্রেম। মনীতকে বাবা-মা বলেন, মুসলিম বিয়ে করলে বাড়ি ছাড়তে হবে। বাড়িই ছাড়েন মনীত। পরে সব দেখে দু'পক্ষের বাবা-মা মেনে নেন সম্পর্ক। এঁরা একদিকে ভাগ্যবান, সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্য পাচ্ছেন। যোগাযোগ থাকছে প্রেমিক বা প্রেমিকার সঙ্গে। অনেকে তৃতীয় দেশে ঘর বাঁধছেন কষ্ট করে। এর মাঝে রাজনীতির তিক্ততা কত প্রেম মুছে দিয়েছে, তা হিসেবহীন। করাচি-মুম্বইয়ের সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো।

পাকিস্তানের হায়দরাবাদের বছর উনিশের ছাত্রী ইকরা জিভানি আর বেঙ্গালুরুর মুলায়ম সিং যাদবের সাম্প্রতিক প্রেমকাহিনী যেমন। অনলাইনে লুডো খেলতে খেলতে আলাপ। প্রেম। নিজের গয়না বিক্রি করে, বন্ধুদের কাছে টাকা ধার নিয়ে ইকরা যান নেপালে। কাঠমান্ডুতে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা, সেখানেই বিয়ে। মুলায়ম স্ত্রীর জন্য নকল আধার কার্ড ও পাসপোর্ট বানিয়ে নেন। ইকরার নাম হয় রিয়া যাদব।

বেঙ্গালুরুতে ফিরে সংসার করছিলেন শান্তিতেই। প্রতিবেশীরা কেউ বুঝতেও পারেননি রিয়া পাকিস্তানি। সব গোলমাল করে আসলে হোয়াটসঅ্যাপ কল। সে সময় বেঙ্গালুরুতে জি টোয়েন্টি শীর্ষ বৈঠক, এয়ার শো চলছে। পুলিশ আন্তর্জাতিক কল পরীক্ষা করতে করতে দেখে এক রহস্যজনক কল প্রতিদিন যাচ্ছে পাকিস্তানে।

ইকরা ওরফে রিয়া তখন বাড়ি থেকে হোয়াটসঅ্যাপ কলে কথা বলত মা-আত্মীয়দের সঙ্গে। পুলিশ তাকে তুলে আনে। মুলায়ম গ্রেপ্তার হয়ে যায় জাল পাসপোর্ট বানানোয়। রিয়াকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তান। উত্তরপ্রদেশের গ্রামে রিয়ার শাশুড়ি এখনও ছেলের বৌয়ের অপেক্ষায়। পাক হায়দরাবাদে ইকরার বাবাকে সাংবাদিকরা ফোন করলেই বলেন, 'বিষয়টা ক্লোজড চ্যাপ্টার।' মানে রিয়ার এপারে ফেরার পথ বন্ধ। বেঙ্গালুরুর অনেক পুলিশকর্তা এখন আক্ষেপ করেন, মেয়েটার তো বেআইনি অনুপ্রবেশ ছাড়া তেমন দোষ ছিল না। দেশই সবার আগে। নিয়ম হল নিয়ম। তবু আজ যখন সীমান্তের দু'পারে অজস্র মুখ বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় কাতর, কারও সন্তান কোলছাড়া, তখন শেষ দুটো মুখ বেশি করে মনে পড়ে। অন্যদের হয়তো কয়েক যুগ পরেও দেখা হবে। ইকরা-মুলায়মের কি দেখা হবে আর? ভালোবেসে কিছুই তো তারা পেল না!

জলসংকটে চূড়ান্ত ভোগান্তি

প্রথম পাতার পর

জলের ট্যাংক দেখে মনে খানিকটা বল পেলেন। সেই ট্যাংক থেকে কিছুটা জল পান করলেন। কিছুটা বোতলবন্দি করে হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে গেলেন রোগীর জন্য। হাঁফ ছেড়ে বাঁচার পর জাকির বললেন, 'শুধু আমি একাই নই, হাসপাতালের হাজার হাজার রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের পানীয় জল নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। হাসপাতালের ভিতরে এতগুলো জলের মেশিন, সব জায়গায় ঘুরেও জল পাইনি। সবগুলোই নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে।'

মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য সমস্যার কথা মেনে নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে। এমএসভিপি সৌরদীপ রায় অবশ্য দ্রুত সমস্যা মিটে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'শীঘ্রই পানীয় জলের সমস্যা মিটে যাবে। হাসপাতালের ভিতরে পানীয় জলের একটি বড় মাপের মেশিনের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

আধিকারিকরা আশ্বাস দিলেও বর্তমানে এমজেএন মেডিকেলে পানীয় জলের সমস্যা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এদিন বিকেলের দিকে বাইরে থেকে পানীয় জলের বোতল কিনে হাসপাতালে ঢুকছিলেন রানি ভট্টাচার্য। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'হাসপাতালের ভিতরে পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থাই নেই। বাধ্য হয়ে রোগীর জন্য বাইরে থেকে পানীয় জলের বোতল কিনতে হচ্ছে।'

চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, গরমে শরীরকে সুস্থ রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা উচিত। কিন্তু হাসপাতালে পানীয় জলের সঠিক ব্যবস্থা না থাকায় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শুভমান-বুমরাহর কাছে অনুপ্রেরণা রোহিত

টেস্ট ক্যাপ তুলে দিয়েছিলাম শচীন

মুম্বই, ৮ মে : দেওয়াল লিখন বুঝে গিয়েছিলেন।

নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলার পর দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে টেস্ট অবসরের কঠিন সিদ্ধান্ত। রোহিত শর্মার হঠাৎ যে পদক্ষেপে চমক থাকলেও কারও কারও মতে প্রত্যাশিত।

অনেকে আঙুল তুলছেন কোচ গৌতম গম্ভীরের দিকে। কারও বা লক্ষ্য নির্বাচক কমিটি। যদিও ভবিষ্যতের ভাবনায় তরুণ অধিনায়ক গুরুত্বপূর্ণ। কিছুদিন আগে নিজের বেশি বয়সে অধিনায়কত্ব পাওয়া নিয়ে রোহিতও বলেছিলেন, 'সবাই তরুণ অধিনায়ক চায়, যে দীর্ঘদিন দলকে সামলাতে পারবে। ভেবেছিলাম আমি হয়তো দায়িত্ব পাব না।' চলতি পরিস্থিতিতে রোহিতের ক্ষেত্রে যা মিলে যাচ্ছে। বীরেন্দ্র শেহবাগ যেমন বলছিলেন, 'আমি নিশ্চিত নির্বাচকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। নির্বাচকরা কী চাইছে তা তুলে ধরে রোহিতের কাছে। কিছু বিকল্পও হয়তো দিয়েছিল। সবকিছু খতিয়ে দেখে অবসর।'

বীরুর যুক্তি, অস্ট্রেলিয়া সফরের শেষ টেস্টে প্রথম একাদশ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর রোহিত বলেছিল, অবসর নিচ্ছেন না। তাহলে এরমধ্যে কী এমন ঘটল? হয়তো নির্বাচকরা অধিনায়ক হিসেবে ইংল্যান্ডে পাঠাতে চায়নি রোহিতকে। তাই এই সিদ্ধান্ত। অস্বস্তি এড়াতে মাথা উঁচু করে সরে দাঁড়ানো।

রোহিত শর্মার প্রথম আইপিএল অধিনায়ক (ডেকান চার্জার্স) অ্যাডাম গিলক্রিস্টের গলায় ভিন্ন সুর। গিলি বলেছেন, 'সিডনি টেস্টের সময়ই এরকম ইঙ্গিত পেয়েছিলাম। ওই টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। পরে কথা বলে বুঝেছিলাম, টেস্ট কেরিয়ারের শেষ অধ্যায় চলছে। সামনে তখন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ছিল। সিদ্ধান্তটা তাই তুলে রেখেছিল।'

ছোটবেলার কোচ দীনেশ লাড যেমন দাবি করেন, 'তাড়াহুড়ো করে মোটেই সিদ্ধান্ত নেয়নি। তাহলে আগেই নিত। নিজের কেরিয়ার নিয়ে ভালোভাবে ভেবে চিন্তেই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মকে সুযোগ দিতেই এই পদক্ষেপ।'

শচীন তেন্ডুলকার অবশ্য কোনও বিতর্ক ঢুকতে নারাজ। প্রতিক্রিয়ায় আবেগ ভাসলেন। ভাসলেন রোহিতের অভিষেক টেস্টের স্মৃতিচারণায়। শচীনের ১৯৯তম টেস্ট ঘিরে গোটা ক্রিকেট সমাজ যখন মজে, সেই মঞ্চে শতরান করে প্রচারের আলোয় আসা হিটম্যানের।

মাস্টার ব্লাস্টারের কাছে যা এখনও তাজা। রোহিতকে উদ্দেশ্য করে সমাজমাধ্যমে শচীন লিখেছেন, '২০১৩ সালের ইডেন গার্ডেন্স। তোমার হাতে টেস্ট ক্যাপ তুলে দিয়েছিলাম। কয়েকদিন পর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ব্যালকনিতে তোমার সঙ্গে সময় কাটানো, মনে পড়ে যাচ্ছে। দুর্দান্ত টেস্ট সফর তোমার।'

ইংল্যান্ড সফরে নেতৃত্বের ব্যাটন কার হাতে উঠবে? জল্পনা তা নিয়েও। লড়াই মূলত শুভমান গিল ও জসপ্রীত বুমরাহর মধ্যে। দুইজনেই প্রতিক্রিয়ায় রোহিতকে নিজেদের অনুপ্রেরণা আখ্যা দিয়েছেন।

শুভমান শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, রোহিতভাই সবার কাছে অনুপ্রেরণাও। রোহিতের সঙ্গে নিজের ছবি পোস্ট করে শুভমান লিখেছেন, 'টেস্টে প্লেয়ার ও অধিনায়ক হিসেবে যে অবদান রেখেছ তার জন্য গর্বিত গোটা দেশ। আমার এবং বাকি সবার কাছে, যারা তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে খেলেছে, তাদের সবার কাছে তুমি অনুপ্রেরণা। তোমার থেকে যা শিখেছি, তা চিরকাল মনে রাখব। থ্যাংক ইউ ক্যাপ।'

বুমরাহ লিখেছেন, 'দুর্দান্ত টেস্ট কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন। তোমার সঙ্গে একই সাজঘরে কাটানো আমার কাছে সম্মানের। সাদা পোশাকে (টেস্ট দলে) তোমার পরম্পরা প্রত্যেককে অনুপ্রেরণা জোগাবে।'

হিটম্যান

১২ টেস্টে রোহিত শর্মার শতরানের সংখ্যা। সবকয়টি এসেছে দলের জয়ে। টেস্টে জয়ের ক্ষেত্রে শতরানের সংখ্যায় রোহিত সেরা।

৯ ওপেনার হিসেবে টেস্টে রোহিতের শতরান। ২০১৯ সালের অক্টোবরে রোহিত টেস্টে প্রথমবার ওপেন করেন। তারপর থেকে ওপেনারদের মধ্যে রোহিত সর্বাধিক শতরান করেছেন।

১ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম তিনটি সংস্করণে ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রান রয়েছে রোহিত শর্মার (২৭১৬)।

৫০.০৩ ২০১৯-'২০ থেকে ২০২৩-'২৪ মরশুমে রোহিতের টেস্টে গড়। যা ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক।

১০ ঘরের মাঠে টেস্টে রোহিতের শতরানের সংখ্যা। যার সবকয়টি এসেছিল ভারতের টানা ১৮টি হোম সিরিজ জয়ের সময়কালে।

১৩ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে ভাইজাগে ১৩টি ছক্কা মেরেছিলেন রোহিত। একটি টেস্টে যা সর্বাধিক।

৫ টেস্ট কেরিয়ারের প্রথম দুই ইনিংসে যে পাঁচ ব্যাটারের শতরান রয়েছে রোহিত তাঁদের অন্যতম।

৩০ ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের জুলাইয়ের মধ্যে ৩০টি টেস্ট ইনিংসে একবারও এক অঙ্কের রানে আউট হননি রোহিত। ব্যাটারদের মধ্যে যা দীর্ঘতম।

কপিল দেব

দুর্দান্ত কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন ওকে। রোহিতের জায়গা নেওয়া সহজ নয়। আমরা পরামর্শ দিতে পারি, কিন্তু বাছাইয়ের কঠিন দায়িত্বটা নির্বাচকদের।

যুবরাজ সিং

টেস্ট ক্রিকেট মানে লড়াই, ধৈর্য, দৃঢ়তা। তুমি সেই দাবিটা দারুণভাবে পূরণ করেছ। লড়াকু যোদ্ধা থেকে দলের নেতৃত্ব। স্পেশাল টেস্ট জার্নি।

কুলদীপ যাদব

শুধু অধিনায়ক নয়, বড় ভাই, মেন্টর ছিলে। তোমাকে দেখে অনেক কিছু শিখেছি। চিরকাল আমাদের সঙ্গে থাকবে তোমার টেস্ট লেগাসি।

অবসরের সিদ্ধান্ত রোহিতেরই, বলছেন রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মে : টেস্ট ক্রিকেটে তিনি এখন প্রাক্তন। তাঁর অবসরের পর কেটে গিয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা। দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে রোহিত শর্মার জন্য আসছে শুভেচ্ছাবার্তা।

সঙ্গে রয়েছে জল্পনাও। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের চাপেই কি রোহিত ইংল্যান্ড সফরের এক মাস আগে টেস্ট থেকে অবসর নিলেন? প্রশ্নটা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। এমন অবস্থার মধ্যে আজ দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে বিসিসিআই সভাপতি রাজীব শুক্লা রোহিতের অবসর প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন। জানিয়েছেন, টেস্ট থেকে অবসরের জন্য রোহিতের উপর কোনও চাপ ছিল না। অবসরের সিদ্ধান্ত একান্তভাবেই হিটম্যানের নিজস্ব। যদিও বাস্তব ছবি ভিন্ন। অবসর না নিলে ইংল্যান্ড সফরের টেস্ট স্কোয়াড থেকে 'বাদ' পড়তেন হিটম্যান। সেই কারণেই দল নির্বাচনের আগে জাতীয় নির্বাচক ও বিসিসিআইকে স্বস্তি দিয়েছেন রোহিত। বোর্ডের সহ সভাপতি রাজীব অবশ্য অন্য কথা শুনিয়েছেন আজ। তিনি বলেছেন, 'রোহিত নিজেই টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা ওর সিদ্ধান্তকে সম্মান করি। বোর্ডের তরফে ওর উপর কোনও চাপ দেওয়া হয়নি।'

রোহিতের অবসরের খবর সামনে আসার পর ভারতীয় ক্রিকেটে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, লাল বলের টেস্টে আগামীর অধিনায়ক কে হবেন? শুভমান গিল ভারতীয় দলের অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে আপাতত সবার আগে, আজই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ সেই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। যদিও বিসিসিআই সহ সভাপতি রাজীব এই ব্যাপারে এখনই কোনও মন্তব্য করছেন না। বরং তাঁর মনে হচ্ছে, সঠিক সময়ে জাতীয় নির্বাচকরা নতুন অধিনায়ক বেছে নেবেন। উল্লেখ্য, রোহিতের টেস্ট থেকে অবসরের পর ভারতীয় ক্রিকেট পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। পাশাপাশি এই প্রথমবার ভারতীয় ক্রিকেটে তিন ফর্ম্যাটের নেতার দেখা মিলবে। টেস্টে নতুন কেউ দায়িত্বে আসবেন। রোহিত এখনও একদিনের ক্রিকেটে ভারত অধিনায়ক। আর সূর্যকুমার যাদব অনেকদিনই কুড়ির ক্রিকেটে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

জরিমানা বরুণের, রাহানের সমালোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মে : যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া মুখচোখ। শরীরীভাষায় শুধুই হতাশার ছবি।

চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে চূর্ণ হয়ে প্রায় মধ্যরাতে যখন সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্স অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, দেখে মনে হচ্ছিল দুনিয়ার শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। এরপর কোথায় যাবেন, কী করবেন, নিজেই জানেন না।

বাইশ গজের লড়াইয়ে শিক্ষানবিশের মতো ভুল করলে এমনই অবস্থা হয়। কেকেআর অধিনায়কেরও তাই হয়েছে। ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচে হারের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে বৈভব অরোরার সেই অভিশপ্ত ওভার। চেন্নাই ইনিংসের সেই ওভারে বৈভবকে ঠেঙিয়ে ৩০ রান নিয়ে ম্যাচের রং বদলে দিয়েছিলেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। ক্রিকেটমহলে সবারই জানা, ব্রেভিস জোরে বোলারদের বল খেলতে পছন্দ করেন। তুলনায় স্পিন খেলার ব্যাপারে তাঁর দুর্বলতা রয়েছে। ইনিংসের শুরুতে স্পিনার দিয়ে আক্রমণ করালে ব্রেভিসের দ্রুত আউট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আধুনিক ক্রিকেটে এখন প্রতিপক্ষের শক্তি, দুর্বলতা জানা কোনও ব্যাপারই নয়। অথচ, ইডেনকে অবাক করে গতকাল রাতে কেকেআর অধিনায়ক ব্রেভিসের সামনে বৈভবে আস্থা রেখেছিলেন। মইন আলি, সুনীল নারায়ণদের মতো স্পিনারকে সেই সময় আক্রমণে নিয়ে আসেননি তিনি। রাহানে নিজের ভুল বুঝেছেন কি না, তা নিয়ে তর্ক চলছে। কিন্তু বাস্তব হল, ম্যাচ হারের পাশে কার্যত আইপিএল প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার পর বৈভবের সেই ওভারকে কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছেন তিনি। নিজের ভুল আড়াল করে সতীর্থকে কাঠগড়ায় তুলে রাহানে বলেছেন, 'বৈভবের ওই ওভারটা ম্যাচের ফারাক গড়ে দিয়েছে। এটাই বাস্তব।' কিছু পরেই আবার সংবাদমাধ্যমকে অবাক করে রাহানে বলেছেন, 'কুড়ির ক্রিকেট তো এমনই। একটা ওভারেই ম্যাচের রং বদলে যায়।' দেখে, শুনে মনে হতে বাধ্য, নাইট অধিনায়ক মানসিকভাবে এতটাই চাপে পড়ে গিয়েছেন যে, অজুহাত হিসেবে ক্রিকেটের কোন দিকটা তুলে ধরবেন, নিজেই বুঝতে পারছিলেন না।

এমনই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে আজ সন্ধ্যার বিমানে

ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের কাছে ৩০ রান খেয়ে হতাশ কেকেআরের বৈভব অরোরা।

হায়দরাবাদে নাইটরা

হায়দরাবাদ পৌঁছে গেল কেকেআর। শনিবার উপ্পলের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের পাশে বাকি থাকা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ জিততে পারলে এখনও প্লে-অফ সম্ভব, এমনই 'দিবাস্বপ্নে' ডুবে রয়েছেন নাইটরা। অধিনায়ক রাহানে এমন সম্ভাবনার কথা সাংবাদিক সম্মেলনেই জানিয়েছেন। দলের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার গতকাল রাতে 'পথ কঠিন হলেও প্লে-অফ সম্ভব' এমন বার্তা দিয়েছেন নাইটদের সাজঘরে। কিন্তু তারপরও ক্রিকেট সমাজ বিশ্বাস করতে চাইছে না কেকেআরের প্লে-অফ স্বপ্ন সত্যি হওয়ার বিষয়টা। কারণ এত যদি-কিন্তু নিয়ে প্লে-অফে যাওয়া যায় না।

কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দলের রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী আবার গতকাল রাতের ম্যাচে জরিমানার কবলে পড়েছেন। মাঠে অভব্য আচরণের জন্য তাঁর ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ জরিমানা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, ব্রেভিসকে আউট করে অঙ্গভঙ্গি করার কারণেই বরুণের জরিমানা হয়েছে। এদিকে, হাতের চোটের কারণে গতকাল রাতের চেন্নাই ম্যাচ ইডেনে খেলেননি ২৩.৭৫ কোটির ভেঙ্কটেশ আইয়ার। মনে করা হচ্ছে, শনিবারের ম্যাচে চোট সারিয়ে তিনি ফিরতে পারেন।

পাঞ্জাব-মুম্বই ম্যাচ সরল আহমেদাবাদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মে : বন্ধ কাংড়া বিমানবন্দর। বন্ধ চণ্ডীগড় বিমানবন্দরও।

অপারেশন সিঁদুরের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবার চলতি অষ্টাদশ আইপিএলের আসরে। দুই প্রতিবেশী ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক নিয়মিতভাবে খারাপ হয়ে চলেছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে দেশজুড়ে। তার মধ্যেই আইপিএলের আসরে ১১ মে হিমাচলপ্রদেশের ধরমশালায় নির্ধারিত থাকা পাঞ্জাব কিংস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচ সরানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ধরমশালার বদলে মুম্বই বনাম পাঞ্জাব ম্যাচ আহমেদাবাদে হতে চলেছে বলে খবর। গুজরাট ক্রিকেট সংস্থার তরফেও এমন ইঙ্গিত মিলেছে আজ। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে এখনও কিছু ঘোষণা হয়নি।

ধরমশালা থেকে পাকিস্তান সীমান্ত খুব একটা দূরে নয়। তাই ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের পরই মনে করা হয়েছিল, ধরমশালা থেকে আইপিএলের ম্যাচ সরবে। আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই প্রতিবেদন প্রকাশিতও হয়েছে। গতকাল শোনা গিয়েছিল, ধরমশালা থেকে ম্যাচ সরে মুম্বইয়ে হতে পারে। আজ জানা গিয়েছে, মুম্বই নয়, আহমেদাবাদে হবে পাঞ্জাব বনাম মুম্বই ম্যাচ। সূত্রের খবর, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দল আজই আহমেদাবাদে পৌঁছে যাচ্ছে। সমস্যা হয়েছে দিল্লি ও পাঞ্জাব দলকে নিয়ে। বিমানবন্দর বন্ধ থাকায় দুই দলকে ধরমশালায় আজ ম্যাচ খেলে সড়কপথে সেখান থেকে দিল্লি আসতে হবে। দিল্লি থেকে শ্রেয়স আইয়ারের পাঞ্জাব রওনা হয়ে যাবে আহমেদাবাদ।

মাহির সুরে আগামীর ভাবনা হাসির

ব্রেভিস-আয়ুষদের নিয়ে নয়া স্বপ্নে বুঁদ চেন্নাই

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ৮ মে : বিসর্জনের বাজনা অনেক আগেই বেজে গিয়েছিল। নিয়মরক্ষা ম্যাচগুলি কার্যত আগামীর অঙ্ক মেলানোর ভাবনা হয়ে দাঁড়ায়। বুধবার ইডেন গার্ডেন্সে রাতের ম্যাচে সেই ভাবনায় কিছুটা হলেও অক্সিজেন প্রাপ্তি।

বিধ্বস্ত অবস্থায় কলকাতায় পা রেখেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনিরা। ফিরছেন তরুণ ব্রিগেডকে ঘিরে ভবিষ্যতের স্বস্তি নিয়ে। আয়ুষ মাত্রে, উর্ভিল প্যাটেল, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, অংশুল কম্বোজ-নতুনরাও তৈরি, বোঝাল কলকাতা নাইট রাইডার্স-দ্বৈরথে। জয়ে ফেরা, দুই পয়েন্ট প্রাপ্তি ছাপিয়ে ইয়ং ব্রিগেডের সাফল্য সুপার কিংসের মরা গাঙে কিছুটা হলেও জোয়ার এনেছে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ধোনির গলায় সেই সুর শোনা গিয়েছিল। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে যে সুরে সুর মেলালেন চেন্নাই সুপার কিংসের ব্যাটিং কোচ মাইক হাসিও। জানান, চলছে নতুন 'রত্নের' খোঁজ। বাকি দুই ম্যাচে যা অগ্রাধিকার পাবে।

১২ ম্যাচে মাত্র তিনটি জয়। প্রথমবার টানা পাঁচ ম্যাচে হারের লজ্জা গায়ে মাখতে হয়েছে হলুদ ব্রিগেডকে। যদিও পিছনের দিকে আর তাকাতে নারাজ পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। ২০২৫ সালের ব্যর্থতার অন্ধগলি থেকেই '২৬-এর জন্য আলোর সন্ধানই পাখির চোখ। যে লক্ষ্যে সেরা প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ তুর্কি ব্রেভিস।

মুম্বইয়ের হয়ে আইপিএল অভিষেক সেভাবে জমাতে পারেননি। হলুদ জার্সিতে এবার নিজেকে মেলে ধরছেন। কেকেআরের ম্যাচে বুধবার ১১তম ওভারে ৩০ রান নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন ব্রেভিস। মুম্বইয়ের টিনএজার ওপেনার আয়ুষ প্রস্তুত দায়িত্ব নিতে।

ইডেনে উর্ভিলের ঝোড়ো ব্যাটিং বুঝিয়ে দিচ্ছিল, ভরসা রাখলে এরকম ঝড় আরও উঠবে। হাসির কথায়, 'ওদের ইতিবাচক এনার্জির প্রভাব পড়ছে দলের পারফরমেন্সে। টানা ব্যর্থতা, চলতি পরিস্থিতিতে মানসিক টানাপোড়েন তৈরি করে। সেদিক থেকে তরুণ ব্রিগেডের উপস্থিতি পজিটিভ ইমপ্যাক্ট ফেলছে।'

ত্রয়ীর প্রশংসা করে হাসি বলেছেন, 'মাত্রে অত্যন্ত প্রতিভাবান। বয়সও অল্প। ওর বাবা-মা চেষ্টা, মুম্বইয়ের ক্রিকেট পরিকাঠামোয় বেড়ে ওঠার ফলে ভিতটা খুব শক্তপোক্ত। আশাবাদী, আগামীতে বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে এবং চেন্নাইয়ের জার্সিতে ওর সফর লম্বা হবে। চলতি দশকে সম্ভবত ব্রেভিস সেরা প্রাপ্তি আমাদের। স্পেশাল ট্যালেন্ট। যার প্রতিফলন পড়তে শুরু করেছে। উর্ভিলের সেখানে বিগহিট নেওয়ার ক্ষমতা।'

হাসির কথায়, প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর থেকেই ফোকাস বদল। সুযোগ এনে দিয়েছে ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর। নিলামে একঝাঁক প্লেয়ার নেওয়া হয়েছে। তাদের দিকে বাড়তি নজর যেমন থাকবে, তেমনই গুরুত্ব পাবে খুঁজে আনা নতুনরাও। ম্যাচ পরিস্থিতিতে তাঁরা কতটা চাপ নিতে পারে, সেই পরীক্ষায় আপাতত চলবে।

আগামীর ভাবনার মাঝে ব্যর্থতার কারণও হাতড়ে বেড়াচ্ছে সুপার কিংস থিংকট্যাংক। হাসির আঙুল হোম অ্যাডভান্টেজ না পাওয়া। পিচ ফ্যাক্টর সহ একাধিক বিষয় তাদের পক্ষে না যাওয়াও ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। বলেছেন, 'মানছি আমাদের পারফরমেন্সে একেবারেই প্রত্যাশিত হয়নি। ক্ষমতা অনুযায়ী খেলতে ব্যর্থ আমরা। তবে কিছু কিছু জিনিস আমাদের বিপক্ষে গিয়েছে। অজুহাত দিচ্ছি না। কিন্তু এর প্রভাব পড়েছে দলের পারফরমেন্সে।'

ম্যাচের পর কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনায় মহেন্দ্র সিং ধোনি। বুধবার ইডেন গার্ডেন্সে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

আইপিএলে আজ

লখনউ সুপার জায়েন্টস
বনাম
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : লখনউ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

প্রস্তুতির ফাঁকে খোশগল্পে বিরাট কোহলি ও ঋষভ পন্থ।

প্লে-অফ নিশ্চিত করা পাখির চোখ বিরাটদের

টিকে থাকার যুদ্ধ ঋষভদের

লখনউ, ৮ মে : ১১ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট।

শেষ চার ম্যাচে টানা জয়ে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। পকেটে কার্যত প্লে-অফের টিকিট। শুক্রবার 'যদি', 'কিন্তু' টুকুও ঝেড়ে প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর বিরাট কোহলিরা। লক্ষ্যপূরণে নবাবের শহরে প্রতিপক্ষ লখনউ সুপার জায়েন্টস।

ঋষভ পন্থের নেতৃত্বাধীন লখনউয়ের সামনে টিকে থাকার ম্যাচ। ১১ ম্যাচে ১০ পয়েন্টে রয়েছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল। বাকি তিন ম্যাচ জিতলেও প্লে-অফ নিশ্চিত নয়। তাকিয়ে থাকতে হবে বাকিদের দিকে। তার আগে নিজেদের কাজ সারতে হবে।

ভালো শুরু করে শেষদিকে খেই হারিয়ে ফেলে খাদের কিনারে লখনউ। শেষ তিন ম্যাচে টানা হারে দলের অন্দরমহলেও উত্তেজনা চরমে। মেন্টর জাহির খান, হেডকোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের মধ্যে সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। মূল মাথাব্যথা অবশ্য অধিনায়ক ঋষভের ফর্ম।

একটা করে ম্যাচ যাচ্ছে, লম্বা হচ্ছে ২৭ কোটিতে নেওয়া তারকার ব্যর্থতার তালিকা। দলের মধ্যে অধিনায়ককে বসিয়ে দেওয়ার ফিসফিসানিও শোনা যাচ্ছে। আগামীকাল ঘরের মাঠ একানা স্টেডিয়ামে সেরকম কোনও নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার জল্পনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

চাপে থাকা লখনউয়ের জন্য নিঃসন্দেহে কাঁটা আরসিবি অ্যাওয়ে রেকর্ড। এবার হাফডজন অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলে প্রতিটিতেই জিতেছে রজত পাতিদার ব্রিগেড। আগামীকাল সাতে সাত করার সঙ্গে প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফে রাখা- এক ঢিলে একাধিক পাখি মারার হাতছানি। থাকছে লিগ টেবিলের প্রথম দুইয়ে থাকার লক্ষ্যও।

লখনউয়ের বিরুদ্ধে সুযোগ হাতছাড়ায় নারাজ। ফুরফুরে মেজাজে থাকা আরসিবি-র জন্য অস্বস্তি বলতে ছন্দে থাকা দেবদত্ত পাড়িক্কালের ছিটকে যাওয়া। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য গোটা টুর্নামেন্টেই তাঁকে পাচ্ছে না আরসিবি। বদলি হিসেবে অভিজ্ঞ মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে নিয়েছে। তবে মিডল অর্ডারে বাড়তি দায়িত্ব থাকবে অধিনায়ক রজত পাতিদারের ওপর।

ভালো শুরুর ক্ষেত্রে ফের অস্ত্র সেই ফিল সল্ট-কোহলির ওপেনিং জুটি। ১১ ম্যাচে ৫০৩ রান করে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে চতুর্থ স্থানে বিরাট। সল্ট বড় রান না পেলেও পাওয়ার প্লেতে আগ্রাসী শুরু দিচ্ছেন। মাঝে জেকব বেথেল, রোমারিও শেফার্ডরাও ম্যাচ উইনিং পারফরমেন্স উপহার দিচ্ছেন।

বোলিংয়ে জোশ হ্যাজেলউড, ক্রুনাল পান্ডিয়াদের সঙ্গে যশ দয়াল, ভুবনেশ্বর কুমাররা ভরসা জোগাচ্ছেন। নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জ কঠিন হতে চলেছে চাপে থাকা লখনউয়ের জন্য। নিকোলাস পুরান (৪১০ রান) ছাড়া ধারাবাহিকতার অভাব বাকিদের মধ্যে। আইডেন মার্করাম, আয়ুষ বাদোনি মোটামুটি রান পেলেও দলকে সাফল্যের রাস্তায় ফেরানোর জন্য তা যথেষ্ট হয়নি গত কয়েকটি ম্যাচে।

টিম লখনউয়ের মতো পরীক্ষার ম্যাচ অধিনায়ক ঋষভেরও। ১১ ম্যাচে মাত্র ১২৮ রান। স্ট্রাইক রেটও একশোর নীচে। এতটাই চাপে রয়েছেন, সাত-আট নম্বরেও নামতে হচ্ছে। স্বীকারও করেন, রান পাচ্ছেন না নিজে, তাই যাঁরা সফল, তাদের পর নামছেন। সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার বদলে ক্রমশ দলের বোঝা। আগামীকাল?

উত্তরের মধ্যে ঋষভ এবং লখনউয়ের ভাগ্য অনেকাংশে নির্ভর করবে।

বাতিল হতে পারে মেসিদের ভারত সফর

তিরুবনন্তপুরম, ৮ মে : লিওনেল মেসি কি আদৌ কেরলে আসবেন?

চরম অনিশ্চয়তার মুখে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের কেরল আগমন। আপাতত যা পরিস্থিতি, আর্জেন্টিনার ভারত সফর সম্ভবত বিশবাঁও জলে।

গতবছর কেরলের ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আবদুরাহিমান বলেছিলেন, '২০২৫ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত মেসি কেরালায় থাকবেন। এখানে একটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ ছাড়াও ২০ মিনিটের একটি অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন। এই ইভেন্টের সমস্ত খরচ রাজ্যের ব্যবসায়ীরা বহন করবেন।'

সূত্রের খবর, ম্যাচ আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। ফলে আর্জেন্টিনার ভারত সফর বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তার ওপর আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, অক্টোবর-নভেম্বরে চিন, অ্যাঙ্গোলা ও কাতারের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলতে চলেছেন মেসিরা। তাই কেরালায় মেসির আগমন নিয়ে আরও বড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে।

যুব সাফে আজ ভারত-শ্রীলঙ্কা

কলকাতা, ৮ মে : অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে শুক্রবার অভিযান শুরু করছে ভারত। অরুণাচল প্রদেশে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচেই বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের দলের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। এর আগে কোচ হিসাবে অনূর্ধ্ব-১৫ ও অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন বিবিয়ানো। এবারও টুর্নামেন্ট শুরুর আগে এক মাসেরও বেশি সময় শিবির করেছেন দল নিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই এই দল নিয়েও যথেষ্ট আশাবাদী তিনি। কোচ হিসাবে খেতাব জয়ের ধারা বজায় রাখার পাশাপাশি অনূর্ধ্ব-২০ এএফসি এশিয়ান কাপের ছাড়পত্র আদায়ের দিকে চোখ বিবিয়ানোর।

শুভেচ্ছা

☺ **মাতঙ্গিনী ক্যাটারার, মাতঙ্গিনী শিশু নিকেতন ও মাতঙ্গিনী পুস্তকালয়**। 25তম শুভ জন্মদিনে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের সকল নগরবাসীকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। ধন্যবাদান্তে-**সঞ্জীব কুমার দাস, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।**

জন্মদিন

☺ শুভ দ্বিতীয় জন্মদিন **দিব্যাজ্যোতি** তোমার জীবনের এই বিশেষ দিনে **মা, বাবা, দিদি, দাদা, নানি, জ্যা, বেবি, বম্মা, দিদন, দাদু, মামা, মামি ও সকল দত্ত পরিবারের** পক্ষ থেকে রইল অসীম আশীর্বাদ ও ভালোবাসা। তোমার হাসিমুখ আমাদের পৃথিবীর সবথেকে বড় আনন্দ।

ইস্টবেঙ্গলে চুক্তি বাড়ছে বিষ্ণুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মে : নতুন চুক্তিপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার কেবল সইয়ের অপেক্ষা।

না মুম্বই সিটি, না অন্য কোনও দল। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ইস্টবেঙ্গলেই থাকছেন পিভি বিষ্ণু। বিষ্ণুর সঙ্গে এমনিতেই ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে লাল-হলুদের। তবে শোনা যাচ্ছিল, মুম্বইয়ের লোভনীয় প্রস্তাব রয়েছে তাঁর কাছে। সেদিকে নাকি খানিক ঝুঁকেও ছিলেন কেরালাইট ফুটবলার। মাঝে ভেসে ওঠে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের নামও। তবে শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

সূত্রের খবর, বিষ্ণুর সঙ্গে নতুন করে তিন বছরের চুক্তি করছে ইস্টবেঙ্গল। সেই চুক্তিপত্র ইতিমধ্যেই কেরালাইট ফুটবলারের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। ম্যানেজমেন্ট আশাবাদী, দ্রুত তিনি চুক্তিতে সই করে দেবেন। এমনিতে লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁর পছন্দের ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে অন্যতম একজন বিষ্ণু। ম্যানেজমেন্টের কাছে যে কোনও মূল্যে তাঁকে রেখে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন স্প্যানিশ কোচ। সেইসঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের 'হেড অফ ফুটবল' থংবই সিংটোর সম্মতিতেই বিষ্ণুর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি হচ্ছে।

স্কুল রেগাটায় সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মে : স্কুল রেগাটা চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু ১১ মে থেকে। উদ্বোধন করবেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। ১৭ মে ফাইনাল। ফাইনালে উপস্থিত থাকবেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মোট ৪৪টি স্কুল অংশ নিচ্ছে এবার লেক ক্লাব আয়োজিত এই রোয়িং প্রতিযোগিতায়। এবার ৫০তম বর্ষে আয়োজকদের তরফে ভাবনা, জেলা স্তরেও ছোটদের মধ্যে রোয়িং ছড়িয়ে দেওয়া। তার জন্য উত্তরবঙ্গ ও পুরুলিয়ার দিকে ২ কিলোমিটার লম্বা জলাশয়ের খোঁজ চলছে।

ছয় গোল বাংলার

কলকাতা, ৮ মে : খেলো ইন্ডিয়া গেমসের দ্বিতীয় ম্যাচেই জয়ে ফিরল অনূর্ধ্ব-১৮ বাংলা ফুটবল দল। বৃহস্পতিবার চণ্ডীগড়কে ৬-০ গোলে হারালো তারা। বাংলার হয়ে ইরফান সরদার চারটি, আমন যাদব ও জাহির হুসেন একটি করে গোল করেছে। বাংলার পরের ম্যাচ শনিবার মেঘালয়ের বিরুদ্ধে।

সেমিতে টাউন, কালিয়াগঞ্জ

রায়গঞ্জ, ৮ মে : রায়গঞ্জ টাউন ক্লাবের সুপার লিগ ফুটবলে বৃহস্পতিবার কালিয়াগঞ্জ ফুটবল ক্লাব ৩-১ গোলে কসবা মিলন সংঘকে হারিয়েছে। টাউনের মাঠে কালিয়াগঞ্জের অজয় পাহান জোড়া গোল করেন। তাদের অন্যটি জয়ন্ত রায়ের। কসবার গোলটি সুজন দাসের। সেমিফাইনালে উঠল রায়গঞ্জ টাউন ক্লাব ও কালিয়াগঞ্জ। শুক্রবার গ্রুপ 'বি'-তে খেলবে চেকপোস্ট ফুটবল ক্লাব এবং আরএসবি ইয়ুথ ক্লাব।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠে ত্রিমুকুট জয়ের স্বপ্ন আরও উজ্জ্বল হল প্যারিস সাঁ জাঁ-র। উচ্ছ্বাসে মেতেছেন ফাবিয়ান রুইজ, ব্র্যাডলি বারকোলারা।

ফাইনালে উঠে কটাক্ষের জবাব এনরিকের

প্যারিস সাঁ জাঁ-২ (রুইজ, হাকিমি)
আর্সেনাল-১ (সাকা)

দুই লেগ মিলিয়ে প্যারিস ৩-১ গোলে জয়ী

প্যারিস, ৮ মে : 'কৃষক লিগ' ফরাসি লিগ ওয়ান। যেখানে মালিক প্যারিস সাঁ জাঁ, বাকিরা ভাগচাষি। কথাটা অনেকেই বলেন মজা করে।

> দারুণ একটা জয়। সবাই বাহবা দিচ্ছে। এই জয়টা উপভোগ করছি আমরা।
>
> **লুইস এনরিকে**

পিএসজি সমর্থকদের অভিমত, ঘরোয়া ফুটবলে তাঁদের সাফল্যকে খাটো করতেই এই কটাক্ষ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়ে যেন তারই জবাব দিলেন প্যারিসের ক্লাবটির কোচ লুইস এনরিকে। মাঠে, মাঠের বাইরেও। উলটোদিকে সেমিফাইনালে হারের পরও আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতার দাবি, এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেরা দল তাঁরাই।

সেরা দল ছিটকে গেল : আর্তেতা

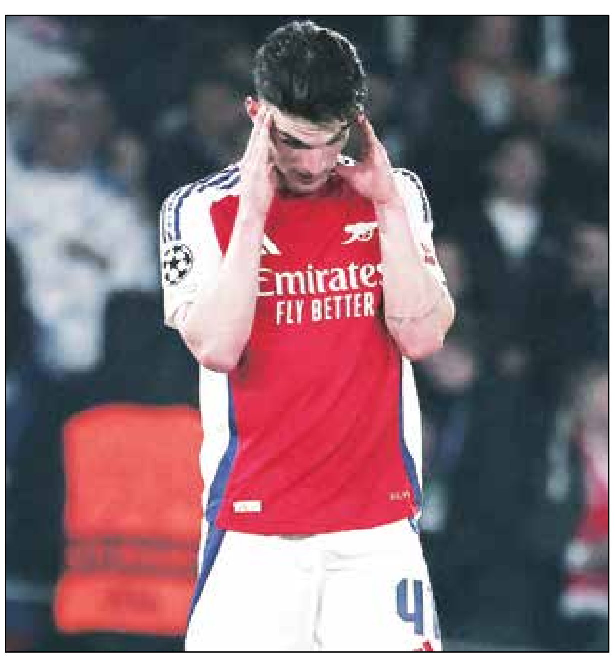

আরও একটি ট্রফিহীন মরশুম। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে হতাশ আর্সেনালের ডেকলান রাইস। বুধবার রাতে প্যারিস সাঁ জাঁ-র কাছে হারের পর।

> আমার মনে হয় না এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আর্সেনালের চেয়ে ভালো কোনও দল রয়েছে। সেই আমরাই ছিটকে গেলাম। এই হার আমাদের প্রাপ্য ছিল না। ছেলেদের লড়াইয়ে আমি গর্বিত।
>
> **মিকেল আর্তেতা**

বুধবার রাতে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় লেগের সেমিফাইনালে আর্সেনালকে ২-১ গোলে হারিয়েছে পিএসজি। লন্ডন থেকেও ১-০ গোলে জিতে ফিরেছিল তারা। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-১ ব্যবধানে জিতে ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়েছে এনরিকের দল। খেতাব থেকে একধাপ দূরে দাঁড়িয়েও যেন অনেকটাই তৃপ্ত পিএসজি কোচ। সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই পালটা প্রশ্ন ছুড়ে কটাক্ষের জবাব, 'আমরা কৃষক লিগের দল, তাই না?' এরপর নিজেকে খানিক সামলে নিয়ে বলেছেন, 'দারুণ একটা জয়। সবাই বাহবা দিচ্ছে। এই জয়টা উপভোগ করছি আমরা।'

লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে, নেইমারদের নিয়েও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততে পারেনি পিএসজি। ওসমানে ডেম্বেলে, আচরাফ হাকিমিরা এবার কি পারবেন প্যারিসকে প্রথমবার ইউরোপ সেরা শিরোপার স্বাদ দিতে? বেশ আশাবাদী শোনাল এনরিকেকে। বলেছেন, 'একঝাঁক তরুণদের নিয়ে আমরা যে ফুটবল এবার খেলেছি, তাতে ফাইনালে খেলাটা আমাদের প্রাপ্যই ছিল।' অন্যদিকে, সেমিফাইনালের লড়াইয়ে হারের পর আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতার দাবি, টুর্নামেন্টের সেরা দলটাই ছিটকে গেল। বলেন, 'আমার মনে হয় না এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আর্সেনালের চেয়ে ভালো কোনও দল রয়েছে। সেই আমরাই ছিটকে গেলাম। এই হার আমাদের প্রাপ্য ছিল না। ছেলেদের লড়াইয়ে আমি গর্বিত।'

ব্ল্যাকআউটের জেরে পরিত্যক্ত ম্যাচ

ধরমশালায় খালি করে দেওয়া হল গ্যালারি

ব্ল্যাকআউটের জেরে নিভে গেল ধরমশালা স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইট (উপরে)। গ্যালারি থেকে বের করে নেওয়া হচ্ছে দর্শকদের।

পাঞ্জাব কিংস- ১২২/১
(১০.১ ওভার পর্যন্ত)
(ম্যাচ পরিত্যক্ত)

ধরমশালা, ৮ মে : জম্মু ও কাশ্মীরের পাশাপাশি রাজস্থান, পাঞ্জাবের একাংশেও বৃহস্পতিবার রাতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। উড়ে এসেছে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র, মর্টার। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তাপের জের এবার সরাসরি ঢুকে পড়ল আইপিএল বৃত্তে। যার জেরে বৃহস্পতিবার প্রথম ইনিংসের মাঝপথেই পরিত্যক্ত হল পাঞ্জাব কিংস-দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচ।

পাকিস্তানের হামলার জেরে ধরমশালার সংলগ্ন জম্মু ও পাঠানকোট এলাকায় 'ব্ল্যাকআউট' জারি করা হয়। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ধরমশালা স্টেডিয়ামে এদিনের আইপিএল ম্যাচ মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পাঞ্জাব ইনিংসের ১০.১ ওভারে থঙ্গরাসু নটরাজনের বলে প্রিয়াংশ আর্য ফেরার পরই ব্ল্যাকাউটের জেরে স্টেডিয়ামের একটি ফ্লাডলাইট বন্ধ হয়ে যায়। তারপরই সতর্কতামূলক

আইপিএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আজ

ব্যবস্থা হিসেবে স্টেডিয়ামের আরও দুইটি ফ্লাডলাইট নিভিয়ে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে গ্যালারি খালি করে দর্শকদের স্টেডিয়ামের বাইরে বের করে দেওয়া হয়।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড যদিও জানিয়েছে, ধরমশালায় স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকায় মাঠের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ম্যাচটি বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তাপই যে ম্যাচ বন্ধ হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে, তা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার কথাতেও তা পরিস্কার হয়েছে। ম্যাচ বন্ধের কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, 'পরিস্থিতি এখন যথাযথ নয়। যারজন্যই আমরা এদিন ম্যাচ বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ক্রিকেটার, সমর্থক, সাপোর্ট স্টাফদের নিরাপত্তাই আমাদের বিচার্য।'

রাতের দিকের খবর, ধরমশালা থেকে দুই দলের প্লেয়ার, সাপোর্ট স্টাফদের দিল্লিতে নিয়ে আসার জন্য বিসিসিআই বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে। শুক্রবার এই ট্রেন হিমাচল প্রদেশের উনা স্টেশন থেকে দুই দলের ক্রিকেটার, সাপোর্ট স্টাফ, সম্প্রচারকারী চ্যানেলের কর্মীদের নিয়ে ফিরবে।

এদিন ম্যাচ বন্ধ হওয়ার পরই আইপিএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে রাতেই বিসিসিআই কর্তারা ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেছিলেন। চলতি আইপিএলে বাকি ম্যাচ আদৌ হবে কিনা, তা নিয়ে শুক্রবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বৃষ্টির কারণে ম্যাচ এদিন শুরু হয়েছিল এক ঘণ্টা দেরিতে। বৃষ্টিতে তৈরি হওয়া স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ অবশ্য কাজে লাগাতে পারেননি দিল্লি ক্যাপিটালসের মিচেল স্টার্ক, দুষ্মন্ত চামিরারা। তাদের উপর শুরু থেকেই ছড়ি ঘোরালেন প্রিয়াংশ (৩৪ বলে ৭০) ও প্রভসিমরান সিং (২৮ বলে অপরাজিত ৫০)। প্রিয়াংশ খাতা খুললেন স্টার্ককে জোড়া বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। অর্ধশতরানে পৌঁছে যান ২৫ বলে। অন্যদিকে প্রথম আনক্যাপড ভারতীয় হিসেবে টানা চারটি অর্ধশতরানের নজির গড়েন প্রভসিমরান।

ফেডারেশনের ক্যালেন্ডার নিয়ে বিভ্রান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মে : আগামী মরশুমের জন্য ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। তবে তা নিয়ে বিভ্রান্তি যথেষ্ট। এবার থেকে সুপার কাপের বদলে ফের ঐতিহ্যবাহী ফেডারেশন কাপ ফিরিয়ে আনছে এআইএফএফ।

ক্যালেন্ডারে বলা হচ্ছে, এই টুর্নামেন্ট হবে মরশুমের শুরুতেই। এই মরশুমে সুপার কাপ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে ফেডারেশন। বহু ক্লাবই খেলতে যেমন রাজি হয়নি তেমনি অনেক ক্লাব আবার পূর্ণ শক্তির দলও পাঠায়নি। ফলে টুর্নামেন্টের আকর্ষণ নষ্ট হয়েছে। তাই আগামী মরশুমে ঐতিহ্যবাহী ফেডারেশন কাপ নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না এআইএফএফ। এই টুর্নামেন্ট অগাস্টে করলে তাহলে শতাব্দীপ্রাচীন ডুরান্ড কাপ কবে হবে? এআইএফএফ একইসঙ্গে ফেডারেশন কাপের পরই করতে চায় ডুরান্ড। সেক্ষেত্রে এফএসডিএল-কে পিছিয়ে দিতে হবে আইএসএল শুরুর সময়। প্রশ্ন এখানেই। আদৌ কি নিজেদের নির্ধারিত সময় ছাড়তে রাজি হবে এফএসডিএল? নাকি ফেডারেশন কাপ প্রাক মরশুম টুর্নামেন্ট হলে এপ্রিল-মে মাসে চলে যেতে হবে ডুরান্ড কাপকে?

তাছাড়া রাজ্য সরকারের সঙ্গে যে চুক্তি ডুরান্ড কমিটির হয়েছিল তা গত মরশুমেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে ডুরান্ড আবার দিল্লিতে ফিরে যাবে কি না, প্রশ্ন সেখানেও। আপাতত মরশুম শুরুর দিকে তাকিয়ে ফুটবল মহল।

ঐতিহ্যবাহী ফেডারেশন কাপ ফিরিয়ে আনতে চাইলেও মরশুমের ক্যালেন্ডার নিয়ে সমস্যায় অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

ইরফানের বদলি এডমুন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মে : জাতীয় শিবির শুরুর আগেই ফুটবলার পরিবর্তন শিবিরে। এদিনই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের তরফে জানানো হল, ইরফান ইয়াদওয়াদ শিবিরে যোগ দিতে পারছেন না। তাঁর জায়গায় দলে যোগ দিচ্ছেন এডমুন্ড লালরিনডিকা। একদিন আগেই ২৮ জন ফুটবলারের সম্ভাব্য তালিকা দেন হেড কোচ মানোলো মার্কুয়েজ।

এই তালিকায় ছিলেন চেন্নাইয়ান এফসি-র ইরফান। কিন্তু তাঁর অ্যাপেনডিক্স অস্ত্রোপচার হতে চলেছে। ফলে তিনি শিবিরে যোগ দিতে পারবেন না। তাঁর জায়গায় নেওয়া হল ইন্টার কাশীর হয়ে এই মরশুমে নজরকাড়া এডমুন্ডকে। আগামী ১৮ মে থেকে কলকাতায় শিবির শুরু করবেন মানোলো। ২৯ তারিখ দল চলে যাবে ব্যাংককে। সেখানে ৪ জুন থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ। ভারতীয় দলের এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ ১০ জুন হংকংয়ের বিপক্ষে।

জাভির নজরে ভারতীয় ফুটবল

মাদ্রিদ, ৮ মে : ভারতীয় ফুটবলের ব্যাপ্তি বিশ্বজুড়ে ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে। বিদেশের ফুটবল তারকারাও এদেশের ফুটবল সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন।

সাম্প্রতিক সময়ে স্প্যানিশ কোচেদের রমরমা চলছে ভারতীয় ফুটবলে। একদা স্প্যানিশ ফেডারেশনের স্পোর্টিং ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করা হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা এখন ভারতীয় ফুটবলের 'চ্যাম্পিয়ন' কোচ। ভারতীয় ফুটবলের 'স্প্যানিশ যোগ'- এর কারণে অনেক ফুটবল তারকার নজরে রয়েছে এদেশের ফুটবল। যার মধ্যে অন্যতম কিংবদন্তি স্প্যানিশ ফুটবলার জাভি হার্নান্ডেজ।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই কথা জানিয়েছেন একদা বিশ্বের অন্যতম সেরা মিডিও জাভি। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বিশ্বের কোন কোন দেশের ফুটবল লিগ তিনি দেখেন? উত্তরে জাভি বলেছেন, 'লা লিগা আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ। এরপরে ইপিএল ভালো লাগে। ফরাসি লিগ অতটাও পছন্দের নয়। আমি সিরি আ-র খেলাও দেখি। পানামা, সৌদি আরব ও কাতারে আমার অনেক বন্ধু রয়েছে। ওখানকার লিগের খেলাও দেখি। এছাড়াও ভারতীয় লিগের খেলা দেখি। কারণ, ওখানে এখন অনেক স্প্যানিশ কোচ কাজ করছে।'

বর্তমান সময়ে আইএসএলে ছয়জন স্প্যানিশ কোচ রয়েছেন। এর মধ্যে মোহনবাগান কোচ মোলিনা নিজের ফুটবল কেরিয়ারে জাভির বিরুদ্ধে খেলেছেন। পরবর্তী সময়ে মোলিনা যখন স্প্যানিশ ফেডারেশনের স্পোর্টিং ডিরেক্টর, তখন বার্সেলোনার কোচের দায়িত্বে ছিলেন জাভি। এছাড়াও ওডিশা কোচ সের্জিও লোবেরা দীর্ঘদিন বার্সেলোনার যুব দলের দায়িত্বে ছিলেন। সেইসময় অবশ্য জাভি সিনিয়ার দলে খেলেছেন। চেনা পরিচিত স্প্যানিশ কোচেদের কারণেই ভারতীয় ফুটবলের প্রতি আরও বেশি আগ্রহী তিনি। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে জাভি নিজেও যদি ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত হন, তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মোবারকের ২ সোনা

মোথাবাড়ি, ৮ মে : নেপাল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন সংস্থার সাউথ এশিয়ান মাস্টার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ২ সোনা, ১ রুপো সহ ৩ পদক জিতেছেন মালদার মোবারক হোসেন। তিনি ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম এবং ১০০ মিটারে দ্বিতীয় হয়েছেন। নেপালের পোখরাতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৩-৬ মে। বৈষ্ণবনগরের বাসিন্দা সিভিক পুলিশে কর্মরত মোবারক বলেছেন, 'মালদা জেলা পুলিশের থেকে আমি সবরকম সাহায্য পেয়েছি।'

সোনার পদক নিয়ে মোবারক হোসেন।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর কলেজ ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের সিনিয়ার দল।

চ্যাম্পিয়ন সিনিয়ার দল

গাজোল, ৮ মে : গাজোল প্রিমিয়ার লিগ টি২০ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন হল কলেজ ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের সিনিয়ার দল। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ২৯ রানে জুনিয়ার দলকে হারিয়েছে। টসে জিতে সিনিয়ার দল ৭ উইকেটে ২০৬ রান তোলে। অধিনায়ক সুজয় ঘোষ ৪৯, সুদীপ্ত রানা ৪২ ও ব্রজগোপাল সরকার ৩৪ রান করেন। বিপ্লব ঘোষ নেন ২ উইকেট। জবাবে জুনিয়ার দল ১৭৭ রানে গুটিয়ে যায়। সুশান্ত মার্ডি ৬১ ও অরিজিৎ দাস ৩৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা ব্রজগোপাল ও ভূদেব রায় ২ উইকেট নেন। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ১৫ হাজার টাকা। *ছবি : পঙ্কজ ঘোষ*

চ্যাম্পিয়ন মুনমুন

রায়গঞ্জ, ৮ মে : উত্তর দিনাজপুর টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কলকাতার মুনমুন কুণ্ডু। তিনি বুধবার রাতে ৪-৩ গেমে শিলিগুড়ির শতপর্ণী দে-কে হারিয়েছেন। কর্নজোড়ার স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের বিভাগে শ্রেয়া ধর ৩-০ গেমে হারিয়েছে সৃজনী চক্রবর্তীকে। অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের বিভাগে সঞ্চারি চক্রবর্তী ৪-৩ গেমে শ্রেয়া ধরের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে।

ট্রফি হাতে মুনমুন কুণ্ডু।

রওনা হল কোচবিহার দল

দিনহাটা, ৮ মে : আগামী পশ্চিম বর্ধমানে ৯-১১ মে আন্তঃ রাজ্য খো খো প্রতিযোগিতার জন্য কোচবিহার দল বৃহস্পতিবার রওনা হল। তাদের সঙ্গে রয়েছেন পুরুষ ও মহিলা দলের কোচ যথাক্রমে পূজন সরকার ও রিয়া বর্মন এবং কোচবিহার খো খো সংস্থার সচিব অজিত বর্মন।

ডুয়ার্স ক্রিকেট শুরু আজ

আলিপুরদুয়ার, ৮ মে : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং টাউন ক্লাবের সহযোগিতায় ৪ দলীয় ডুয়ার্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট শুক্রবার শুরু হবে। উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে জয়ন্তী লেপার্ড একাদশ ও রাজাভাতখাওয়া একাদশ। পরে নামবে জলদাপাড়া রাইনো একাদশ ও বক্সা টাইগার একাদশ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা লক্ষ্মী কান্ত পালিত - কে 26.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 68B 87160 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা আমাকে সামান্য কিছু টাকা খরচ করে একজন কোটিপতিতে রূপান্তরিত করেছে। এটি আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত করেছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমানিত।

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।